

জ্বলছে আলো চলছে দেশ  
প্রগতিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫



## বিদ্যুৎ বিভাগ

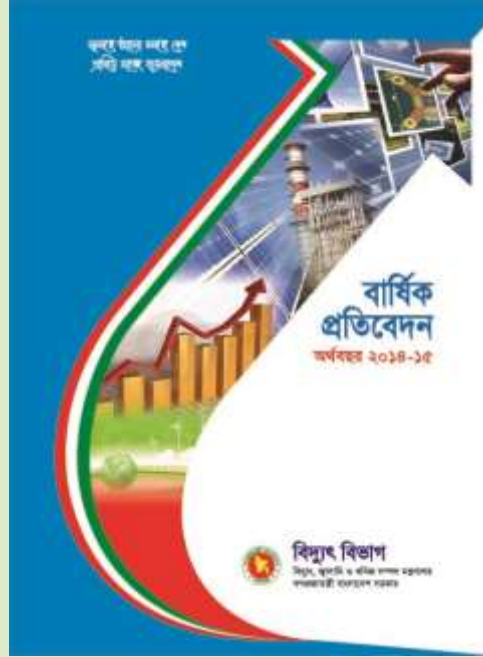
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



জ্বলছে আলো চলছে দেশ  
অগম্যে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

# বার্ষিক প্রতিবেদন

(অর্থবছর ২০১৪-১৫)



## বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ কার্তিক ১৪২২  
২৮ অক্টোবর ২০১৫

## বাণী

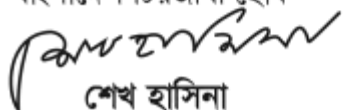
বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর। বিদ্যুতকে অগ্রাধিকার খাত এবং উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করে আমরা এখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

সরকারের মূল লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত ৯ হাজার ৫৬০ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং অতিরিক্ত প্রায় ১ লক্ষ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন ১৪ হাজার ৭৭ মেগাওয়াট (ক্যাপটিভসহ) এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ১০০টিতে উন্নীত হয়েছে। ২০০৯ সালের মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার হতে বর্তমানে ৩৭১ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ শতকরা ৬৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ২০০৯ সালের শতকরা ৪৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে শতকরা ৭৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। শিল্প কলকারখানার বিস্তার, কর্মসংস্থান ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আগামীতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও জোরদার হবে বলে আমার প্রত্যাশা।

২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বিবেচনায় রেখে বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনা “পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৫” (পিএসএমপি-২০১৫) প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে সরকারের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরলসভাবে কাজ করা এবং বিগত দিনের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক  
  
শেখ হাসিনা



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫





ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম  
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি  
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

## বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আমরা ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। সরকারের এ অগ্রযাত্রায় বিদ্যুৎ খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যুৎ উন্নয়নের পূর্বশর্ত , এ বিষয়টি মাথায় রেখে বিগত ৬ বছরে আমরা তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এবং নেতৃত্বে আমরা ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, আইপিপি ও পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, ভারত হতে বিদ্যুৎ আমদানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (শ্রেডা) গঠন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আমরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রিসার্চ কাউন্সিল গঠন করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় আমরা জি-টু-জি সহযোগিতার মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক বৃহৎ প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, যা ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমরা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সেচ মৌসুমে গ্রামাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করি। বিদ্যুৎ খাতের বিগত ১ বছরের সাফল্য তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রকাশিত প্রতিবেদন একটি উলে-খযোগ্য মুখপাত্র।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তর্জিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫







নসরুল হামিদ এমপি  
প্রতিমন্ত্রী  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বিদ্যুৎ শক্তি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। দেশের বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানিসহ নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

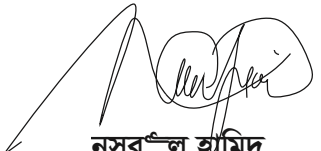
বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানি সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের উপর ট্যাক্স মওকুফ, বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও সৌর বিদ্যুতের বিষয়টি বিল্ডিং কোডে অস্বীকৃত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকির জন্য Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে।

দেশব্যাপী প্রি-পেমেন্ট মিটারিং পদ্ধতি চালুর কার্যক্রম চলমান আছে। বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, লোড ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে আগামী ৩ বছরের মধ্যে সকল গ্রাহককে প্রি-পেমেন্ট মিটার সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যুৎ খাতে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য Key Performance Indicators (KPI) নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত Enterprise Resource Planning (ERP) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের সকল তথ্যাদি এ প্রতিবেদনটিতে সংযোজিত হয়েছে। তথ্য ভিত্তিক এ প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আদর্শ প্রতিবেদন হিসাবে সমাদৃত ও সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

  
নসরুল হামিদ







মনোয়ার ইসলাম  
সচিব  
বিদ্যুৎ বিভাগ

## মুখবন্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগের একটি নিয়মিত প্রকাশনা। প্রকাশনাটিতে বিগত এক বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জনসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একইসাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বর্ণনা করা হয়েছে। সরকারের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে এর উন্নয়নে সরকারের বিশদ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে একটি সম্যক চিত্র এ প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যাবে। এ প্রতিবেদন থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষণাকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী, আর্থহী ব্যক্তিসহ সকলে উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সরকার বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকার যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করছে। ফলে অর্থবছর শেষে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৬৯৫ সার্কিট কিলোমিটার। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৩ লক্ষ ২৬ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের ১৪.১৩ শতাংশ হতে ০.৫৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে দাঁড়িয়েছে ১৩.৫৫ শতাংশ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি খাত, বেসরকারি খাত, পিপিপি, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণ এর লক্ষ্যে সরকার শ্রেডা গঠন করেছে যা ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। অফগ্রীড এলাকায় বর্তমানে সোলার হোম সিস্টেম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বায়ু থেকে বিদ্যুৎ আহরণের লক্ষ্যে উইন্ড ম্যাপিংসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে জরুরীভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে জ্বালানি বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ সকল কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বিদ্যুৎ খাত যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিদ্যুৎ বিভাগ এ প্রতিবেদন প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রস্তুত/প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তর্ভূরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

  
(মনোয়ার ইসলাম)



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫



## সূচিপত্র

# সূচিপত্র

ভিশন ও মিশন	এক-দশ
এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন	এগারো-বারো
বিদ্যুৎ উৎপাদনে গৃহীত কার্যক্রম	০১-১২
বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা	১৩-২০
বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা	২১-২৬
বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ	২৭-৩২
আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা	৩৩-৩৬
নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সশ্রয়ী কার্যক্রম	৩৭-৪৬
বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম	৪৭-৫৪
আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	৫৫-৫৬
তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	৫৭-৬০
মানব সম্পদ উন্নয়ন	৬১-৬৪
এডিপি বাস্তবায়ন	৬৫-৬৮
বিশেষ কার্যক্রম	৬৯-৭২
ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ	৭৩-৭৪



## সূচিপত্র

# সূচিপত্র

পরিশিষ্ট-ক জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ	৭৫-৮০
পরিশিষ্ট-খ জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন' ২০১৫ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ	৮১-৮৬
পরিশিষ্ট-গ নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ	৮৭-৯০
পরিশিষ্ট-ঘ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ	৯১-৯৪
পরিশিষ্ট-ঙ পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ	৯৫-৯৬
পরিশিষ্ট-চ ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি নিজস্ব অর্থায়নে এবং ECA অর্থায়নে প্রকল্প তালিকা	৯৭-১০৪
পরিশিষ্ট-ছ ২০১৫-১৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (বিনিয়োগ/প্রধান কর্মসূচী)	১০৫-১১২
প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি	১১৩



# ভিশন ও মিশন



মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিদ্যুৎ সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত বিদ্যুৎ মেলার শুভ উদ্বোধন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩ মে ২০১৫ তারিখে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন এবং উপকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

## ভিশন

- সবার জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা।

## মিশন

- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা।

## কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

### মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ১. বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন
- ২. বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের উন্নয়ন
- ৩. বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের উন্নয়ন
- ৪. বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর আওতা সম্প্রসারণ
- ৫. বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত মানব সম্পদ উন্নয়ন

### আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ১. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন
- ২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
- ৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন
- ৪. তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
- ৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

## কার্যাবলী (Functions)

- ১. বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সকল জনগোষ্ঠিকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনয়ন
- ২. বিদ্যুৎ খাতের আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতি মালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ
- ৩. বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রমে গুণগত মান বজায় রাখা
- ৪. বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুতের টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও আধুনিকীকরণ
- ৫. বিদ্যুৎ খাতে জয়েন্ট ভেঞ্চার ও বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান
- ৬. প্রাপ্ত অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- ৭. শ্রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক কার্যক্রম তদারকি
- ৮. স্রাবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি, জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রমের উন্নয়ন
- ৯. স্রাবকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন
- ১০. প্রতিবেশী দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

## কর্মপরিকল্পনা

- ০০ ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছানো
- ০০ ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা
- ০০ ২০২১ সালের মধ্যে মোট সঞ্চালন লাইন প্রায় ১৯ হাজার সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন প্রায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা ও প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতা বর্ধন করা
- ০০ বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করা
- ০০ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা
- ০০ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা





- ❑ ২০২১ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ন্যূনতম ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদন করা
- ❑ আঞ্চলিক গ্রীডের মাধ্যমে ৩ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি নিশ্চিত করা
- ❑ ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ৬ হাজার মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ
- ❑ ২০২২ সালের মধ্যে ২ হাজার মেগাওয়াট নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করা
- ❑ সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে হ্রাস করা
- ❑ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা
- ❑ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সশরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% জ্বালানি অপচয় হ্রাস করা
- ❑ গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা
- ❑ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৬ সালের মধ্যে একটি পৃথক সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন
- ❑ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বার্ষিক প্রশিক্ষণ ১০০ জনঘণ্টায় উন্নীত করা

## বিদ্যুৎ বিভাগের গঠন ও জনবল

বিদ্যুৎ বিভাগের উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সম্পাদনের জন্য এ বিভাগে 'উন্নয়ন', 'প্রশাসন' ও 'পরিকল্পনা' অনুবিভাগ রয়েছে। উক্ত অনুবিভাগ ৩টির অধীনে ৭টি অধিশাখা রয়েছে এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ১৬টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত-সচিব/যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান, অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপ সচিব/উপ-প্রধান এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান রয়েছে। অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগে ৩১ জন প্রথম শ্রেণীর ও ২৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং ২৩ জন ৩য় শ্রেণীর ও ২৬ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের মোট জনবল ১০৬ জন। অনুমোদিত ১০৬ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। সহকারী সচিব ৫টি, সহকারী প্রধান ১টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ৭টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৯টি সহ সর্বমোট ৪৩টি পদ বর্তমানে শূণ্য রয়েছে।



গগনগর, নারায়ণগঞ্জ ১০২ মেঃঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩ মে ২০১৫ তারিখে গগননগর, নারায়ণগঞ্জ ১০২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন  
বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

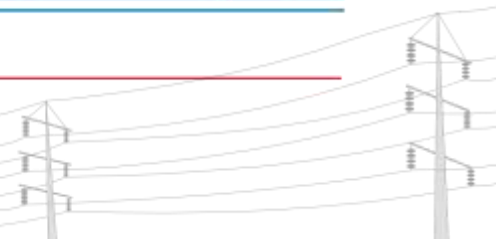
ক্র নং	পদবী	সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১	সচিব	১	১	০
০২	অতিরিক্ত সচিব	১	১ (অতিরিক্ত ৩+সংযুক্ত ১) মোট- ৫ জন	০
০৩	যুগ্ম-সচিব	২	২	০
০৪	যুগ্ম-প্রধান	১	১	০
০৫	উপসচিব	৬	৫	১
০৬	উপ-প্রধান	১	১	০
০৭	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	১৩	৮	৫
০৮	সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান	৩	২	১
০৯	প্রোগ্রামার	১	১	০
১০	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	০
১১	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
১২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৪	৭	৭
১৩	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২	৩	৯
১৪	সহকারী হিসাব রক্ষক	১	০	১
১৫	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬	৪	২
১৬	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩	৯	৪
১৭	কম্পিউটার অপারেটর	১	০	১
১৮	ক্যাশিয়ার	১	০	১
১৯	ক্যাশ সরকার	১	১	০
২০	ডুপিকেটিং মেশিন অপারেটর	১	১	০
২১	এম এল এস এস	২৫	১৪	১১
মোট		১০৬	৬৩	৪৩

০০

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিসংখ্যান

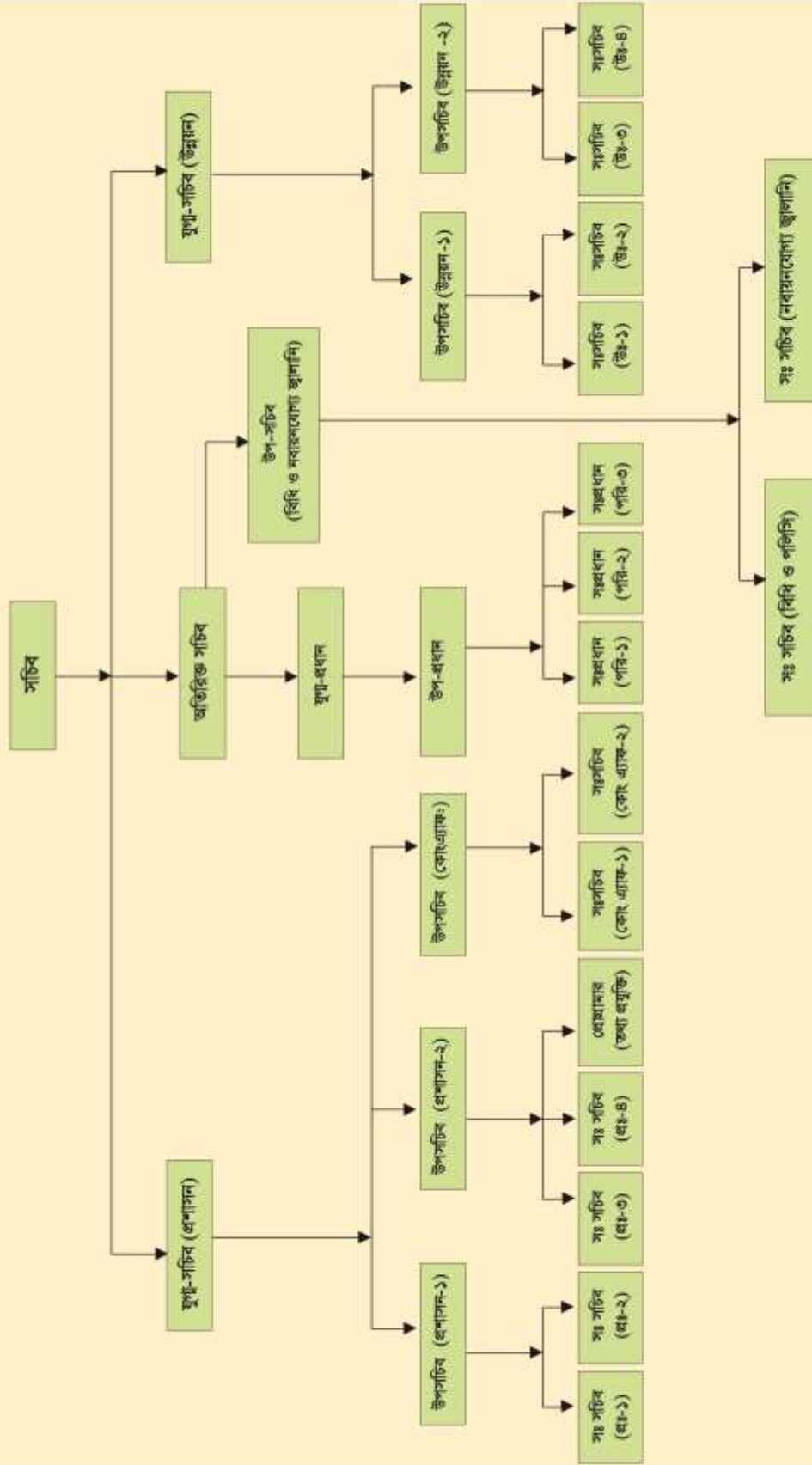


চার



# বিদ্যুৎ বিভাগ

## সাংগঠনিক কাঠামো



বিদ্যুৎ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

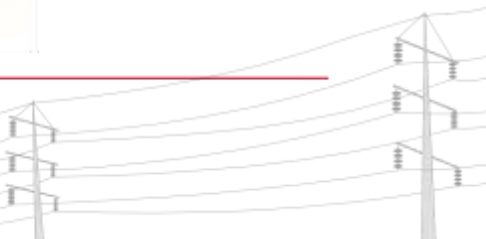


## বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পলী-বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো), রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) বর্তমানে সরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) একক ক্রেতা হিসেবে বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের এবং পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পলী-বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপাই কোম্পানী (ডেসকো) লিঃ, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) লিঃ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ওজোপাডিকো) লিঃ। নর্থ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (নওজোপাডিকো) এবং সাউথ জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (সাজোপাডিকো) রেজিস্ট্রেশন হলেও বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করেনি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও তদারকিকরণের জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও জ্বালানি নিরীক্ষণ বিষয়সমূহ তদারকি করা হয়। এছাড়া পাওয়ার সেল বেসরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন (Independent Power Projects) প্রক্রিয়াকরণ, এ খাতের পারফরমেন্স মনিটরিং, ট্যারিফ, সংস্কার কার্যক্রম ও বিদ্যুৎ খাতের অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে ও নীতি প্রণয়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

## বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীসমূহ

- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) ([www.sreda.gov.bd](http://www.sreda.gov.bd));
- বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর ([www.eacei.gov.bd](http://www.eacei.gov.bd));
- পাওয়ার সেল ([www.powercell.gov.bd](http://www.powercell.gov.bd));
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ([www.bpdb.gov.bd](http://www.bpdb.gov.bd));
- বাংলাদেশ পলী-বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) ([www.reb.gov.bd](http://www.reb.gov.bd));
- ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি) লিঃ ([www.dpdc.org.bd](http://www.dpdc.org.bd));
- ঢাকা পাওয়ার সাপাই কোম্পানী (ডেসকো) লিঃ ([www.desco.org.bd](http://www.desco.org.bd));
- ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ওজোপাডিকো) লিঃ ([www.wzpdcl.gov.bd](http://www.wzpdcl.gov.bd));
- ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ ([www.egcb.com.bd](http://www.egcb.com.bd));
- পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ ([www.pgcb.org.bd](http://www.pgcb.org.bd));
- আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল) ([www.apscl.com](http://www.apscl.com));
- রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল) ([www.rpcl.org.bd](http://www.rpcl.org.bd));
- নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী (নওপাজেকো) লিঃ ([www.nwpgcl.org.bd](http://www.nwpgcl.org.bd));
- কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ (সিপিজিসিবিএল) লিঃ ([www.cpgcbl.gov.bd](http://www.cpgcbl.gov.bd));



বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো



বিদ্যুৎ বিভাগের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

পাওয়ার সেল

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় “পাওয়ার সেল” গঠন করা হয়। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বয়পযোগী নতুন আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা হালনাগাদকরণ, বিদ্যুৎ খাত সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকীকরণ, বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত দরপত্র দাগিল ও সিকিউরিটি প্যাকেজ প্রণয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনা, আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স সহ যাবতীয় কারিগরি বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রম তদারকীকরণসহ পারফরমেন্স মনিটরিং এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পাওয়ার সেলের উপর অর্পণ করা হয়।

উলেখযোগ্য দায়িত্ব

- ❶ বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বয়পযোগী নতুন আইন/বিধি/নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ খাতের সকল নীতিমালা হালনাগাদকরণ;
- ❷ বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- ❸ বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও নতুন কোম্পানী গঠনে সহায়তা প্রদান;
- ❹ বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দরপত্র প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
- ❺ বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশেষণ;
- ❻ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- ❼ বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বেসরকারীখাতের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা ও আর্থহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- ❽ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ, পর্যালোচনা ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;
- ❾ তথ্য প্রযুক্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান;
- ❿ পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;
- ⓫ বিদ্যুতের দক্ষ ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম সনাক্তকরণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন;
- ⓬ বিদ্যুৎ খাতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;
- ⓭ বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

- ❑ বিদ্যুৎ খাতের পারফরমেন্স সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে পাওয়ার সেল কর্তৃক বিদ্যুৎ খাতের জন্য মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; এনার্জি অডিটিং নিশ্চিতকরণ;
- ❑ বিদ্যুৎ খাত সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ; বিদ্যুৎ
- ❑ সংস্থাসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- ❑ বিদ্যুৎ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।
- ❑

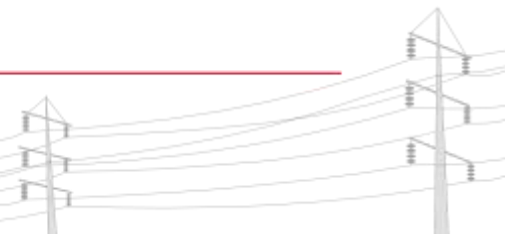
**বিগত এক বছরে পাওয়ার সেলের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** বিদ্যুৎ আইন, ২০১৫ (বাংলা) এর খসড়া প্রণয়ন; বাংলাদেশ

- ❑ পাওয়ার প-গ্রান্ট মেইনটেনেন্স কোম্পানী গঠনের লক্ষ্যে Memorandum of Article (MOA) এবং Article of Association (AOA) প্রণয়ন;
- ❑ বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে খসড়া Deed of Trust প্রণয়ন;
- ❑ সোলার ইরিগেশন বিষয়ে সমীক্ষার জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- ❑ বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী গঠনের লক্ষ্যে MOA এবং AOA প্রণয়ন;
- ❑ বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভার জন্য Software প্রণয়ন; Audit Software প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ❑ সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাব এর জন্য Environment পরামর্শক নিয়োগ;
- ❑ আমিনবাজার-মাওনা-মংলা এবং আনোয়ারা--মেঘনাঘাট সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ;
- ❑ LNG Terminal স্থাপনের লক্ষ্যে Feasibility Study কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ; ইএলআইবি প্রকল্পের আওতায় বাপবিবোর জন্য Technical এবং Procurement পরামর্শক নিয়োগ;
- ❑ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের জন্য ৭জন ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ;
- ❑ BREB এর UREDS প্রকল্পের জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- ❑ ঘোড়াশাল, গোয়ালপাড়া, বাঘাবাড়ী জেনারেশন হাবের মাস্টার প-গ্রান তৈরির লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ;
- ❑ রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রামে ৬০ মেগাওয়াট সোলার পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ; Unified Pre-paid Meter ক্রয়ের নিমিত্ত Standard Tender Document প্রণয়ন;
- ❑ Digitalization of SREDA কাজে পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়াকরণ; Customer Satisfaction Survey
- ❑ সমীক্ষার কাজ বাস্তবায়ন; বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের পারফরমেন্স উন্নয়নের লক্ষ্যে কেপিআই স্বাক্ষর ও তদারকিকরণ;
- ❑ বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস এবং ববেয়া আদায় তদারকিকরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন; বিদ্যুৎ
- ❑ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের Transformer Specification Standardization করণ এবং Transformer পোড়া রোধের লক্ষ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ❑ ICT Road Map for Bangladesh Power Sector প্রণয়নে পরামর্শক নিয়োগ।
- ❑

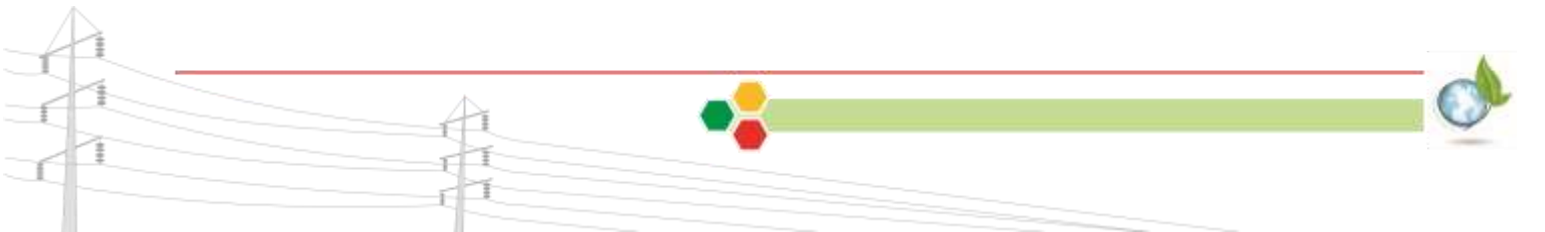
## বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ জীবন ও সম্পদের নিরপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯১০ সালের ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট এর ৩৬ ধারা বলে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের সৃষ্টি হয়। এলক্ষ্যে ১৯৩৭ সনের বিদ্যুৎ বিধিমালার ৬২ ও ৭৯ নং বিধি মোতাবেক শিল্প কল-কারখানাসহ সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাসমূহ বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানসহ ৪৯(৫) বিধি মোতাবেক উচ্চ ও মধ্যম চাপের পুরাতন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনাসমূহ খন্ডকালীন পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই এ দপ্তরের অন্যতম কাজ। অপরদিকে বিদ্যুৎ সেক্টরকে আধুনিক ও সৃষ্ণ্খল করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিধিমালার ৪৮(১) বিধি মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত বিদ্যুৎ

❑ ❑



লাইসেন্স বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদেরকে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজারী সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে এ দপ্তর নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (সরকারী রাজস্ব) উপার্জন করে থাকে।



আট





## সেবা ভিত্তিক সাফল্য

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের রেগুলেটরী কার্যক্রম সম্পন্ন করে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে যে সেবা প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত ছকে দেখানো হলো।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর
১	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন	২৭০৯
২	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স জারী	৪৫৩
৩	বৈদ্যুতিক সুপাভাইজার সার্টিফিকেট	৫৬৬
৪	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট জারী	২২৫৪
৫	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন	৩১৫৩
৬	বৈদ্যুতিক সুপাভাইজার সার্টিফিকেট	৪১৯৪
৭	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট নবায়ন	১৫৪৩

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সেবা প্রদান

## আর্থিক সাফল্য

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করে আসছে। বিগত ৩(তিন) বছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আয়ের বিবরণী নিচের ছকে দেয়া হলো। উক্ত ছকে বিগত ৩(তিন) বছরে লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কি পরিমাণ অধিক রাজস্ব আয় করা সম্ভব হয়েছে তাও দেখানো হয়েছে।

অর্থ বছর	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রাজস্ব আয়	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অধিক আয়ের পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অর্জনের শতকরা কত ভাগ (কম/বেশী)
২০১২-২০১৩	১,৬০,০০,০০০	২,০২,৩১,০০০	(+) ৪২,৩১,০০০	(+) ২৬.৪৪%
২০১৩-২০১৪	১,৭৪,৬২,০০০	২,২৫,৮৪,০০০	(+) ৫১,২২,০০০	(+) ২৯.৩৩%
২০১৪-২০১৫	১,৮৯,২৭,০০০	২,৮২,৩৫,০০০	(+) ৯৩,০৮,০০০	(+) ৪৯.১৭%

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের বিগত ৩(তিন) বছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আয়

## টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)

বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাসকরণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষ ও শাস্যীয় ব্যবহার এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রেডা গঠনকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহান জাতীয় সংসদে ১০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২ পাশ করে যা মাননীয় রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে ২০১২ সালের ৪৮নং আইন হিসেবে গেজেট প্রকাশিত হয়। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জনবল নিয়োগপূর্বক মে ২০১৪ হতে কার্যক্রম শুরু করেছে।

## শ্রেডা গঠনের উদ্দেশ্য

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা এর উন্নয়ন, প্রচার, প্রসারের সাথে সাথে এসংক্রান্ত আইন, নীতিমালা, বিধি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য শ্রেডা গঠিত হয়।

## শ্রেডার দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টি।
- জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণসহ উক্ত যন্ত্রপাতির লেবেলিং এর ব্যবস্থাকরণ, জ্বালানি ব্যবহারকারী



# বার্ষিক প্রতিবেদন

যন্ত্রপাতির মান নিরূপণ ও প্রত্যয়ন প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষাগার স্থাপন বা স্থাপনে সহায়তা প্রদান।

- (৩) জ্বালানি সাশ্রয়ী ইমারত নির্মাণ বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান।
- (৪) জ্বালানি ব্যবস্থাপক ও জ্বালানি নিরীক্ষক নিয়োগ ও স্বীকৃত জ্বালানি নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে মান ও যোগ্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন।
- (৫) নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালাসহ এ আইন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান।
- (৬) নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ কাজে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- (৭) নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- (৮) বেসরকারি উদ্যোগীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন, প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণে সহায়তা প্রদান এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা প্রদান।

## ইতোমধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রম

শ্রেডার চেয়ারম্যান পদে, সদস্য পদে ও পরিচালক পদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও সংযুক্ত/প্রেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে উপ-পরিচালক, সহকারি পরিচালক ও আইসিটি কর্মকর্তা হিসেবে ৯জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। শ্রেডার অনুমোদিত অর্গানোথাম অনুযায়ী এন্ট্রি লেভেলে সহকারি পরিচালকের ৮টি এবং প্রোগ্রাম এসিসট্যান্টের ৭টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

- ❑ নিয়োগকৃত সহকারি পরিচালক ও প্রোগ্রাম এসিসট্যান্টদের বর্তমানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আউটসোর্সিং
- ❑ পদ্ধতিতে ড্রাইভার, এমএলএসএস, নিরাপত্তা প্রহরী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।
- ❑ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) ভবনে শ্রেডার স্থায়ী অফিস ভবন ভাড়া নেয়া হয়েছে। টেন্ডারের মাধ্যমে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে।
- ❑ আইসিটি কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে আইসিটি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। শ্রেডার নিজস্ব ওয়েব সাইট চালু করা হয়েছে।
- ❑ সোলার পার্ক ও সোলার রুফটপ সিস্টেমের জন্য বেঞ্চমার্ক ট্যারিফ নির্ধারণ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ❑ অফগ্রীড ও অনগ্রীড এলাকায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদে সোলার রুফটপ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে। “৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা” প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ❑ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা-২০০৮ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ❑ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Action Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। জাইকার সহায়তায় টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে খসড়া Energy Efficiency & Conservation Master Plan প্রস্তুত করা হয়েছে।

## বাস্তবায়নধীন কার্যক্রম

- ❑ সোলার বোর্ডিং এর পরামর্শক নিয়োগ ও এর পাইলটিং এর কাজ শুরু;
- ❑ বায়োমাস রিসোর্স ম্যাপিং এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- ❑ গ্রীড ইনট্রিগেশন স্টাডির জন্য পরামর্শক নিয়োগ;



৬টি পৌরসভার বর্জ্য থেকে জ্বালানি/বিদ্যুৎ বিতরণ স্টাডি ও প্রকল্প গ্রহণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ;  
সুইচ-অফ স্কুলিং প্রোগ্রামের ডিজাইন চূড়ান্তকরণ ও স্পন্সর নির্বাচন; হাউজহোল্ড এনার্জি প-  
য়টফর্ম গঠন ও এর কার্যক্রম শুরু;  
সোলার সিস্টেমের প্রতিটি যন্ত্রাংশের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে Standard তৈরিকরণ;  
এলইডি লাইটের মান প্রমিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ;  
শ্রেডার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;  
জ্বালানি সংরক্ষণ বিধিমালা প্রণয়ন, অনুমোদন ও জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ;  
শ্রেডার প্রচারণা ও যোগাযোগ কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কমিউনিকেশন স্পেশালিষ্ট নিয়োগ প্রদান।

দশ



# এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

## বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বগতি, শিল্পখাতে ঐতিহাসিক প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়নে দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। ফলে বিদ্যুতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত এক বছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৮টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চালু হয়েছে ফলে দেশের স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১১,৫৩৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

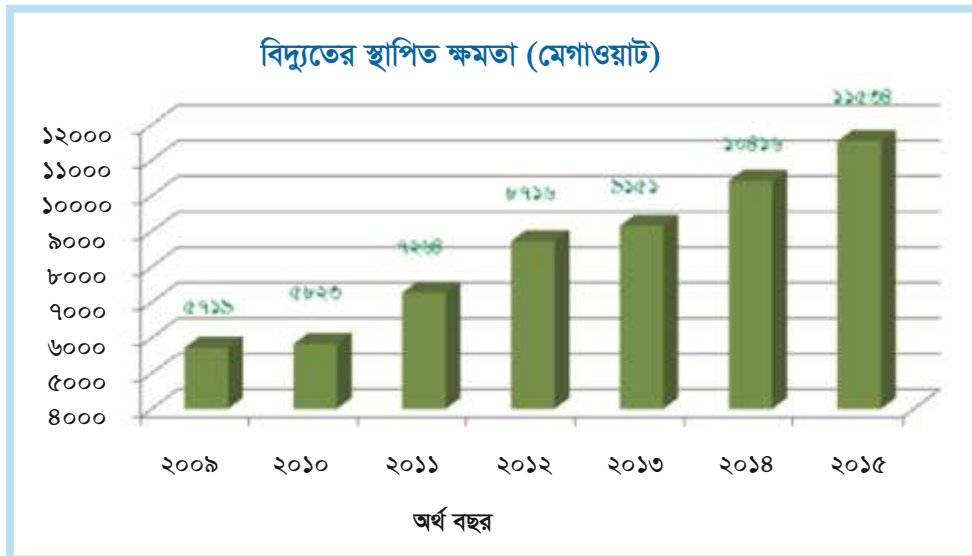
বিদ্যুৎ খাতের সফলতায় লক্ষণীয় বিষয় হলো বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ৭৪ শতাংশে উন্নীত করা। এছাড়া মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং লোডশেডিং হ্রাসের তুলনামূলক চিত্র থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের অগ্রগতি প্রতীয়মান হয়। নিম্নে এক নজরে এক বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন দেখানো হলো:

বিষয়		২০১৪	২০১৫	অর্জন
উৎপাদন ক্ষমতা	মেগাওয়াট	১০,৪১৬	১১,৫৩৪*	১,১১৮
সর্বোচ্চ উৎপাদন**	মেগাওয়াট	৭,৩৫৬	৭,৮১৭	৪৬১
সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	%	৬৮%	৭৪%	৬%
মাথাপিছু উৎপাদন	কি.ও. আওয়ার	৩৪৮	৩৭১	২৩
গ্রাহক সংখ্যা	লক্ষ	১৫৪	১৭৮	২৪
মোট বিতরণ লাইন	কি. মি	৩ লক্ষ ৩ হাজার	৩ লক্ষ ২৬ হাজার	২৩ হাজার
মোট সঞ্চালন লাইন	সার্কিট কি. মি.	৯,৫৩৬	৯,৬৯৫	১৫৯
গ্রীড সাব-স্টেশন ক্ষমতা	এমভিএ	২২,৭১৮	২৪,৬৭০	১৯৫২
সিস্টেম লস	%	১৪.১৩%	১৩.৫৫%	০.৫৮%

এক নজরে বিগত এক বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন

\* ক্যাপটিভসহ জুন ২০১৫ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩,৭৩৪ মেগাওয়াট

\*\* এপর্যন্ত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ৮,১৭৭ মেগাওয়াট (১৩ আগস্ট ২০১৫)

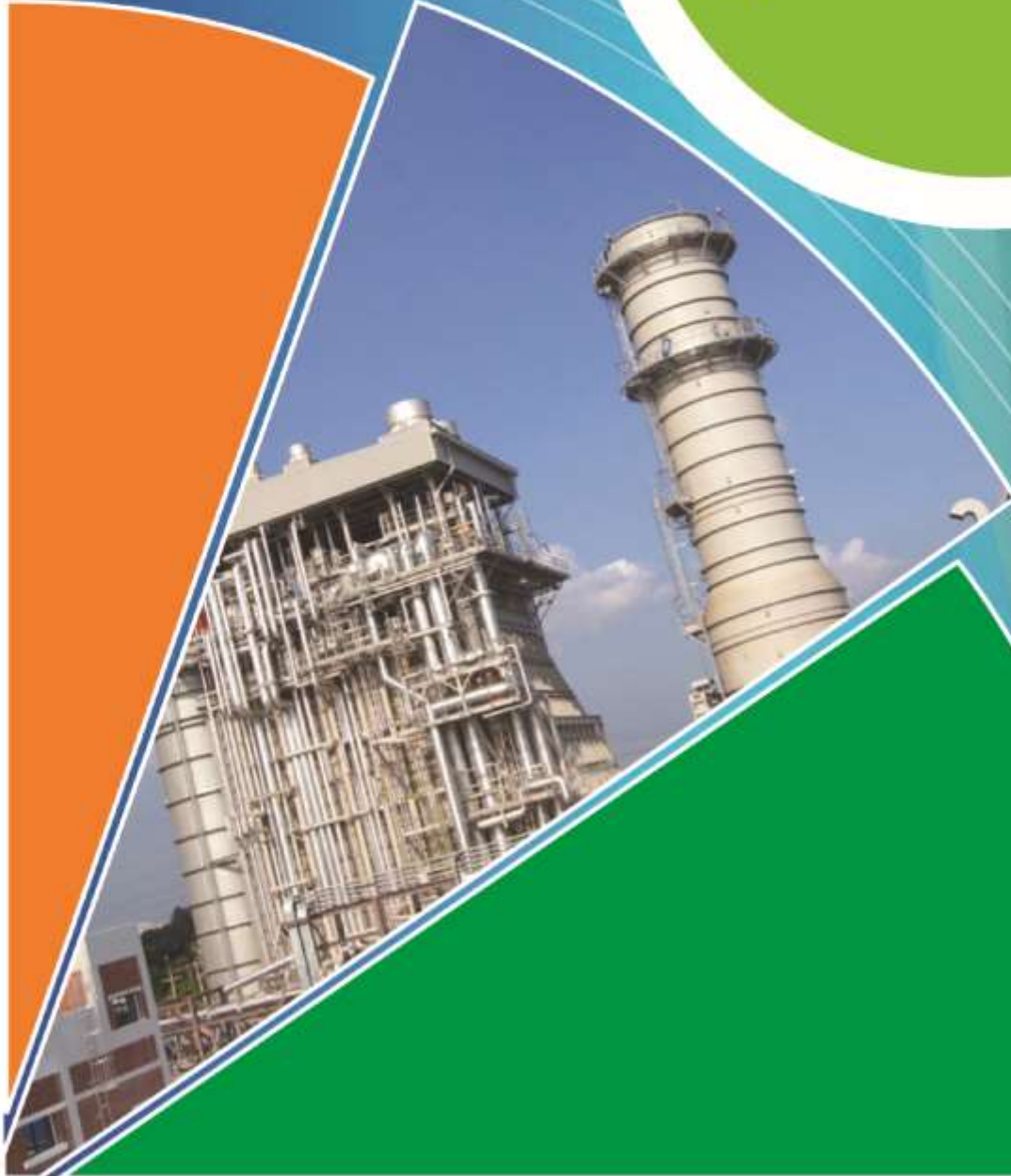


বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা



বারো

# বিদ্যুৎ উৎপাদনে গৃহীত কার্যক্রম



## ১.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে মেয়াদি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, তুরল জ্বালানি, ডুয়েল ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে দেশি-বিদেশী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে রোড-শো আয়োজন, দাতা সংস্থাসমূহের সাথে সভা, যুগোপযোগী আইন/নীতিমালা প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে স্বচ্ছতা আনয়নসহ বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ববিবেচনা করে বিদ্যুতের ঘাটতিজনিত সমস্যার সমাধানসহ এ খাতের ধারাবাহিক বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।



ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন একটি জটিল প্রক্রিয়া। সবসময় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সময়সীমা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। ২০২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিবর্তিত পরিকল্পনা নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বছর	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সরকারিখাত (মেঃওঃ)	৮৪৮	৮৮৫	২০২০	১৩৯৭	১৬১১	১০০০	১৯০০	৯৬৬১
বেসরকারি খাত (মেঃওঃ)	১১১০	৪২৮	৬৩০	৬৩০	১১৫২	১৮১১	১৯১২	৭৬৭৩
মোট	১৯৫৮	১৩১৩	২৬৫০	২০২৭	২৭৬৩	২৮১১	৩৮১২	১৭৩৩৪

২০১৫ সাল হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা



## ১.১ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০ এ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনা করে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫০% অর্থাৎ প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের মধ্যে সরকারি/জয়েন্ট ভেঞ্চার/আইপিপি/পিপিপি খাতে দেশীয় উৎপাদিত/আমদানিকৃত কয়লা ভিত্তিক প্রায় ১২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।



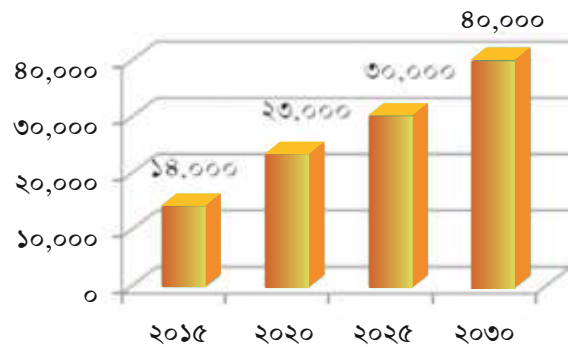
সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

## ১.২ পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০ অনুযায়ী পরিকল্পনা

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সুদূর প্রসারী ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি)-২০১০' প্রণয়ন করা হয় যা সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর ফেব্রুয়ারি ২০১১ এ প্রকাশিত হয়েছে। পিএসএমপি-২০১০ অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

সাল	মেগাওয়াট
২০১৫	১৪,০০০
২০২০	২৩,০০০
২০২৫	৩০,০০০
২০৩০	৪০,০০০

২০৩০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মেঃওঃ)



বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (পিএসএমপি-২০১০)

বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (পিএসএমপি-২০১০)





পিএসএমপিতে বর্ধিত বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনায় একক জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জ্বালানির বহুমুখীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিএসএমপিতে তরল জ্বালানি (ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল), নবায়নযোগ্য শক্তি, গ্যাস, নিউক্লিয়ার ইত্যাদি জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা অস্ফুর্ভূক্ত করা হয়েছে। পিএসএমপিতে জ্বালানি বহুমুখীকরণের যে প্রস্ফুভব করা হয়েছে তা হলো-তেল-৫%, আমদানিকৃত কয়লা-২০%, নিজস্ব কয়লা-৩০%, গ্যাস-২৫%, নিউক্লিয়ার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও আস্ফুদ্দেশীয় সংযোগ-২০%।

## ১.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্ফুড্রায়নে ২০২০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ২০০০ মেগাওয়াট পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ১৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**১.৪ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন পরিকল্পনা** সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে বহুমুখী জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায়

২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ২০২২ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

**১.৫ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা** বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী মহাপরিকল্পনা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০ এ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতসহ অন্যান্য দেশ হতে ৩,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত ফ্রেমওয়ার্ক সমঝোতা স্মারকের আওতায় ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের ভেড়ামারা পর্যন্ত ১০০ কিঃমিঃ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ভেড়ামারা HVDC (High Voltage Direct Current) বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ শেষে নভেম্বর ২০১৩ হতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। ভারতের ত্রিপুরা থেকে মার্চ ২০১৬ নাগাদ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া ভেড়ামারা HVDC (High Voltage Direct Current) বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে জুন ২০১৭ সাল নাগাদ ভারত থেকে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম চলছে। গত ২৭/১১/২০১৪ তারিখ নেপালের রাজধানী

কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত SAARC শীর্ষ সম্মেলনে “SAARC Framework Agreement for Energy Cooperation (Electricity)” স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে নেপাল, ভূটান ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে আলোচনা অব্যাহত আছে।

## ১.৬ পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ১৫/২৫ বছরের পুরাতন ও অদক্ষ বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং, সিম্পল সাইকেল হতে কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে সংস্কার/পুনর্বাসনের পাশাপাশি কেন্দ্রগুলোর জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় সিম্পল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তরের বিষয়ও অস্ফুর্ভূক্ত করা হয়েছে।







সিঙ্গিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

### ১.৭ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির ব্যবহার

বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার দরের পরিবর্তনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে উৎপাদন ব্যয় এবং বিদ্যুৎ ট্যারিফের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কোন প্রকার জ্বালানি হতে কি পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া, বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি পণ্যের প্রাপ্তব্যতাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলকে প্রভাবিত করে। একইসাথে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি প্রাপ্তব্যতাপ এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর বিবেচনা করে জ্বালানি বৈচিত্রায়ণকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৬৯ শতাংশ গ্যাস হতে উৎপাদিত হচ্ছে, যা ২০০৯ সালে ছিল ৮৯ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি ব্যবহারের হার (%) দেখানো হ'ল:

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (মি.কি.ও.ঘ.)	গ্যাস ভিত্তিক	কয়লা ভিত্তিক	তরল জ্বালানি ভিত্তিক	পানি ভিত্তিক	আমদানি ভিত্তিক
২০০৮-০৯	২৬,৫৩৩	৮৮.৪৪	৪.০২	৫.৯৩	১.৬১	--
২০০৯-১০	২৯,২৪৭	৮৯.২১	৩.৫৩	৪.৭৬	২.৫০	--
২০১০-১১	৩১,৩৫৫	৮২.১২	২.৪৯	১২.৬১	২.৭৮	--
২০১১-১২	৩৫,১১৮	৭৯.১৫	২.৫২	১৬.১৩	২.২১	--
২০১২-১৩	৩৮,২২৯	৭৮.১২	৩.০২	১৬.৫১	২.৩৪	--
২০১৩-১৪	৪২,১৯৫	৭২.৪২	২.৪৬	১৮.৩৫	১.৩৯	৫.৩৭
২০১৪-১৫	৪৫,৮৩৬	৬৯.৪৪	২.০৫	১৯.৮৯	১.২৪	৭.৩৭
২০১৫-১৬ (সম্ভাব্য)	৫০,৫৮৭	৭০.৫৫	১.৫৬	১৯.৪৮	১.৩১	৭.১০
২০১৬-১৭ (সম্ভাব্য)	৫৬,৬৯১	৭২.৫২	১.৬৬	১৭.৭৮	১.০৩	৭.০০

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫



২০১৩-১৪ অর্থবছরে জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন



২০১৪-১৫ অর্থবছরে জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন



আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

## ১.৮ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সরকার ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১১,৪০৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৭৭টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ৭,৩৯৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা
সরকারি	৩৫	৬৫১৫
রেন্টাল	২০	১৬৫৩
আইপিপি	২২	৩২৪০
মোট	৭৭	১১,৪০৮

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর

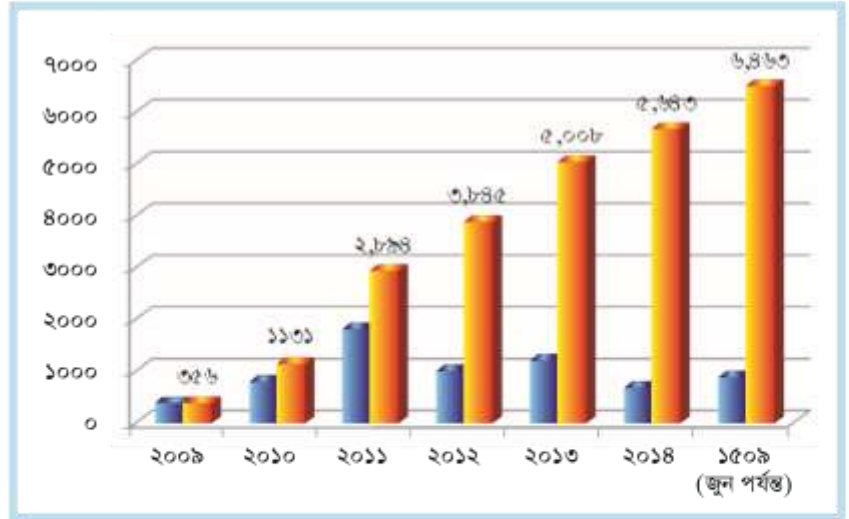


শ্রাভ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	৮	৪,২১২
বেসরকারি	১২	৩,১৮৩
মোট	২০	৭,৩৯৫

দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ২০০৯ সাল হতে ২০১৫ সাল (জুন) পর্যন্ত মোট ৬,৪৬৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার (বিদ্যুৎ আমদানিসহ) ৭১ টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নিম্নে বছরভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি দেখানো হলো:

সাল	মেগাওয়াট
২০০৯	৩৫৬
২০১০	৭৭৫
২০১১	১,৭৬৩
২০১২	৯৫১
২০১৩	১,১৬৩
২০১৪	৬৩৫
২০১৫ (জুন পর্যন্ত)	৮২০
মোট	৬,৪৬৩



বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

## ১.৯ পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ৩৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩টি বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	চালুর সম্ভাব্য সময়
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & CHDHK, China)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	জুন, ২০২১
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & TNB-PTB, Malaysia)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (মালেশিয়া)	জুন, ২০২২
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১২০০	ইসিএ	জুন, ২০২২
মোট	৩৬০০		

পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প



## ১.১০ নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরপূর্বক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

## ১.১১ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য 'কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ' গঠন করা হয়েছে এবং ভারতের NTPC ও বাংলাদেশের BPDB এর যৌথ উদ্যোগে রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য Bangladesh-India Friendship Power Company গঠন করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

সরকারি ও বেসরকারিভাবে ১৪২৬ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। চীনের সহযোগিতায় মহেশখালী ১৩০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে। মালয়েশিয়ার আর্থিক সহায়তায় মহেশখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য MOU স্বাক্ষরপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ কর্তৃক মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য JICA এর সাথে Loan Agreement স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ১২,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে কয়লাভিত্তিক নির্মাণাধীন, দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ও পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তথ্য দেয়া হলো:

### ১.১১.১ নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১৪২৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিম্নে উল্লিখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	২৭৪	বিপিডিবি	কয়লা	জুন, ২০১৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>● অগ্রগতিঃ ২%</li> <li>● Financial closure সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>● পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।</li> </ul>
মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৩% Soil Test শুরু হয়েছে
খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬৩০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৩% [জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে]
মোট	১৪২৬				

নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র



### ১.১১.২ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ৩৮৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩টি বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত (মেঃওঃ)	মালিকানা	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী, (রামপাল) ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া	ডিসেম্বর, ২০১৯	দরপত্র আহবানঃ ১২.০২. ২০১৫ দরপত্র গ্রহণঃ ২১.০৯.২০১৫
মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২০০	সিপিজিসিবিএল	জুন, ২০২২	PQ আহ্বানঃ ০৩.০৬. ২০১৫ PQ গ্রহণঃ ১০.০৮.২০১৫
পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of NWPGL & CMC, China)	১৩২০	বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানী প্রাঃ লিঃ	জুন, ২০২২	৯ জুন ২০১৪ তারিখে NWPGL এবং CMC, China এর মধ্যে যৌথ উদ্যোগ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটি বাস্তবায়নকল্পে NWPGL, Bangladesh Ges CMC, China এর যৌথ উদ্যোগে গত ০১/১০/২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ নামে একটি স্বতন্ত্র কোম্পানী গঠন করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের কাজ চলছে।
মোট	৩৮৪০			

দরপত্র প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ২৪২৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫টি আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য LOI ইস্যু করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	চালুর সম্ভাব্য সময়
ঢাকা ২৮২ মেঃওঃ প্রকল্প	২৮২	জুন, ২০২০
চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃওঃ প্রকল্প	২৮২	জুন, ২০২০
চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ প্রকল্প	৬১২	ডিসেম্বর, ২০২০
চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ প্রকল্প	৬১২	জুন, ২০২১
ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ প্রকল্প	৬৩৫	ডিসেম্বর, ২০২০
মোট	২৪২৩	

টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আইপিপি)



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

## ১.১২ জ্বালানি ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০১৫ সালে জ্বালানি ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:



□ জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (২০১৫) □ □

প্রযুক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (২০১৫)



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

## ১.১৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৪২ হাজার ১৯৫ মি.কি.ও.ঘ. নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারিখাতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫ হাজার ৮৩৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৯% নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।





- ৩০ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারিখাতে ৫ হাজার ৮১২ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৪ হাজার ১০৪ এবং বিদ্যুৎ আমদানি ৫০০ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১০ হাজার ৪১৬ মেগাওয়াট। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৬ হাজার ২২ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫ হাজার ১২ এবং বিদ্যুৎ আমদানি ৫০০ মেগাওয়াটসহ মোট ১১ হাজার ৫৩৪ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১১% উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ৩১ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৩৫৬ মেগাওয়াট (৩০ মার্চ ২০১৪ তারিখে)। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭ হাজার ৮১৭ মেগাওয়াটে দাঁড়ায় (৩১ মে ২০১৫ তারিখে)। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত গড় পিক উৎপাদনের পরিমাণের নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো। উল্লেখ্য যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গড় পিক উৎপাদনের পরিমাণ ৬ হাজার ৬৪৬ মেগাওয়াট যা ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের গড় পিক উৎপাদন হতে ৫৪৫ মেগাওয়াট বেশি।



গড় পিক বিদ্যুৎ উৎপাদন



নবায়নযোগ্য জ্বালানি



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫



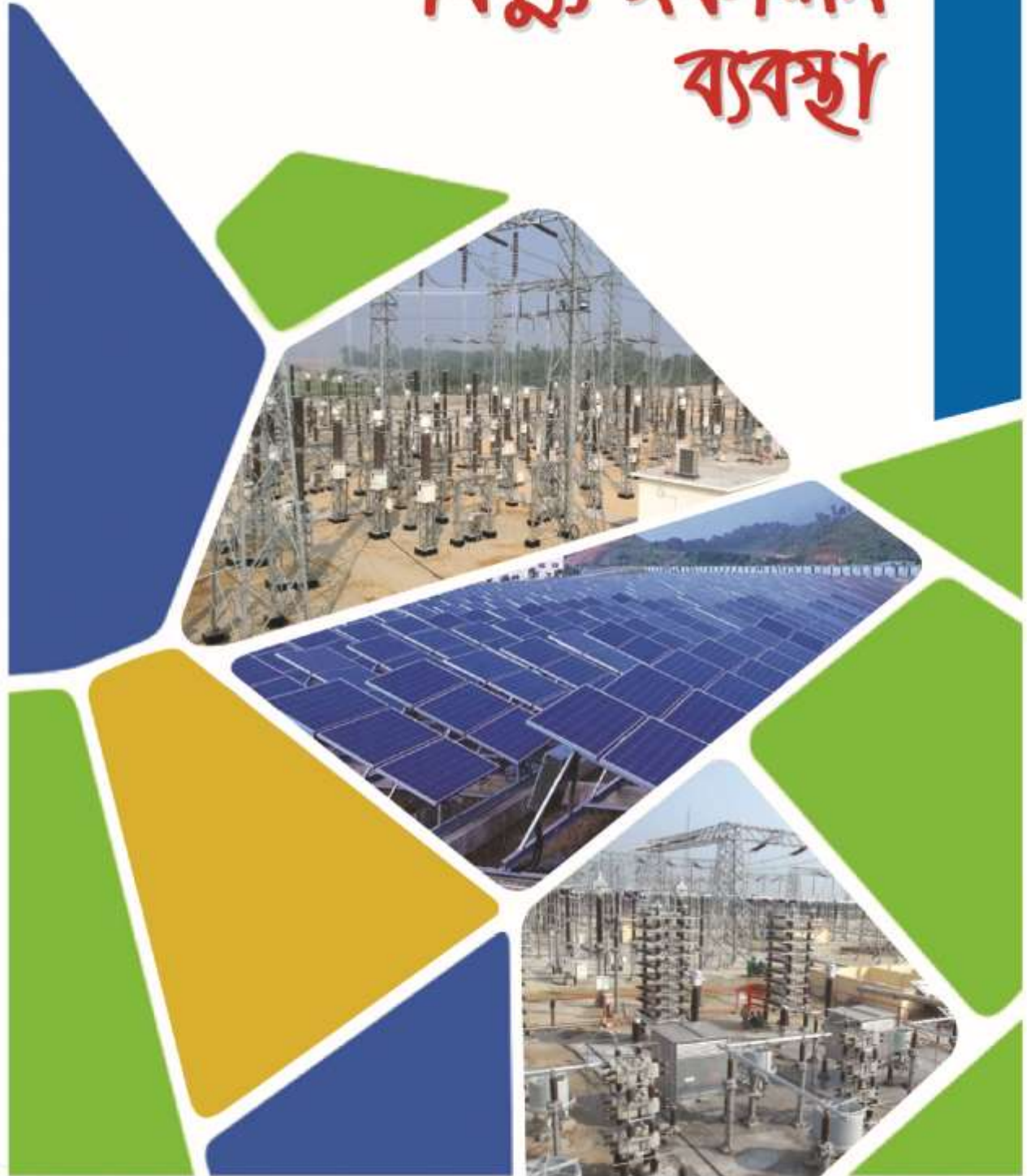
আতগঞ্জ ৮০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



সিগেট ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



# বিদ্যুৎ সরঞ্জামের ব্যবস্থা



## ২.০ সঞ্চালন খাত

বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথক করণের জন্য কোম্পানী আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পিজিসিবি সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন ও দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেম নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সঞ্চালন গ্রীড নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। পিজিসিবি উৎপাদন কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ প্রান্তে পৌঁছে দিয়ে থাকে এবং এ জন্য বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানীসমূহের নিকট হতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে ছইলিং চার্জ গ্রহণ করে থাকে।



বিবিয়ানা সুইচিং সাব-স্টেশন

## ২.১ এক নজরে সঞ্চালন খাত

● ৪০০ কেভি সঞ্চালন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	: ১ টি (৫০০ মেঃঃঃ HVDC Back to Back স্টেশন)
● মোট সঞ্চালন লাইন	: ৯,৬৯৫ সার্কিট কিলোমিটার
□ ● ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ১৬৫ সার্কিট কিলোমিটার
□ ● ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৩১৭২ সার্কিট কিলোমিটার
□ ● ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৬,৩৫৯ সার্কিট কিলোমিটার
● গ্রীড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা	: ২৪,৬৭০ এমভিএ
□ ● ৪০০/২৩০ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	: ৫২০ এমভিএ
□ ● ২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	: ৯,৬২৫ এমভিএ
□ ● ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র	: ১৪,৫২৫ এমভিএ





মেঘনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন

## বিগত এক বছরে সঞ্চালন খাতে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ

- ☑ ৪০০/২৩০ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র ☐ : ☐ ১ টি (৫২০ এমভিএ)
- ☑ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র ☐ : ☐ ০১ টি (৩০০ এমভিএ)
- ☑ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র ☐ : ☐ ৪ টি (৪৫২ এমভিএ)
- ☑ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন ☐ : ☐ ১২৭ সার্কিট কিলোমিটার
- ☑ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ☐ : ☐ ১২১.৫৯ সার্কিট কিলোমিটার



বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

## ২.৩ সঞ্চালন খাতে চলমান প্রকল্পসমূহ

বর্তমানে ১৩টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সঞ্চালন অবকাঠামো সম্প্রসারণের কাজ পূর্ণদ্যোমে চালানো হচ্ছে। আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণ কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো।

ক্র. ন	সঞ্চালন লাইন	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কিঃমিঃ)		সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
				৪০০ কেভি	৩৩৭	
১.	বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি এবং ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২	১৯৯০	২৩০ কেভি	২১০	জুন ২০১৭
				১৩২ কেভি	৬৪	
				২৩০ কেভি	১৫৪	
২.	জাতীয় গ্রীড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	১৩	২৩৯৬	১৩২ কেভি	৩৫৮	জুন ২০১৭
				১৩২ কেভি	৫৯০	
৩.	পূর্বাঞ্চলীয় ১৩২ কেভি গ্রীড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৪	৩২৮	৪০০ কেভি	৫৬	জুন ২০১৬
				২৩০ কেভি	৬২.৬০	
৪.	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৫	৪১০২	১৩২ কেভি	৩৫৮	জুন ২০১৭
				২৩০ কেভি	৪	
৫.	গ্রীড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ প্রকল্প	৬	১৫২১	১৩২ কেভি	১৭৪	জুন ২০১৭
				৪০০ কেভি	১৪০	
৬.	আশুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	১০৪০	২৩০ কেভি	১৬	জুন ২০১৫
				২৩০ কেভি	৫৪	
৭.	ত্রিপুরা (ভারত)-কুমিল-১ (বাংলাদেশ) গ্রীড আন্ডসংযোগ প্রকল্প	-	-	১৩২ কেভি	৩৬	জুন ২০১৬
				২৩০ কেভি	২৪	
৮.	বিদ্যমান বাংলাদেশ (ভেড়ামারা) - ভারত (বহরমপুর) গ্রীড আন্ডসংযোগের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ (৫০০ মেগাওয়াট) প্রকল্প	১ (HVDC Back to Back Station)	৫০০ মেগাওয়াট	২৩০ কেভি	২৪	জুন ২০১৮
৯.	বরিশাল-ভোলা-বোরহানউদ্দিন ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	৯০০	২৩০ কেভি	১২৫	ডিসেম্বর ২০১৫
১০.	কুলাউড়া ও শেরপুরে আন্ডসংযোগ লাইনসহ দুইটি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	২	১৮২	১৩২ কেভি	৯০	ডিসেম্বর ২০১৫
১১.	গোয়ালপাড়া-বাগেরহাট ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	-	-	১৩২ কেভি	৯৫	জুন ২০১৬
১২.	মংলা-খুলনা(দক্ষিণ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	-	-	২৩০ কেভি	৪৮	ডিসেম্বর ২০১৭
১৩.	আমনুরা ১৩২/৩৩ কেভি গম্বীড উপকেন্দ্র এবং সংযুক্ত ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	৫০	১৩২ কেভি	১৫	জুন ২০১৬

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

## ২.৪ সঞ্চালন খাতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বর্তমান সরকারের গৃহীত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাস্‌ড্রায়নের লক্ষ্যে আরও ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনায় অন্ডর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলি বাস্‌ড্রায়নের জন্য জিওবির অর্থায়নসহ প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে ইআরডি'র মাধ্যমে বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। অর্থায়নের



বিষয়টি নিশ্চিত হলে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হবে। পিজিসিবি'র পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্র. ন	সঞ্চালন লাইন	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সাকিটি কিঃমিঃ)		সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
				১৩২ কেভি	৩৩০ কেভি	
১.	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি এবং মংলা-খুলনা(দঃ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	১,৫৬০	৪০০ কেভি	৩৪৮	জুন ২০১৭
				২৩০ কেভি	৪৮	
২.	মেঘনাঘাট-মদুনাঘাট-মাতারবাড়ী ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	৩	৩,৭২০	৪০০ কেভি	৬২৮	Phase ১-ডিসেম্বর ২০১৭ Phase ২- জুন ২০২১
				২৩০ কেভি	৩২	
৩.	মহেশখালী-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি	২০০	জুন ২০১৯
				২৩০ কেভি	১৬০	
৪.	ওয়েস্টার্ন গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	৫	১,৯৫০	১৩২ কেভি	৩০১	জুন ২০১৭
				২৩০ কেভি	২১০	
৫.	এনার্জি ইফিসিয়েন্সি ইন গ্রীড বেইজড পাওয়ার সাপ্লাই প্রজেক্ট	১৩	৪,২৭৫	১৩২ কেভি	৩৮৮	জুন ২০১৭
				৪০০ কেভি	৩৭০	
৬.	ডিপিডিসি এলাকার পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক বর্ধিতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	৯	১০,৬৫০	২৩০ কেভি	২০৭	জুন ২০২১
				১৩২ কেভি	৮.৮	
৭.	পাওয়ার গ্রীড নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প আন্ডার পিজিসিবি	৪২	১৭,০৯০	৪০০ কেভি	২০০	জুন ২০২১
				২৩০ কেভি	৬৮০	
৮.	বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২	৩,০০০	১৩২ কেভি	৮২৩	জুন ২০১৯
				৪০০ কেভি	৬০০	
৯.	রূপপুর-বগুড়া ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	১,৫০০	২৩০ কেভি	১০	জুন ২০২০
				৪০০ কেভি	২৩০	
১০.	রূপপুর - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	-	-	২৩০ কেভি	১৫	জুন ২০২০
				৪০০ কেভি	৩৩৫	
১১.	পশ্চিমাঞ্চলীয় ২৩০/১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	৬	১,৬৫০	২৩০ কেভি	২৪০	জুন ২০১৮
				২৩০ কেভি	৪০	
১২.	আনোয়ারা-রামপুরা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২	৩০০	১৩২ কেভি	২১০	জুন ২০২০
				২৩০ কেভি	৩০	
১৩.	উত্তর - পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃসংযোগ প্রকল্প	১ (Back to Back Station)	১০০০ মেগাওয়াট	১৩২ কেভি	৫০	জুন ২০২০
				৮০০ কেভি	২০০	
১৪.	গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি গ্রীড স্টেশন এবং পটুয়াখালী-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	১৩২০	৪০০ কেভি	৩০০	জুন ২০২১
				১৩২ কেভি	৫০	
১৫.	পূর্বাঞ্চলীয় পাওয়ার নেটওয়ার্ক বর্ধিতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১২	৩,৭২০	২৩০ কেভি	২৭২	জুন ২০১৯
				১৩২ কেভি	৩২৭	
১৬.	দক্ষিণাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৫	২২৫০	২৩০ কেভি	৩৫০	জুন ২০১৯
				১৩২ কেভি	১৫৪	
	মোট	১০৩	৫২,৯৮৫ এমভিএ ও ১০০০ মেঃওঃ HVDC		৭,৪১৬.৮ সাকি.মি ও ২০০ কি.মি. HVDC	

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্প





কন্ট্রোল রুম

## ২.৫ [National Load Dispatch Centre (NLDC)]

নিম্ন মধ্যম থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের দিকে অগ্রসরমান বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রও অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধনশীল বিদ্যুৎ ক্ষেত্র তথা উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে সার্বিক সমন্বয় সাধন, অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে পরিচালনা এবং একই সাথে বিদ্যুৎ চাহিদা এবং উৎপাদনের মাঝে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে ২০১০ সালে পিজিসিবি ঢাকাস্থ আফতাবনগরে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক National Load Dispatch Centre (NLDC) স্থাপন করেছে যার Back-Up কেন্দ্রটি বিদ্যুৎ ভবনে অবস্থিত।

বর্তমানে এনএলডিসি-তে সিস্টেম অপারেশনের আওতায় চারটি সার্কেল তথা এলডিসি সার্কেল, স্ক্যাডা সার্কেল, কমিউনিকেশন সার্কেল ও অপটিক্যাল ফাইবার কমার্শিয়াল লিজিং (OFCL) সার্কেল রয়েছে। সিস্টেম অপারেশনের আওতায় মূলত নিম্নলিখিত চারটি কাজ সম্পন্ন করা হয়:

- ❶ জাতীয় গ্রীডের সার্বিক মনিটরিং, নির্দেশনা প্রদান ও লোড ডেসপ্যাচিং।
- ❷ এলডিসি স্ক্যাডা সিস্টেম চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ❸ এলডিসি কমিউনিকেশন সিস্টেম চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ❹ অপটিক্যাল ফাইবার এর বাণিজ্যিক ইজারা প্রদান।

নবনির্মিত এলডিসি কন্ট্রোল রুম থেকে আধুনিক BARCO (Belgium-American Radio Company) Display ও অপারেটর কনসল এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ সার্বক্ষণিকভাবে দেশের সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রায় ১০০ টি), ২৩০ ও ১৩২ কেভি গ্রীড উপ-কেন্দ্র (প্রায় ১৩০ টি), ৪০০ কেভি ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ক্রসবর্ডার সঞ্চালন ব্যবস্থাসহ প্রায় ২০ হাজার সার্কিট কিমি ২৩০ ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।





এলডিসি'র সাথে সংযুক্ত প্রায় ৫০০০ কিঃমিঃ এর অধিক অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে NLDC SCADA System এ সংযুক্ত করেছে। ওভার হাই ভোল্টেজ সঞ্চালন লাইন স্থাপিত কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কটি যথেষ্ট নিরাপদ। অত্যন্ত দ্রুত এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টেলিকম কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে Nationwide SCADA System ও Voice Communication System স্থাপিত হয়েছে।

এলডিসি'র আওতায় লোড ডেসপ্যাচ সেন্টারের নেটওয়ার্ক অপারেটর ও ফিল্ডে অপারেটরদের জন্য নির্ভরযোগ্য হট লাইন টেলিফোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন অপারেটররা খুব সহজে যেকোনো স্থাপনার সাথে তাৎক্ষণিক ভাবে যোগাযোগ করতে পারে।

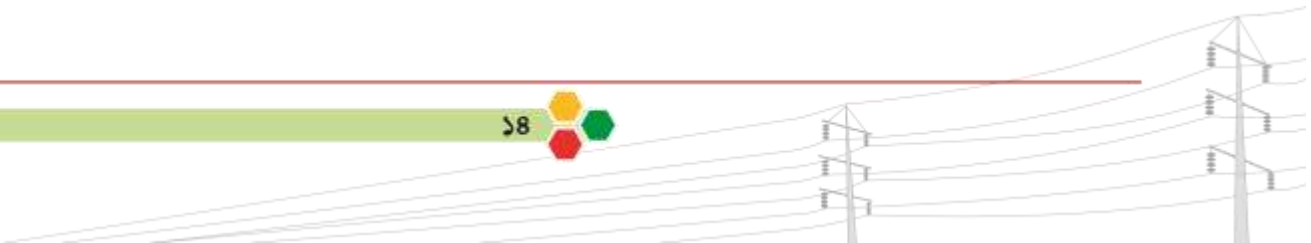
বর্তমানে লোড ডেসপ্যাচাররা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে এবং ট্রান্সফরমার, ট্রান্সমিশন লাইন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির মেইনটেন্যান্স এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। এভাবে সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষণ কাজের সময় এবং রাজস্ব ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে NLDC এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন সম্ভব হয়েছে:

১. ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের সার্কিট ব্রেকার/আইসোলেশন এর স্ট্যাটাস, নেটওয়ার্ক প্যারামিটার যেমনঃ ট্রান্সমিশন লাইন, ট্রান্সফরমার, জেনারেটরের গড, MVAR, Amp ইত্যাদি অন-লাইন মনিটরিং এবং কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।
২. NLDC হতে SCADA System এর মাধ্যমে ৩৩ কেভি ইনকামিং ট্রান্সফরমার, ১৩২ কেভি এবং তার উপরের ভোল্টেজ লেভেলের সার্কিট ব্রেকার, ট্রান্সফরমার ট্যাপচেঞ্জার এবং কিছু নির্বাচিত ৩৩ কেভি ডিস্ট্রিবিউশন ফিডার রিমোটলি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে।
৩. SCADA Online/Archive এর তথ্য ব্যবহার করে পরিকল্পনা, উৎপাদন ও বিশেষ-গণধর্মী রিপোর্ট তৈরিতে সুবিধা হয়েছে।
৪. ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের বিভিন্ন তথ্য অটোমেটিক আর্কাইভিং (E-terra archive) সম্ভব হয়েছে।
৫. পিজিসিবি ও অন্যান্য ইউটিলিটির সকল স্থাপনার বিদ্যুৎ অপারেটরদের ব্যবহার এর জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে অত্যন্ত দ্রুত ও নিরাপদ ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।
৬. সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় আউটেজ টাইম, ফ্রিকোয়েন্সি ফ্লাকচুয়েশন, ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন, বৈদ্যুতিক ফল্ট কমানো সম্ভব হচ্ছে।
৭. NLDC, SCADA সিস্টেমের সাথে আধুনিক EMS (Energy Management System) সফটওয়্যার সুবিধা অন্বেষণে রয়েছে।
৮. Telecommunication System এর সকল ইকুইপমেন্ট সমূহ ২৪/৭ ঘন্টা মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। যার ফলে তাৎক্ষণিক যে কোন প্রকার fault (OPGW fiber fault, Equipmunt failure, server failure) analysis এর মাধ্যমে fault localize সহ দ্রুততার সাথে fault remove করা সম্ভব হচ্ছে যা লোড ডেসপ্যাচ এর সার্বিক কার্যক্রমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।
৯. এনএলডিসি-এর Voice & Data Communication কাজে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় অপটিক্যাল ফাইবার এর অতিরিক্ত ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবার কমার্শিয়াল লিজিং (OFCL) বিভাগের অধীনে বিভিন্ন কোম্পানিকে লিজ দেওয়ার মাধ্যমে পিজিসিবি'র নতুন একটি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

SCADA বিভাগ ইতোমধ্যে প্রায় ৪৭টি নতুন উৎপাদন ইউনিট, ২৮টি নতুন ১৩২ কেভি ও ২৩০ কেভি লাইন, ২টি নতুন সাবস্টেশন ইত্যাদিকে NLDC মাস্টার স্টেশন প্রাঙ্গণে একত্রিত (Integrated) করেছে। এমনকি NLDC এর সাথে বিভিন্ন ভেভারদের RTU ও SAS-কে একত্রিত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সকল পাওয়ার স্টেশন এবং সাবস্টেশন NLDC সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। টেলিকমিউনিকেশন সার্কেলের সাথে সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে পিজিসিবি SCADA নিয়ন্ত্রিত ৩৩ কেভি ফিডার এর সংখ্যা বৃদ্ধি



করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, ফলে একই ফিডার বরাবর অপারেশন এড়ানো সম্ভবপর হবে। ন্যাশনাল গ্রীড তথা দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সুষ্ঠু, সশ্রয়ী ও নিরাপদভাবে পরিচালনার জন্য এলডিসি অঙ্গীকারবদ্ধ।





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভারত বাংলাদেশ ৪০০ কেভি HVDC সঞ্চালন লাইনের উদ্বোধন



উদ্বোধন ফলক



# বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা



## ৩.০ বিতরণ খাত

বর্তমানে বাংলাদেশে ৫টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী রয়েছে যথা- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পলীবিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজোপাডিকো)। সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিতরণ খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমানে পাঁচটি বিতরণ সংস্থার আওতায় মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ২৬ হাজার কিলোমিটার।

## ৩.১ বিতরণ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল অবিদ্যুতায়িত গ্রাম পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে অতিরিক্ত প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার কি.মি. লাইন নির্মাণের একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিতরণ লাইন নির্মাণের পাশাপাশি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনুযায়ী ৩৩/১১ কেভি এবং ৩৩/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

## ৩.২ [সংস্থান্তিতিক বিতরণ লাইন নির্মাণ (২০১৪-১৫)

সংস্থার নাম	পরিমাণ
বাপবিবো	১৭,৭০৩ কিলোমিটার
বিউবো	৪,৬৭০ কিলোমিটার
ডেসকো	১৩৬ কিলোমিটার
ওজোপাডিকো	৩৪৯ কিলোমিটার
ডিপিডিসি	৫৬১ কিলোমিটার
মোট	২৩,৪১৯ কিলোমিটার

## ৩.৩ বিতরণ উপকেন্দ্র

সরকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরাতন ওভারলোডেড সাব-স্টেশন এর ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে বিদ্যুৎ খাতে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

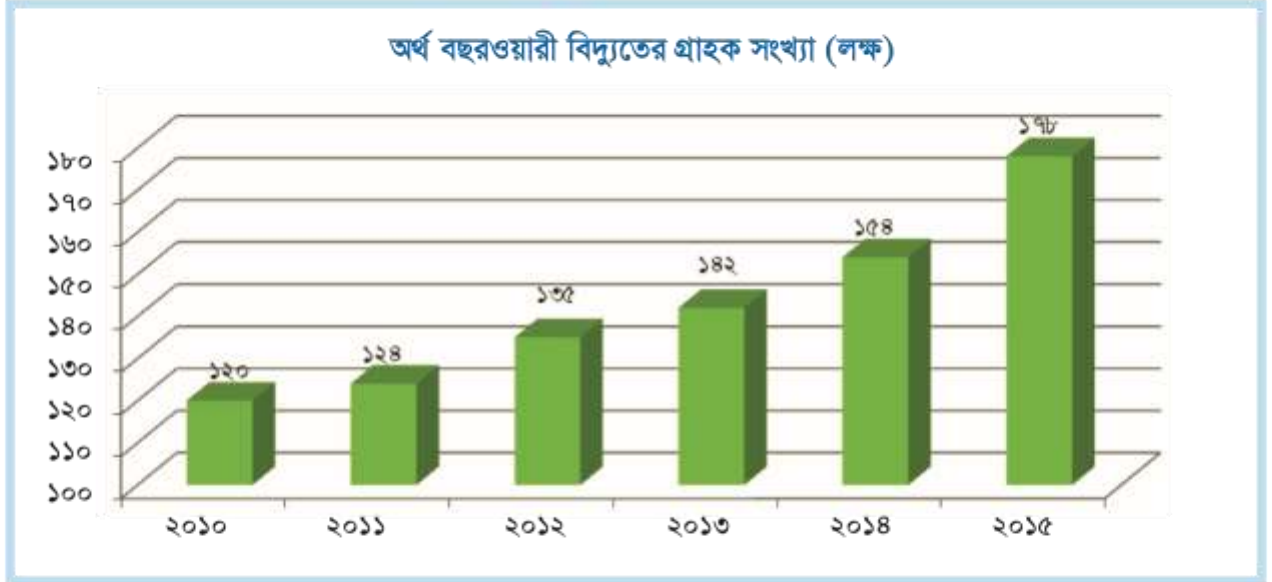


বিদ্যুৎ বিতরণ উপকেন্দ্র



### ৩.৪ গ্রাহক সংখ্যা

বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের চাহিদাও উর্ধ্বগতিতে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ১ কোটি ৭৮ লক্ষ গ্রাহক রয়েছে।



অর্থবছর ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা

### ৩.৫ সিস্টেম লস

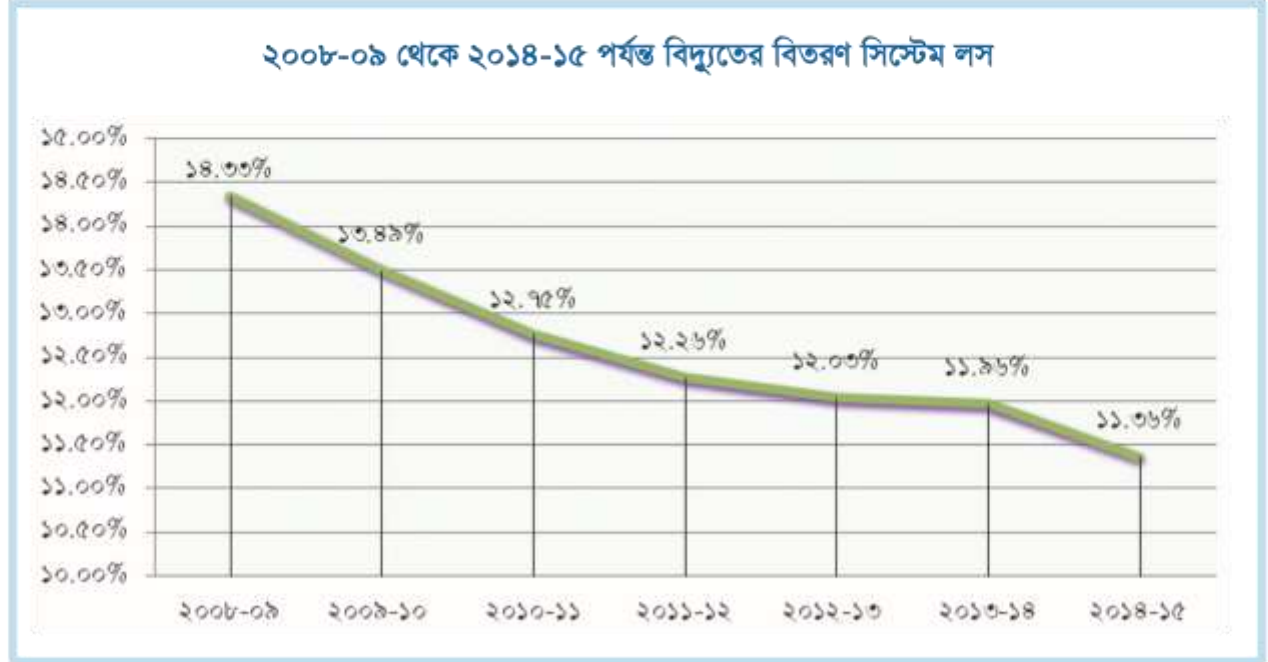
সরকার বিদ্যুতের সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা তদারকিকরণের ফলে বিদ্যুৎ বিতরণের সিস্টেম লস ২০০৯ সালের ১৪.৩৩% হতে বর্তমানে ১১.৩৬% এ হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লাসের পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

অর্থ বছর	বিতরণ লস	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস)
২০০৮-০৯	১৪.৩৩%	১৬.৮৫%
২০০৯-১০	১৩.৪৯%	১৫.৭৩%
২০১০-১১	১২.৭৫%	১৪.৭৩%
২০১১-১২	১২.২৬%	১৪.৬১%
২০১২-১৩	১২.০৩%	১৪.৩৬%
২০১৩-১৪	১১.৯৬%	১৪.১৩%
২০১৪-১৫	১১.৩৬%	১৩.৫৫%

অর্থবছর ভিত্তিক সিস্টেম লস



২০০৮-০৯ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:



অর্থবছর ভিত্তিক সিস্টেম লস



বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন



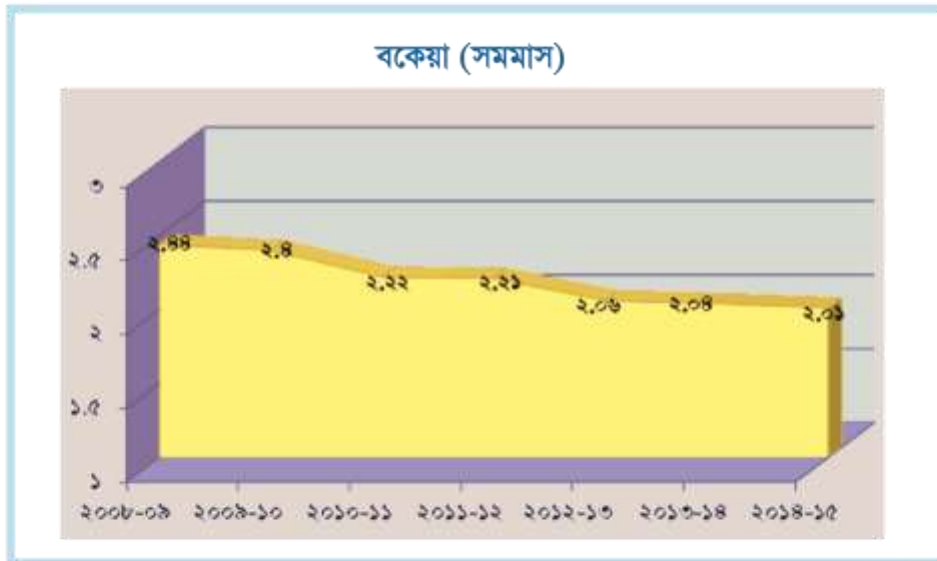
### ৩.৬ বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানীসমূহে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুতের বকেয়া ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে আছে। তবে তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

অর্থ বছর	বকেয়া (সম্মাস)
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১

অর্থবছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো:



অর্থবছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া







বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন



বিদ্যুৎ বিতরণ ট্রান্সফর্মার



# বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ





আন্তগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



মেঘনাঘাট কন্খাইসিড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র



## ৪.০ বিনিয়োগ কৌশল:

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত পুঁজিঘন। ফলে, পূর্বে বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ নির্ভর ছিল। ২০০৯ সালে সরকার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ২০১০ সালে ২০৩০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের ঋণ সংকুচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার স্ট্র্যাটেজিক পলিসির অংশ হিসেবে বেসরকারি খাত, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহ ব্যাপক হলেও বৃহৎ প্রকল্পে বিশেষত কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পে অতি উচ্চ মাত্রার বিনিয়োগ এবং নতুন ধরণের টেকনোলজি ও ম্যানেজম্যান্ট বিবেচনায় 'যৌথ বিনিয়োগ' (JV) এবং ECA (Export Credit Agency) ফাইন্যান্সিং অত্যন্ত কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়।



সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ

## ৪.১ বিনিয়োগ

৪.১.১ ২০০৯ থেকে ২০১৫ (জুন) পর্যন্ত স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য সরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পে ৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ মোট ৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়।

৪.১.২ বর্তমানে নির্মাণাধীন (প্রায় ৬ হাজার ৪০০ মেঃওঃ) বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প সমূহের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে মোট প্রায় ৮.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে সরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৫.৩ বিলিয়ন এবং বেসরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত ৮.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এর সিংহভাগ ইতোমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে।

# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

৪.১.৩ সরকারের ভিশন এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (পিএসএমপি-২০১০) অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার মেঃওঃ এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ২৪ হাজার মেঃওঃ স্থাপিত ক্ষমতার বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে পরিকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের জন্য প্রায় ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ১২০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পের ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ বেশ কিছু প্রকল্পের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

## ৪.২ নিজস্ব অর্থায়ন থেকে বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং

২০০৯ থেকে আজ পর্যন্ত স্থাপিত (Commissioned) বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বর্তমানে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য মোট প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ প্রায় ৭.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিনিয়োগ প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য (ECA/ Commercial) বিনিয়োগ ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর আওতায় সরকার Export Credit Agency (ECA) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে। যা বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। উপরোক্ত চিত্র থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের উপর নির্ভরতা কমেছে, খ) নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং গ) বিনিয়োগ এর বহুমুখীতা (ECA ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং), ভবিষ্যত প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপ এর সম্ভাবনা জাগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, জিডিপি (GDP), রেমিটেন্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশীলতা, যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন (IFI) সমূহের এ খাতে বিনিয়োগের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি অতীতের বিনিয়োগ স্থবিরতার অচলায়তন ভেঙ্গে বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

৪.৩ উৎপাদন সক্ষমতা এবং অর্থনীতিতে এর অবদান বর্তমানে ১৪ হাজার ৭৭ মেগাওয়াট (ক্যাপটিভসহ) বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনসহ বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক অগ্রগতির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব সুস্পষ্ট। কৃষি, শিল্প, রপ্তানিসহ অর্থনৈতিক গতিশীলতা বজায় রাখতে বিদ্যুতের বর্ধিত উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৪.৩.১ খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টির সর্বাধিক গুরুত্ব বিবেচনায় বিগত বছরগুলোতে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য আমদানি হ্রাস পেয়েছে। এতে হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মূদ্রার সাশ্রয় হয়েছে। যা বর্তমানে বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ ২৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে।

৪.৩.২ বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SME) বিকাশের ফলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান এর সৃষ্টি হয়েছে।

৪.৩.৩ পোশাক শিল্পসহ রপ্তানিখাতে উক্ত সময়ে যে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি এবং অগ্রগতি হয়েছে তাতে বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পে লোডশেডিং সীমিত রাখার ফলে এ খাতের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০৮ অর্থবছরে ২৫ বিলিয়ন কি.ও.ঘ. থেকে ২০১৫ অর্থবছরে প্রায় ৪৬ বিলিয়ন কি.ও.ঘ. উন্নীতকরণের ফলে সার্বিকভাবে কৃষি, শিল্পসহ অর্থনীতির অন্যান্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ৬০ এর দশক থেকে প্রায় ৫০ বছরে যে সক্ষমতা অর্জিত হয়েছিল বিগত ছয় বছরে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা সত্ত্বেও প্রায় সমপরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা সিস্টেমে সংযোজন করতে সক্ষম হওয়া অবশ্যই বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতার প্রমাণ। যোগ্য নেতৃত্ব, সরকারের দ্রুততম সময়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে উক্ত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আশা করা যায়, আগামীতে এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে বিদ্যুৎ খাত যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।







বিবিয়ানা (দক্ষিণ) ৩৮৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান





চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন



কাঠপাট্টা, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র





# আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক মহযোগতা



# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ৫.০ বিদ্যুৎ আমদানির পটভূমি

সরকারের ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে আন্ড্রদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার হতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ১১ জানুয়ারি বিদ্যুৎ খাতের সহযোগিতার বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত ৪টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

- ১। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, জ্বালানি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে পারস্পরিক সহযোগিতা;
- ২। আন্ড্রদেশীয় গ্রীড সংযোগের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- ৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনে যৌথ বিনিয়োগ;
- ৪। বিদ্যুৎ খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান;

এ সমঝোতা স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে ভারত অংশে ৭৪ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ অংশে ২৭ কিলোমিটার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ৪০০ কেভি HVDC (High Voltage Direct Current) গ্রীড উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। লাইনটি ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের ভেড়ামারা পর্যন্ত যুক্ত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারসহ নেপাল, ভূটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

**৫.১ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি** ভারতের বহরমপুর থেকে গত ৫ অক্টোবর ২০১৩ সাল হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ভেড়ামারায় এইচভিডিসি গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিদ্যমান লাইন দিয়েই আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগামী জুন ২০১৭ সালের মধ্যে আমদানি করা সম্ভব হবে। এছাড়া ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যের পালাটানা থেকে অতিরিক্ত গ্যাসভিত্তিক ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগামী মার্চ ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশে আমদানি করা সম্ভব হবে। এছাড়াও ভারতের রাজ্জিয়া-রাওতা থেকে অতিরিক্ত ১০০০ মেগাওয়াট হাইড্রো পাওয়ার আমদানির বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষা শুরু করেছে। শীঘ্রই এই সমীক্ষার কাজ শেষ হবে।

**৫.২ মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানি** মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে মায়ানমার সরকারের সাথে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনা অব্যাহত আছে। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

**৫.৩ ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি** ভূটান হতে বাংলাদেশ হয়ে ভারত পর্যন্ত আন্ড্রদেশীয় গ্রীড লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত লাইন নির্মাণ হলে প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে। ভূটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে উভয় দেশের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

## ৫.৪ নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপাল হতে আরো প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি নেপাল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।



**৫.৫ বিদ্যুৎখাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি** বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত হবে। ফলে উভয় দেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো উন্নত করতে অবদান রাখতে পারবে। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়যোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।



## ৫.৬ উপআঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম

বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং ডি-৮ ইত্যাদি আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

- ❶ BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
- ❷ Third Taskforce Meeting on Trans Power Exchange সভা গত ২৩-২৪ আগস্ট ২০১১ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় BIMSTEC Grid Qvovl BIMSTEC Energy Centre স্থাপনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।
- ❸ ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশের সাথে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সহযোগিতা বিষয়ক কার্যক্রম:
- ❹ চীনের সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- ❺ মালয়েশিয়ার সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- ❻ সিঙ্গাপুরের সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;
- ❼ দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা চলছে;
- ❽ কাতারের সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষর বিবেচনাধীন রয়েছে;



পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে MOU স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

তাছাড়াও বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত এবং নেপাল সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SASEC এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম আরো বেগবান হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে ব্যাংককে SASEC Working Goup এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশ আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ডি-৮ এর সদস্য হিসেবে গত নভেম্বর ২০১১ মাসে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত Working Group on Renewable Energy এর সভায় যোগদান করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে এবং সদস্য দেশের সহযোগিতা কামনা করে।

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে উন্নয়নের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঠিত Joint Working Group এর দ্বিতীয় সভা সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সোলার পার্ক স্থাপন, সোলার হোম সিস্টেম বাস্তবায়ন, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনসহ একাডেমিক ও গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।





নাটোর ৫২.২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



বিদ্যুৎ সম্বালন লাইন





## ৬.০ নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বর্তমান সরকার গ্যাসের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা কমিয়ে কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল ও নিউক্লিয়ার এনার্জির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোপূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে নীতিমালাটি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল উৎস হিসেবে সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োমাস, হাইড্রো, বায়ো ফুয়েল, জিও থার্মাল, নদীর স্রোত, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদিকে সনাক্ত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকীকরণের জন্য একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA) গঠন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ যাবৎ দেশে প্রায় ৪০৫ মেঃ৩ঃ ক্ষমতার বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদিত হচ্ছে এবং প্রায় ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিভিন্ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন/পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

## ৬.১ নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে অর্জন

- “শ্রেজা আইন, ২০১২” অনুমোদনের মাধ্যমে “শ্রেজা” গঠন ও কার্যক্রম শুরু;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ৪০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক ৩৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- সরকারি খাতে ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- স্পেশাল এ্যাক্ট এর আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প গ্রহণ;
- ১৩টি স্থানে উইন্ড ম্যাপিং এর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ৪০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন;
- ২০১৭ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- ২১৩ টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে ডিজেল চালিত সেচ পাম্পকে সোলার সেচ পাম্পে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ;
- ৬টি মিনিগ্রীড প্রকল্প এবং ২০১৭ সালের মধ্যে ৫০টি প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে;
- বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোম্পানী গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ।

## ৬.২ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা

সরকারের জ্বালানি বহুমুখীকরণ পরিকল্পনার আওতায় জীবাশ্ম জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।



বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র





## ৬.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বর্তমান সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকিকরণ, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কাজে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে “সাসটেইনেবল এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্রেডা)” গঠন করে। ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ২ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে সরকারিভাবে সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনাধীন বৃহৎ প্রকল্পের তালিকা দেয়া হলো:

লক্ষ্যমাত্রা
২০২০- ২০০০ মেগাওয়াট
২০৩০- ৪০০০ মেগাওয়াট

ক্র.নং	কোম্পানী/সংস্থার নাম	সৌর বিদ্যুৎ (মেগাওয়াট)	বায়ু বিদ্যুৎ (মেগাওয়াট)
১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	১০০	১০০
২	আগুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল)	১০০	১০০
৩	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি)	১০০	১০০
৪	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো)	৫৫	১০০
৫	রঙ্গাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল)	৫০	১০০
৬	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (সিপিজিসিবিএল)	৫০	১০০
	মোট	৪৫৫	৬০০

নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিকল্পনাধীন বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প



সোলার সেচ পাম্প



## ৬.৪ বায়ু শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে বায়ু ভিত্তিক ১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নসহ ২০২১ সাল এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার সৌর শক্তির পর সোর্স হিসেবে বায়ু শক্তিকে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নবর্ণিত ১৩টি এলাকায় ৮৫ মিটার উচ্চতার টাওয়ার স্থাপন করে উইন্ড ম্যাপিং এর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে:

- ☉ ফেনী
- ☉ চট্টগ্রাম
- ☉ কক্সবাজার
- ☉ বরগুনা
- ☉ কুড়িগ্রাম
- ☉ আনোয়ারা (এডিবি)
- ☉ ইনানি
- ☉ আনোয়ারা (USAID)
- ☉ সীতাকুন্ড
- ☉ চাঁদপুর
- ☉ রাজশাহী
- ☉ গাইবান্ধা
- ☉ কুয়াকাটা



উইন্ড ম্যাপিং এর জন্য স্থাপিত টাওয়ার

ইতিমধ্যে ২ টি স্থানের উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৫ টি স্থানের উইন্ড ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। ২০১৬ সালের শেষ নাগাদ অন্যান্য স্থানের ডাটা পাওয়া গেলে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপক সুযোগ উন্মোচিত হবে।

## ৬.৫ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে জুন ২০১৫ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে (হাইড্রোসহ) প্রায় ৪০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১ কোটিরও বেশি মানুষ আজ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। নিম্নে এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হলো:

এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
সোলার হোম সিস্টেম (৪ মিলিয়ন)☐	☐ ১৫০ মেগাওয়াট
সরকারি/ বেসরকারি অফিসে সোলার সিস্টেম☐	☐ ৩ মেগাওয়াট
বিভিন্ন বাণিজ্যিক ভবন ও শপিং মলে সোলার সিস্টেম☐	☐ ১ মেগাওয়াট
নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে সোলার পিভি স্থাপন☐	☐ ১১ মেগাওয়াট
সোলার ইরিগেশন (২১৩টি)☐	☐ ২.২৭ মেগাওয়াট
বায়ু শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র☐	☐ ১.৯ মেগাওয়াট
বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন☐	☐ ১ মেগাওয়াট
বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন☐	☐ ৫ মেগাওয়াট
হাইড্রো☐	☐ ২৩০ মেগাওয়াট
মোট☐	☐ ৪০৫ মেগাওয়াট

এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি



### ৬.৬ নির্মাণাধীন/প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম

#### ☀️ সোলার পার্ক (৫৩৫ মেগাওয়াট)

- ☐ ● ধরলা ৩০ মেগাওয়াট
- ☐ ● রাঙ্গুনিয়া ৬০ মেগাওয়াট
- ☐ ● সরিষাবাড়ী ৩ মেগাওয়াট
- ☐ ● কাগুই ৭.৫ মেগাওয়াট
- ☐ ● হাতিয়া ৪.২ মেগাওয়াট
- ☐ ● ঈশ্বরদী ও সিরাজগঞ্জ ৩ মেগাওয়াট
- ☐ ● ঠাকুরগাঁও ৫ মেগাওয়াট
- ☐ ● গঙ্গাচরা ৫৫ মেগাওয়াট
- ☐ ● সোনাগাজী ১০০ মেগাওয়াট
- ☐ ● Sun Edision, Cox'sbazar 200 MW
- ☐ ● Joules Power 20 MW
- ☐ ● IFDC Solar 20 MW
- ☐ ● Haor Bangla 32 MW ☐

সোলার পার্ক থেকে ৫৩৫  
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন

#### ☀️ সোলার ইরিগেশন

- ☐ ● ইডকল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৫৫০টি সৌর পাম্প স্থাপন;

#### ☀️ সোলার মিনিগ্রীড (২.৪৪৩ মেগাওয়াট)

- ☐ ● সালাং ৬৫০ কিলোওয়াট পিক
- ☐ ● ইডকল কর্তৃক ৬টি প্রকল্প ১.৭৯৩ মেগাওয়াট

#### ☀️ সোলার রূপটফ (২ মেগাওয়াট)

- ☐ ● সরকারি/ আধা-সরকারি অফিস ভবনের ছাদে ১৫০০ কিলোওয়াট পিক

#### ☀️ বায়ু বিদ্যুৎ

- ☐ ● কক্সবাজার ৬০ মেগাওয়াট
- ☐ ● রাজা পালং, কক্সবাজার ১৮ মেগাওয়াট
- ☐ ● ১৩টি স্থানে Wind Resource Mapping এর পদক্ষেপ গ্রহণ

#### ☀️ মিনি/ মাইক্রো হাইড্রো

- ☐ ● সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পরামর্শক কাজ করছে।



### ৬.৭ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সাশ্রয় ও এর দক্ষ ব্যবহার কার্যক্রম

জ্বালানী সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধাদি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার এ খাতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জ্বালানী সাশ্রয় এবং দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রম সূচ্য এবং সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নের জন্য সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউএবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্রোডা) আইন প্রণয়নপূর্বক স্রোডা গঠন করা হয়েছে। জ্বালানী সাশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক বিধি প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া জ্বালানী সাশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য Energy Efficiency & Conservation Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে এবং JICA'র আর্থিক সহায়তায় Energy Efficiency & Conservation Master Plan প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

### ৬.৮ মিবায়নযোগ্য জ্বালানী সংক্রান্ত আইন/ বিধি/ নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন

ক) বিদ্যুৎ আইন: বর্তমান সরকার ১৯১০ সালের বিদ্যুৎ আইন যুগোপযোগী করে নতুন বিদ্যুৎ আইন, ২০১৫ প্রণয়নের পদক্ষেপ নিয়েছে। উক্ত আইনেও জ্বালানী দক্ষতা ও জ্বালানী সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



খ) **জাতীয় জ্বালানি নীতি:** বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সালে প্রথম জাতীয় জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিতে জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয় জ্বালানি নীতি যুগোপযোগী করে সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত নীতিতে জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণের বিষয়টি অতীব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ৩য় জ্বালানি নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।



গ) **বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে আইন/বিধি প্রণয়ন:** জ্বালানি সাশ্রয় এবং দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং সুপরিকল্পিতভাবে

বাস্তবায়নের জন্য সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউএবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সেভা) গঠন করা হয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক বিধি প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রত্যেকটি সংস্থা/ কোম্পানিতে জ্বালানি সংরক্ষণ সেল স্থাপন করা হচ্ছে। সম্ভাব্য শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে “জ্বালানি নিরীক্ষক এবং জ্বালানি ব্যবস্থাপক” নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তৃত কোড চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

## ৬.৯ পরিকল্পনা প্রণয়ন

ক) **জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি রোড ম্যাপ:** ২০০৯ সালে জার্মান সাহায্য সংস্থা জি, আই, জেড এর সহায়তায় জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি রোড ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। উক্ত রোড ম্যাপে জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণে ১৯টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়।

খ) **Action Plan for Energy Efficiency and Conservation** প্রণয়ন: জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি মহলের সাথে বিভিন্ন সময় মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগ একটি সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা “Action Plan for Energy Efficiency and Conservation” প্রণয়ন করেছে। এ Action Plan এ জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে ১০% জ্বালানি সাশ্রয়, ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এ Action Plan তিতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে:

- ❶ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ❷ বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ❸ বিদ্যুৎ বিতরণের ক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ❹ ডিম্যান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট;
- ❺ এনার্জি অডিট কার্যক্রম;
- ❻ উন্নত চুলা কার্যক্রম;
- ❼ রাইস মিলে উন্নত দক্ষতা সম্পন্ন বয়লার স্থাপন;
- ❽ ইট ভাটায় উন্নত দক্ষতা সম্পন্ন চুলী স্থাপন;
- ❾ সৌর শক্তি দ্বারা পানি গরমের ব্যবস্থা প্রচলন করা;
- ❿ স্টীল মিল/রিরোলিং মিলের ফার্নেসের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ⓫ সার কারখানাগুলোতে বিএমআরই করে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি;



## গ্যাস বার্নারের দক্ষতা বৃদ্ধি;

- ❶ আবাসিক গ্যাসের চুলার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ❷ আবাসিক গ্যাসের গ্রাহকদের গ্যাসের মিটার/প্রি-প্রেইড মিটার স্থাপন;
- ❸ Waste heat Recovery from exhaust heat/steam;
- ❹ কো-জেনারেশন উৎসাহিত করণ;
- ❺ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ষ্টার লেভেলিং কার্যক্রম;
- ❻ বয়লারের দক্ষতা বৃদ্ধি; পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- ❼ নবায়ন/ দক্ষতা বৃদ্ধি; বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রি-পেইড মিটার স্থাপন।
- ❽



- গ) Energy Efficiency and Conservation Master Plan প্রণয়ন: জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে একটি ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনার আওতায় আনার উদ্দেশ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা'র সহযোগিতায় বিদ্যুৎ বিভাগ Energy Efficiency Master Plan প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। ডিসেম্বর ২০১৫ মাসের মধ্যে এটি চূড়ান্ত হবে বলে আশা করা যায়। জ্বালানি দক্ষতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ পূর্বক এটি বাস্তবায়নের জন্য এ Master Plan টি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

## ৬.১০ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যক্রম

- ক) কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন: জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্যোগ হিসেবে উপযুক্ত সকল পাওয়ার প্ল্যান্টকে কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সিঙ্গেল সাইকেল থেকে কম্বাইন্ড সাইকেলের রূপান্তরের অর্থ হলো একই জ্বালানি ব্যবহার করে সিঙ্গেল সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের তুলনায় ১.৫ গুণ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এছাড়াও সকল পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে রি-পাওয়ারিং এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- খ) এনার্জি অডিটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও এনার্জি অডিট: ইউ,এস,এইড এর অর্থায়নে সিসিইবি প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৪৩ জনকে সার্টিফাইড এনার্জি অডিটরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় গত বৎসর ২০টি বস্ত্র শিল্প কারখানায় এনার্জি অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ বছর আরোও ৫০টি হিমায়ত খাদ্য, স্টীল সেক্টর ও বস্ত্র শিল্প কারখানায় এনার্জি অডিট করা হবে।
- গ) এডিবি'র অর্থায়নে Bangladesh Industrial Energy Efficiency Finance Program: এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে Bangladesh Industrial Energy Efficiency Finance Program গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ১) Textile, garments and leather ২) Steel and Iron ৩) Cement and Clinker ৪) Ceramic and Glass ৫) Chemicals, Fertilizer, Paper & Plastic ৬) Agro industries, Sugar, Pulp, Jute এ ৬টি সেক্টরে ১২০টি শিল্প কারখানায় এনার্জি অডিট সম্পন্ন হয়েছে।
- ঘ) ওয়েস্ট হিট রিকোভারী ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম: বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণের মধ্যে প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েস্ট হিট রিকোভারী ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে বিইআরসি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা/সেমিনার এর আয়োজন করা হচ্ছে।
- ঙ) এনার্জি ষ্টার লেভেলিং কার্যক্রম: ব্রেসেল (BRESL) প্রকল্পের আওতায় বিএসটিআই কর্তৃক ৬টি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ষ্টার লেভেলিং এর আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- চ) বয়লার ও ফার্নেস এর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি: বয়লার ও ফার্নেস এর কর্মক্ষমতা পরিমাপ ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শক প্রদানে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে জিআইজেড কর্তৃক তিতাস গ্যাস কোম্পানী লিঃ এর ২৫ জন প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে।

- ছ) চালের কলে জ্বালানি সশয়ী ও নিরাপদ বয়লার স্থাপন: আমাদের দেশে প্রায় ৫০,০০০ হাজার চালের কল রয়েছে। এ রাইস মিলে বয়লারগুলোকে ক্রমান্বয়ে জ্বালানি সশয়ী ও নিরাপদ বয়লার দ্বারা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৫০% ধানের তুষ সশয় হবে এবং জননিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে।
- জ) ইট ভাটায় জ্বালানি সশয়ী চুলি- স্থাপন: ইউএনডিপি'র অর্থায়নে ১৫টি ইট ভাটায় প্রচলিত চুলি-র পরিবর্তে জ্বালানি সশয়ী Hybrid Hoffman চুলি- দ্বারা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ব ব্যাংকও অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

করেছে। এ কর্মসূচিকে দেশব্যাপী আরো সম্প্রসারিত করা হবে। এনার্জি অডিটের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, একটি শিল্প কারখানায় নিম্নলিখিত পছন্দগুলো অবলম্বন করলে জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব:

- ❶ বয়লারের দক্ষতা বৃদ্ধি - ১০%-১৫% জ্বালানি সাশ্রয়।
- ❷ স্টীম পাইপে তাপরোধক লাগান - ৫% জ্বালানি সাশ্রয়।
- ❸ কনডেনসেট বয়লারে পুনঃব্যবহার - ৫% জ্বালানি সাশ্রয়।
- ❹ পাওয়ার ফ্যাক্টার উন্নতিকরণ - ৩% বিদ্যুৎ সাশ্রয়।
- ❺ ডিম্যান্ডসাইড ম্যানেজমেন্ট - ২% বিদ্যুৎ সাশ্রয়।

এ ছাড়া একটি টেক্সটাইল/ পোশাক কারখানায় দেখা গেছে যে তাদের জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা ছিল ৩৭%। জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যেমন কোজেনারেশন এবং waste heat recovery করে তাদের প্রতিষ্ঠানের জ্বালানি দক্ষতা ৯৭%-এ উন্নত করতে পেরেছে।



সোলার স্ট্রিট লাইট

ঝ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী কার্যক্রমের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- ❶ লোড সাইড ম্যানেজমেন্ট ও ডিম্যান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ❷ অদক্ষ বৈদ্যুতিক বাতি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী CFL, T5, LED ইত্যাদি দ্বারা প্রতিস্থাপন;
- ❸ রাত ৮টার পর শপিং মল ও মার্কেট বন্ধ রাখার কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ❹ এলাকাভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ সুপার মার্কেটসমূহের সাপ্তাহিক বন্ধের দিন স্থানান্তর;
- ❺ সেচ পাম্পের লোড সাদ্যকালীন পিক আওয়ার থেকে অফপিক আওয়ারে (রাত ১১টা হতে দিন ভোর ৫টা) স্থানান্তর;
- ❻ সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র এসির তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপরে রাখা;
- ❼ অতি পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ রিপাওয়ারিং এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ❽ উন্নত গ্যাস চুলা (অটো চুলা) ব্যবহারে উৎসাহিত করা;
- ❾ এনার্জি স্ট্যান্ডার্ড ও এনার্জি স্টার লেবেলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ❿ বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অকারিগরি লস দূরীকরণে প্রি-পেইড মিটার/ স্মার্ট মিটার স্থাপন;
- ⓫ রাস্তার নিরাপত্তা বাতি দক্ষ এলইডি বাতি দ্বারা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ;
- ⓬ জ্বালানির দক্ষ ব্যবহারের বিষয় বিস্তিৎ কোডে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ⓭ গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ।





## ৬.১১ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি

- ❶ তরল জ্বালানি ও গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন;
- ❷ অফ গ্রীড এলাকাসমূহ Stand alone সোলার হোম সিস্টেমে বিদ্যুতায়ন;
- ❸ অফ গ্রীড এলাকাসমূহ সোলার পাওয়ার মিনিগ্রীড সিস্টেমে বিদ্যুতায়ন;
- ❹ সোলার পাওয়ার সিকিউরিটি লাইট, স্ট্রীট লাইট, ট্রাফিক লাইট, বিলবোর্ড স্থাপন;
- ❺ সোলার পিভি ইন্সট্যান্ট পাওয়ার সাপাই ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❻ সোলার পাওয়ার্ড এটিএম বুথ ও মোবাইল ফোন চার্জ স্টেশন স্থাপন;
- ❼ সোলার কুকার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❽ সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের লাইট ও ফ্যান চালানোর জন্য সোলার প্যানেল স্থাপন;
- ❾ ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার এবং গ্যাস ওয়াটার হিটারের পরিবর্তে সোলার ওয়াটার হিটার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❿ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে সোলার প্যানেল স্থাপন;
- ⓫ বৈদ্যুতিক ও গ্যাস ড্রাইয়ারের পরিবর্তে সোলার ড্রায়ার ব্যবহারকরণ;
- ⓬ ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প সৌর বিদ্যুৎ দ্বারা চালনা করা।

## ৬.১২ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

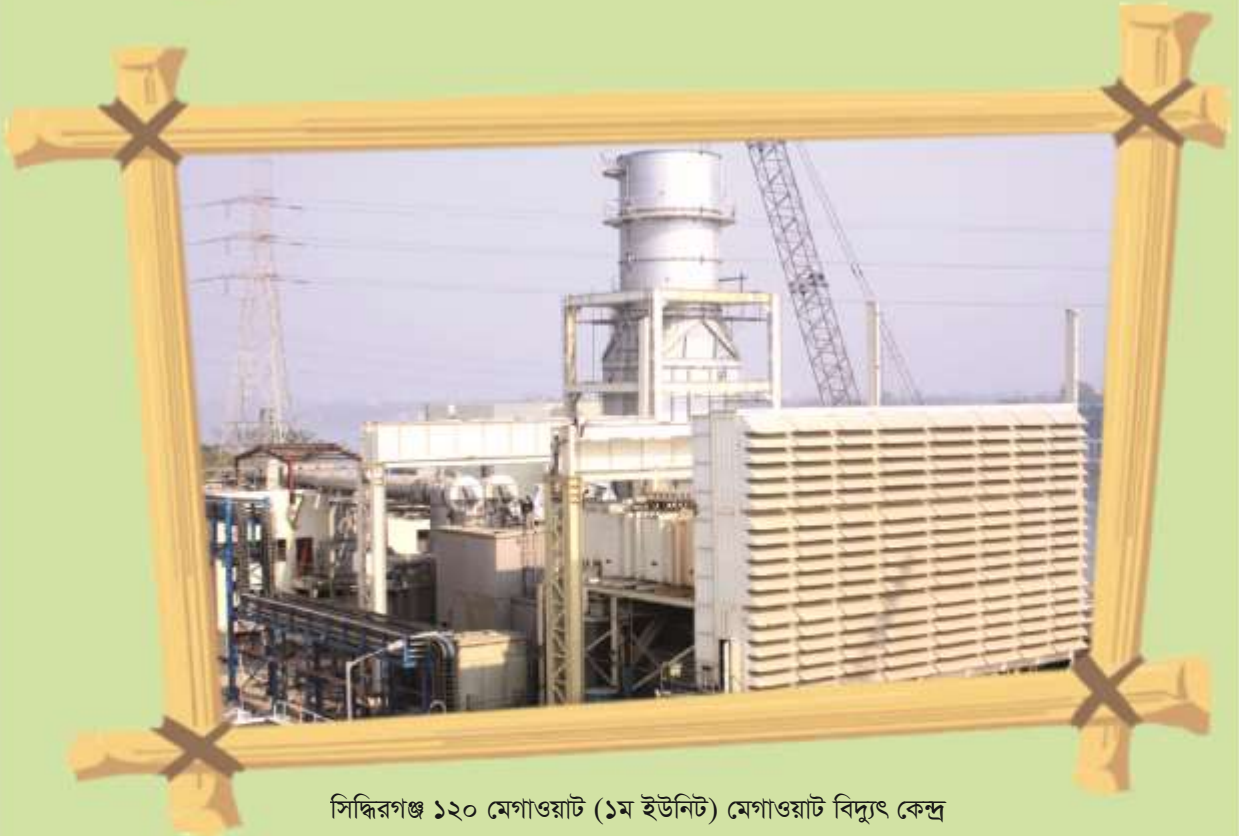
- ❶ পিক আওয়ারে এসি, ইলেকট্রিক ইঞ্জি, পানির পাম্প না চালানোর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❷ দোকান, শপিং মল, বাসাবাড়ীসহ বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহারকরণ;
- ❸ অবৈধ গ্যাস ও বিদ্যুতর অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করার জন্য মোবাইল কোট ও ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করা;
- ❹ দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❺ বিদ্যুৎ অপচয় রোধে কক্ষ/ কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র বন্ধ করা;
- ❻ জ্বালানি অপচয় রোধে ব্যবহারের পর গ্যাসের চূলা বন্ধ করার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিকরণ;
- ❼ জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার বিষয়ে গ্রাহক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন;
- ❽ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রম বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্রিকায় প্রচারণা অব্যাহত রাখা;
- ❾ জাতীয় স্কাউট ক্যাম্প আয়োজন;
- ❿ স্কুলিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা;
- ⓫ বিদ্যুৎ মেলার আয়োজন করা।

আধুনিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যবস্থা ছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ প্রায় অসম্ভব। আর অবকাঠামোগত উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জ্বালানি সক্ষমতা অর্জন করা সত্ত্বেও নীতিমালার মাধ্যমে জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার ও ভবিষ্যতের জন্য জ্বালানি সংরক্ষণ করছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে জ্বালানি দক্ষতার বিকল্প নেই। Energy Efficiency and Energy Saving কার্যক্রম কোন একক নীতি বা কৌশল দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। নীতি নির্ধারক, রেগুলেটর, ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও সেবাদানকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পেশাজীবীকে এক যোগে কাজ করতে হবে। স্টেকহোল্ডারগণ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এ কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে পারেন।





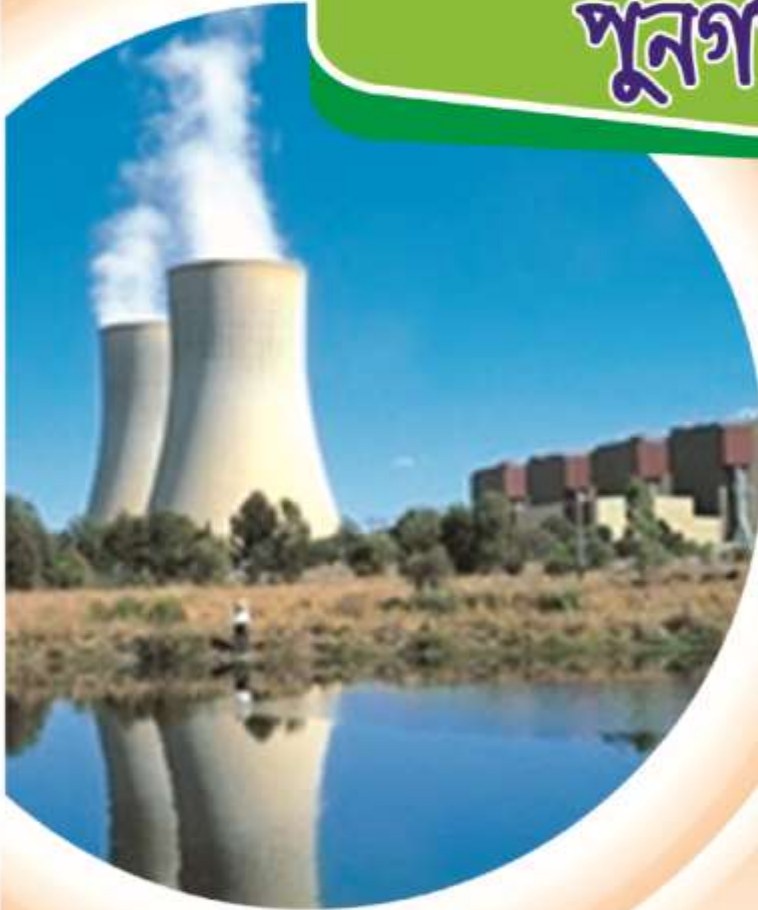
সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন



সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট (১ম ইউনিট) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



# বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম



## ৭.০ বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম

ঢাকায় ১৯০১ সালে প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হলেও বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালে “বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)” গঠনের মাধ্যমে। তখন বিউবো সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে “পলী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)” গঠন করে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। পবিবোকে বিভাগীয় ও জেলা শহর ব্যতীত অন্যান্য এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯০ সালে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় “ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ-ই অথরিটি (ডেসা) গঠনপূর্বক বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাওয়ার সেল গঠন করা হয়। পাওয়ার সেল বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পন্ন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত সুপারিশের আলোকে বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথককরণের জন্য কোম্পানী আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা পাওয়ার সাপ-ই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজোপাডিকো), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল), রংগাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল), নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো) ও কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে সংস্কারের ফল হিসাবে ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে উৎপাদনখাতে বেসরকারি বিনিয়োগের দ্বার প্রথম উন্মোচিত হয়। সরকারি ও বেসরকারিখাতে বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১৪ হাজার ৭৭ মেগাওয়াট (ক্যাপটিভসহ), তন্মধ্যে বেসরকারিখাতের অংশ ৪৪%।



মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিদ্যুৎ মেলা পরিদর্শন



## ৭.১ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি এবং এ খাতের দক্ষ ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণসহ আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দেশী ও বিদেশী পরামর্শকদের সহায়তায় সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

## ৭.২ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প-গ্যান্ট স্থাপন

জ্বালানি শাশ্রয়ের উদ্যোগ হিসেবে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ কন্সাইন্ড সাইকেল হবে এবং পুরনো উপযুক্ত সকল পাওয়ার প-গ্যান্টকে কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প-গ্যান্টে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প-গ্যান্টে একই জ্বালানি ব্যবহার করে সিম্পল সাইকেল পাওয়ার প-গ্যান্টের তুলনায় ১.৫ গুণ বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ইতোমধ্যে ১১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে এ প্রক্রিয়ায় ১ হাজার ৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সকল পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে রি-পাওয়ারিং এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

## ৭.৩ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে ঝামেলামুক্ত করাসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে প্রায় ৯১ হাজার প্রি-পেইড মিটার করা হয়েছে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপন বিষয়ে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সকল গ্রাহককে প্রি-পেমেন্ট মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থার ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং মিটার রিডিং-এর নামে গ্রাহক ভোগান্তি কমে আসবে। এর ফলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং ইউটিলিটিসমূহের ব্যয়-হ্রাস পাবে।

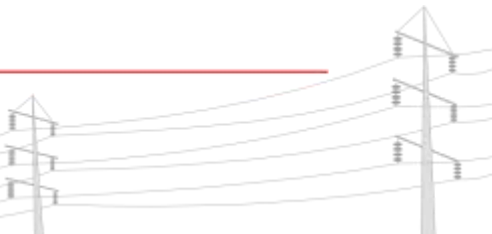
**৭.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগের মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ স্বাক্ষর করেন। উলে-খ্য, বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা সমূহের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে MOU স্বাক্ষর করে বছরওয়ারী মূল্যায়ন করে আসছে।

**৭.৫ সিস্টেম লস হ্রাস** বিদ্যুতের বিতরণখাতের সিস্টেম লস লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জিত বিতরণ লস ১১.৩৬% যা ১৯৯৯-২০০০ অর্থ-বছরে ছিল ২৬.০৯%। বিতরণ লস গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনা বিদ্যুৎ খাতের একটি বড় অর্জন। বিগত ৬ বছরে বিতরণ লস ৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এতে প্রায় ৩ হাজার ৫ শত কোটি টাকা শাশ্রয় হয়েছে। উলে-খ্য বর্তমানে বিদ্যুতের সিস্টেম লস পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের তুলনায় কম। ২০২০-২১ সালের মধ্যে বিতরণ খাতের সামগ্রিকভাবে সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ৩৩ কেভি নতুন সোর্স লাইন নির্মাণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, ১১ কেভি ফিডার লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রি-পেইড মিটার স্থাপনসহ বিদ্যুৎ বিতরণখাতে নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানীসমূহ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

## ৭.৬ ECA (Export Credit Agency) ফাইন্যান্সিং

ইনোভেটিভ ফিন্যান্সিং এর আওতায় সরকার Export Credit Agency (ECA) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে যা বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। ২০০৯ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ECA এর অর্থায়নে বিনিয়োগ হয়েছে। উপরোক্ত বিনিয়োগের ফলে ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের উপর নির্ভরতা কমেছে, খ) নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং গ) বিনিয়োগ এর বহুমুখীতা (ECA ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং), ভবিষ্যত

প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপ এর সম্ভাবনা জাগিয়েছে। উলে-খ্য যে, জিডিপি (GDP), রেমিটেন্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশীলতা, যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন (IFI) সমূহের এ খাতে বিনিয়োগের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি অতীতের বিনিয়োগ স্থবিরতার অচলায়তন ভেঙ্গে বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগের নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।





## ৭.৭ বিদ্যুতের বকেয়া আদায়

বিদ্যুতের বিল নিয়মিতভাবে আদায়ের লক্ষ্যে সংস্থা/কোম্পানিসমূহকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। আগের মত বকেয়া অনাদায়ী ফেলে রাখার কোন সুযোগ নেই। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। এতে সামগ্রিকভাবে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের বকেয়া দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে এই বকেয়ার পরিমাণ ২(দুই) মাসের সমতুল্য। অন্যদিকে রাজস্ব আদায়ের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে রাজস্ব আদায়ের হার গড়ে ৯৮%। এ দুটি সূচক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। গত ৯ বছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বিদ্যুতের বকেয়ার পরিমাণ ছিল ৩.৮৪ সমমাস যা হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২.০১ সমমাসে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে ১ সমমাস বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ১,৮০০ কোটি টাকা। তবে এই বকেয়ার সিংহভাগ সরকারি/ আধা-সরকারি সংস্থার আওতাভুক্ত যেমন-সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প-কারখানার নিকট পাওনা।



SPEL পাওয়ার হাউজ

## ৭.৮ গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি

গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অনলাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ, “স্ল্যাপ শট” এর মাধ্যমে মিটার রিডিং, অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, পারসোনাল ও ফাইন্যান্সিয়াল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

## ৭.৯ ই-টেভারিং ব্যবস্থাপনা

ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি'র সিপিটিইউ-এর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ই-টেভারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ই-টেভারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে (১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, (২) বাংলাদেশ পল-বিদ্যুতায়ন বোর্ড, (৩) ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, (৪) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ-ই কোম্পানি লিমিটেড, (৫) ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড, (৬) পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড, (৭) ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, (৮) নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এবং (৯) আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড ই-টেভারিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ই-টেভারিং পদ্ধতির ফলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে।





### ৭.১০ কী পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর (KPI) বাস্তবায়ন

বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সুশাসন, জবাবদিহিতা ও উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতে SMART KPIs চালু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানির জন্য প্যাস্ট ফ্যাক্টর ও Availability ফ্যাক্টর বৃদ্ধি এবং অক্সিলিয়ারী পাওয়ার কনজাম্পশন হ্রাস, পিজিসিবিবির জন্য সঞ্চালন লস হ্রাস এবং সঞ্চালন লাইন ও গ্রীড সাব-স্টেশনের Availability বাড়ানো এবং বিতরণ সংস্থার জন্য সিস্টেম লস ও বিদ্যুতের বকেয়া হ্রাস ও গ্রাহক সেবার মান উন্নতকরণ ইত্যাদি কেপিআই হিসেবে লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতার সাথে মালামাল সংগ্রহ ও যথা সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ইত্যাদি কেপিআই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে কেপিআই চালুর ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে এক ধরনের উদ্যোগ, কর্ম-উদ্দীপনা ও কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুৎ সেটরে এধরনের Result Based Management বাস্তবায়নের ফলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা সহজ হয়েছে।

অতীতের চেয়ে বিদ্যুৎখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে অনেক দক্ষ এবং আর্থিকভাবেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। সরকারের উপরোক্ত নানামুখী পদক্ষেপের ফলে তা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে হলে একদিকে যেমন ব্যয় হ্রাস করতে হবে, অন্যদিকে একটি Cost reflective tariff নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুধুমাত্র সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা না করে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে সূহীত সংস্কার কার্যক্রমসমূহ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এধরনের নব নব সংস্কারমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।

### ৭.১১ কেপিআই অগ্রগতি, মনিটরিং ও মূল্যায়ন

পাওয়ার সেল কর্তৃক সংস্থাসমূহের কেপিআই এর অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। পাওয়ার সেল প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন ইন্ডিকেটরের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা শেষে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে বিদ্যুৎখাতে কেপিআই এর ধারণা নতুন। কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন একক চেষ্টায় সম্ভব নয়। এটি দলগতভাবে অর্জন করতে হয়।

### Key Performance Indicators Target (FY ২০১৫-১৬) : Generation Sector

Sl. No.	Parameters	Units	BPDB	APSCL	EGCB	RPCL	NWPGC
1	New Capacity addition	MW	>627*	>440	>200	>5***	>75
2	Minimum Annual Training hour per Employee	Hours		>70	>70	>70	>70
3	Plant Factor	%		>73	>60**	>75	>70
4	Availability Factor	%		>87	>85	>95	>85
5	Auxiliary Consumption	%		<6	<3.5	<2.8	<4.0
6	Heat Rate(Net)	KJ/KWh		<11300	<11000	<9400	<9000
7	Percentage of Tenders Re- tendered	%		<5	<4	<5.25	<5
8	Current Ratio	Ratio		2:1	1.5:1	2:1	2:1
9	Quick Ratio	Ratio		1:1	1:1	1:1	1:1
10	Debt Service Coverage Ratio	Ratio		>2:1	>1.2:1	>3:1	>1.5:1
11	Implementation of Annual Development Program (Financial)	%		100	100	100	100
12	Efficiency improvement of existing power plants through repowering/overhauling	MW	>140				

উৎপাদন খাতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা

\*\*Except 412 MW CCPP, \*\*\* Solar



## Key Performance Indicators Target (FY ২০১৫-১৬): Transmission

Sl. No.	Parameters	Unit	PGCB
1	Construction of New Transmission Lines	Ckt-km	>180
2	Construction/Capacity enhancement of Grid Substation.	MVA	>600
3	Transmission Loss	%	< 2.90
4	Transmission Line Availability	%	>99.66
5	Substation availability	%	>99.66
6	System Power Factor (132kV or above)	%	>94
7	System frequency sustained from 49.50 to 50.50 Hz in a year	%	>56
8	Minimum Annual Training hour per Employee	Hours	>66
9	Percentage of Tenders Retendered	%	< 7
10	Current Ratio	Ratio	1.1:1
11	Quick Ratio	Ratio	1:1
12	Debt Service coverage ratio	Ratio	>1:1
13	Implementation of annual development Program (Financial)	%	100

সঞ্চালন ক্ষেত্রে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা

## Key Performance Indicators Target (FY ২০১৫-১৬) : Distribution Sector

Sl. No.	Parameters	Units	BREB	BPDB+	DPDC	DESCO	WZPDCO
1.	Construction of Distribution lines	Km	>20000	>8000	>50		
2.	Construction/ Capacity enhancement of distribution substation	MVA	>700	>300	>70		
3.	System Loss	%	12.50	<11.50	9.40	8.35	10.50
4.	Accounts Receivable	Eq. Month	<1.50	<2.34	2.35	2.0	2.40
5.	System Average Interruption Duration Index(SAIDI)	Minutes	<2200	<1000	900	700	750
6.	System Average Interruption Frequency Index(SAIFI)	Times	<200	<60	60	30	45
7.	Minimum Annual Training hour per Employee	Hours	>70	<70	70	70	70
8.	Installation of prepaid meter	No.	>5000	>5000	>5000		
9.	New connection to households (HHs)	No.	>1500000	>120000	>20000		
10.	Collection Bill Ratio	%	>98.00	>98.00	98.00	99.50	98.00
11.	Current Ratio	Ratio	1:1	-	1.80:1	2:2.1	1.2:1
12.	Quick Ratio	Ratio	0.8:1	-	1.5:1	1:1	1:1
13.	Debt Service Coverage Ratio	Ratio	>1.5:1	-	1:1	2:1	1.1:1
14.	Power Factor at each billing point	%	>90	>90	90	90	90
15.	Implementation of Annual development Program (Financial)	%	100	100	100	100	100
16.	Reduction of overloaded Transformer	%	>20	<15	20	5	50

বিতরণ খাতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা





সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংস্কার কার্যক্রম চলমান

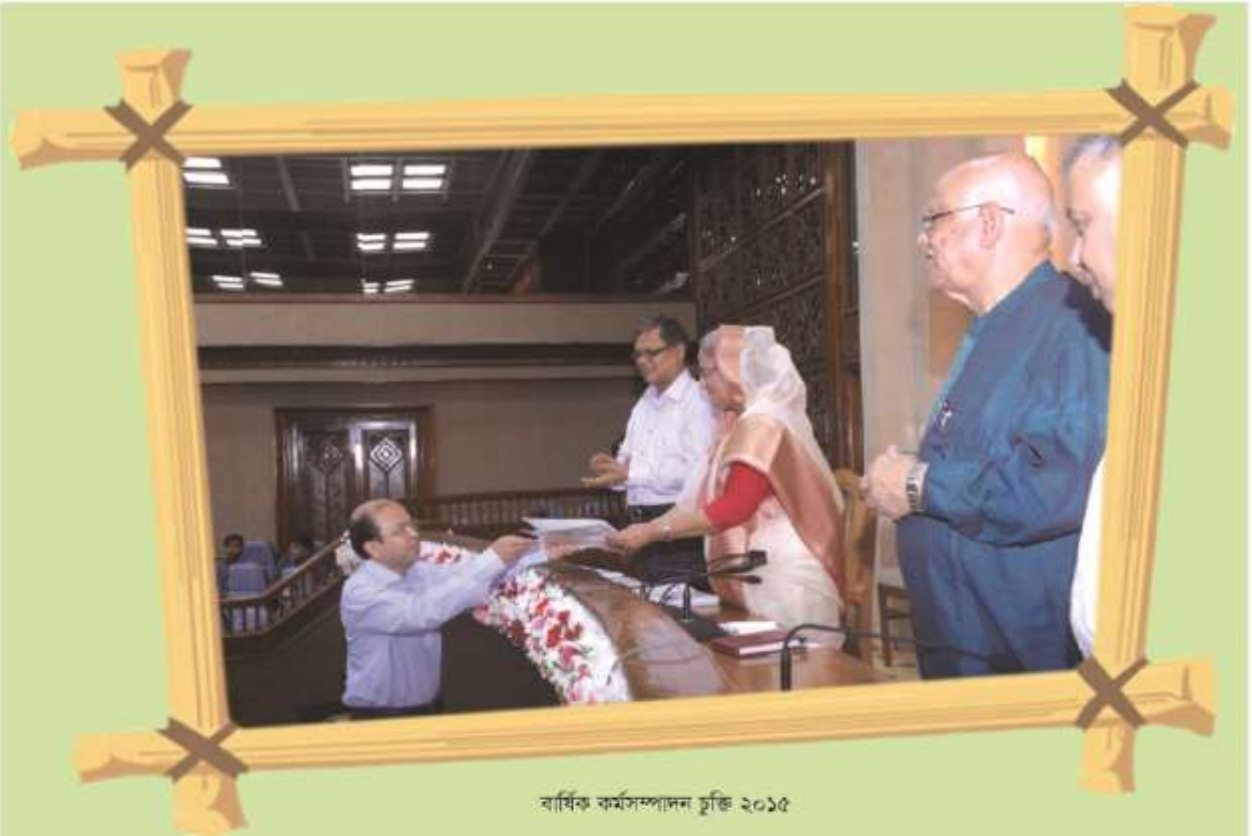


আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫



বার্ষিক কর্মসম্পাদন রূপে ২০১৫



সাব-স্টেশন



# আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

## ৮.০ আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

বিদ্যুৎ ঘাটতি জনিত সমস্যার সমাধানসহ এখাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে নতুন আইন/ বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন করে থাকে। এ সকল আইন/ বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধনের ফলে নতুন নতুন সংস্থা/ কোম্পানি গঠন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে।

## ৮.১ আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

বিদ্যুৎ খাতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত আইন, বিধি, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন/ সংশোধন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই) টি আইন মহান সংসদে পাস হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে গেজেট প্রকাশিত হয়।

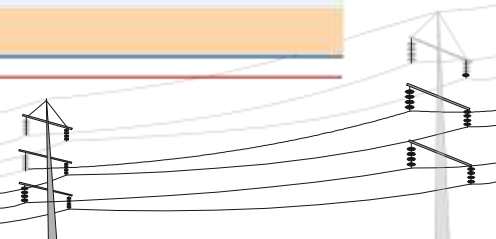
ক্রমিক নং	আইনের নাম	মন্তব্য
০১	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০০৫	০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে গেজেট প্রকাশিত হয়।
০২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে গেজেট প্রকাশিত হয়।

## ৮.২ বিদ্যুৎ খাতে প্রণীত আইন

ক্রমিক নং	শিরোনাম	আইন নম্বর
০১.□	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫□	০২
০২.□	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫□	০৩
০৩.□	বাংলাদেশ পলী-বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) আইন, ২০১৩□	৫৭
০৪.□	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রোডা) আইন, ২০১২□	৪৮
০৫.□	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০□	৫৪
০৬.□	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩□	১৩
০৭.□	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ)□	৫৯
০৮.□	বিদ্যুৎ আইন, ১৯৯০□	IX

## ৮.৩ বিধি ও নীতিমালা

ক্রমিক নং	শিরোনাম
০১.□	বাংলাদেশের বেসরকারী পাওয়ার জেনারেশন পলিসি□
০২.□	বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা
০৩.□	স্মল পাওয়ার পলিসি
০৪.□	ভিশন স্টেটমেন্ট পলিসি এবং বিদ্যুৎ খাত সংস্কার স্টেটমেন্ট
০৫.□	বাংলাদেশ বেসরকারী অবকাঠামো নির্দেশিকা
০৬.□	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS) নির্দেশাবলী
০৭.□	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS Fund)
০৮.□	পাওয়ার গ্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্ক
০৯.□	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant
১০.□	Policy Guidelines for Enhancement of Private Participation in the Power Sector, 2008
১১.□	Action Plan For Energy Efficiency & Conservation
১২.□	Solar Guide Book
১৩.□	Country Action Plan for Clean Cookstoves
১৪.□	500 MW Solar Programm



# ডাটা প্রযুক্তির ব্যবহার



৯.০ বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎখাতে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।



বিদ্যুৎ খাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি কর্মসূচিসমূহ নিয়ে মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টার সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠান

বিদ্যুৎ খাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি কর্মসূচিসমূহ নিম্নে উলে-খ করা হল:

## ৯.১ সেবার মান বৃদ্ধি

ক) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ পদ্ধতি আরও সহজ করা প্রয়োজন, সে লক্ষ্যে মোবাইল ফোন ও অনলাইনের মাধ্যমে বিল প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে: বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সহজিকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহকের একাউন্ট কম্পিউটারের ডাটাবেইজের আওতায় আনা হয়েছে অপরদিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন গ্রাহকগণ যে কোন সময় যে কোন স্থান হতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন। সকল ইউটিলিটিই এ ব্যবস্থা চালু করেছে।
- অন-লাইনের মাধ্যমে: গ্রাহকগণ এখন ইন্টারনেট/ অন-লাইনের মাধ্যমেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন। তবে এ ব্যবস্থাটি বাপবিবো, ডিপডিভিসি ও ডেসকো চালু করেছে। বিউবো ও ওজোপাডিকো এ লক্ষ্যে কাজ করেছে।

খ) অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ: বিভিন্ন ইউটিলিটি অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে গ্রাহকগণ ঝামেলামুক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করতে এবং অন-লাইনের মাধ্যমেই ডিমান্ড নোট পাবেন।

গ) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেই, গ্রাহকগণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এর সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে কল সেন্টার স্থাপন করা হবে। প্রাপ্ত অভিযোগগুলো কল সেন্টারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অফিসকে জানিয়ে দেয়া হবে। বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে এবং এ কাজগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। সকল ইউটিলিটিগুলোর জন্য একটি সমন্বিত সফটওয়্যার তৈরীর কাজ চলছে।





- ঘ) **অন-লাইন নিয়োগ ব্যবস্থা চালুকরণ:** বিদ্যুৎ বিভাগ অন-লাইনের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চাকুরী প্রার্থীগণ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে অতি দ্রুততার সাথে তাঁদের আবেদন পাঠাতে পারবেন এবং সাথে সাথে অফিস কর্তৃক প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পত্র প্রাপ্ত হবেন। এ ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যারটি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। অচিরেই সকল ইউটিলিটিতে ব্যবস্থাটি চালু করা হবে।
- ঙ) **ICT Road Map for Bangladesh Power Sector (ERP solution):** বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি Enterprise Resource Planning (ERP) সফটওয়্যার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। জ্বালানি বিভাগের জন্য অনুরূপ কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- চ) **GIS based Digital Mapping of Gas Transmission Pipeline and its Installation in GTCL:** জ্বালানি বিভাগের অনুরোধের প্রেক্ষিতে পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় GIS based Digital Mapping of Gas Transmission Pipeline and its Installation in GTCL কাজে পরামর্শক নিয়োগ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

## ৯.২ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি

- ক) **ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা:** বিদ্যুৎ বিভাগ ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগের অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যান্য ইউটিলিটিগুলোতেও এ ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- খ) **অন-লাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা:** বিদ্যুৎ বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলো সমূহ অনলাইনে মনিটর করার জন্য অন-লাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলোর প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক তা বিদ্যুৎ বিভাগে পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল এবং এজন্য প্রচুর কাগজের অপচয় হতো। ওয়েবভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করায় দূর-দূরান্তে অবস্থিত অফিস হতে প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক তথ্য প্রদানের সাথে সাথেই তা পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং একই তথ্য বারংবার টাইপ করতে হয়না বলে সময়ও সাশ্রয় হচ্ছে।
- গ) **ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতি চালুকরণ:** বিদ্যুৎ বিভাগসহ এর আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইউটিলিটি প্রধানগণ নিজ নিজ অফিসে বসে সভা করতে পারেন।
- ঘ) **সমন্বয় সভার জন্য অন-লাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার চালুকরণ:** বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভার জন্য একটি অন-লাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে সংস্থাসমূহ প্রতিমাসে নিয়মিত অন-লাইনে তথ্য প্রেরণ করে। এর ভিত্তিতে মাসিক সমন্বয় সভায় তথ্য উপস্থাপন করা হয়।
- ঙ) **পিএমএস সফটওয়্যার পদ্ধতি চালুকরণ:** বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটিসমূহে সমন্বিত একক পিএমএস সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

## ৯.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠা

- ক) **স্টোর ব্যবস্থাপনা:** কম্পিউটারভিত্তিক স্টোর ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে মালামাল ক্রয়ে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। সুষ্ঠু স্টোর ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ওভার ইনভেন্টরি কস্ট পরিহার করার লক্ষ্যে স্টোর ব্যবস্থাপনাকে কেপিআই হিসেবে অস্ফুর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- খ) **অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালুকরণ:** ইউটিলিটিসমূহের সকল প্রবেশ পয়েন্টে অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালু করায় কম্পিউটারের মাধ্যমে অতি সহজে বিদ্যুতের হিসাব ও বিল প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বড় বড় এইচটি গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও Automated Meter Reading (AMR) মিটার বসানো হয়েছে। ফলে বড় বড় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম করার সুযোগ বহুলাংশে কমে এসেছে। এ ব্যবস্থা সকল এইচটি গ্রাহকদের জন্য চালু করা হবে।



গ) প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে ঝামেলামুক্ত করাসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থার ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং মিটার রিডিং সংগ্রহের নামে গ্রাহক ভোগান্ডি কমে আসবে।

৫৯

## বার্ষিক প্রতিবেদন

অবধি ২০১৪-১৫

- ঘ) ই-টেভারিং ব্যবস্থাপনা: টেভারিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি'র সিপিটিইউ এর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে ই-টেভারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ই-টেভারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৯ (নয়)টি সংস্থা/কোম্পানি ই-টেভারিং পদ্ধতি চালু করেছে।
- ঙ) “স্মার্ট সট” এর মাধ্যমে মিটার রিডিং: বিদ্যুৎ খাতের জন্য আধুনিক “স্মার্ট সট” পদ্ধতিতে বিদ্যুতের মিটার রিডিং সংগ্রহ এবং স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে তথ্যাদি সরাসরি সার্ভারে প্রেরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বিউবো'র বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ পদ্ধতিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অচিরেই বিউবো'র অন্যান্য বিতরণ এলাকাসহ সকল বিতরণ সংস্থায় সফটওয়্যারটি বাস্তবায়ন করা হবে।
- চ) অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার: বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি সমন্বিত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে করে অডিট নিষ্পত্তি আরো সহজতর এবং গতিশীল হবে। ফলে প্রতি নিরীক্ষা বছরের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির ব্যবধান কমে যাবে। অনিয়ম ও অস্বচ্ছতাহ্রাস পাবে। সর্বস্বত্বের প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

**৯.৪ তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য পিজিসিবি'র OPGW ব্যবস্থাপনা** সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সঞ্চালনের নিমিত্তে বিভিন্ন গ্রীড ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে এলডিসি (লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার) এর তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য একই সঞ্চালন লাইনের মধ্যে স্থাপিত পিএলসি ব্যবস্থার মাধ্যমে পিজিসিবি'র নিজস্ব টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম চালু আছে। এই টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থায় কথাবার্তা ছাড়াও টেলিপ্রটেকশন, টেলিমিটারিং ব্যবস্থা অস্ফুর্জক রয়েছে যাতে সঞ্চালন লাইনের নিরাপত্তা, তাৎক্ষণিক উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। বিদ্যমান পিএলসি যন্ত্রপাতি ধীরগতি সম্পন্ন ও অনেক পুরাতন প্রযুক্তি হওয়ায় বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত উচ্চ গতিসম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার সঞ্চালন লাইনে স্থাপন পূর্বক মাল্টিপে-স্ট্রার ব্যবহার করে পিজিসিবি'র টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার উন্নতি করার প্রচেষ্টা চলছে।

বজ্রপাত থেকে সঞ্চালন লাইনের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত গ্রাউন্ড ওয়্যার এর মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে বহুলভাবে ব্যবহার হচ্ছে। বিগত ১৯৯৬ খ্রিঃ হতেই পিজিসিবি'র উচ্চচাপ সঞ্চালন লাইনে গ্রাউন্ড ওয়্যার এর পরিবর্তে OPGW (Optical Ground Wire) স্থাপন শুরু করা হয়েছে।

১৯৯৬ সাল হতে জুন' ২০০৭ সাল পর্যন্ত সঞ্চালন লাইনে স্থাপিত OPGW এর মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২২০০ কি.মি., যা ২০১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৫৩১৫ কি.মি. এ উন্নীত হয়েছে। এতে দেশের প্রায় অধিকাংশ বিভাগীয় এলাকা পিজিসিবি'র অপটিক্যাল ফাইবার লিংকের আওতায় এসেছে।

পিজিসিবি'র নিজস্ব ব্যবহারের অতিরিক্ত অপটিক্যাল ফাইবার জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় টেলিকম অপারেটর এর নিকট স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নিমিত্তে লীজ প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ২০০৬ সালে ঢাকা-চট্টগ্রাম অংশে ২৪৬ কিঃমিঃ গ্রামীণ ফোন লিং এর নিকট লীজ প্রদান করার মাধ্যমে পিজিসিবি লীজিং ব্যবসা আরম্ভ করেছে।



উলে-খ্য যে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশে গ্রামীণ ফোন লিঃ এর নিকট ১৫ (পনের) বৎসর, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশ বিটিসিএল এর নিকট পুনরায় ২ (দুই) বৎসর, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশ Robi এর নিকট ১৫ (পনের) বৎসর, University Grants Commission (UGC) কে Indefeasible Right of Use (IRU) এর ভিত্তিতে দেশব্যাপী এক জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার ২০ (বিশ) বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে। জুন' ২০১২ তে Banglalink কে ফেনী-খুলশী (চট্টগ্রাম) অংশে ১৫ (পনের) বৎসরের জন্য এক পেয়ার অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদান করা হয়েছে। তবে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশের গ্রামীণ ফোন লিঃ এর সহিত চুক্তিটি, তাঁহাদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি চাওয়ায় আগামী ২০ মে ২০১৬ তারিখে সমাপ্তি ঘটবে।

এছাড়াও, জুন ২০১৩ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ফাইবার@হোম লিঃ ও সামিট কমিউনিকেশন লিঃ নামক দুইটি NTTN (Nationwide Telecommunication & Transmission Network) কে ১৫(পনের) বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৬ সাল থেকে শুরু করে জুন'২০১৫ পর্যন্ত পিজিসিবি অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদানের মাধ্যমে মোট প্রায় ১১১.৬৭ কোটি টাকার রেভিনিউ অর্জন করেছে। যার মধ্যে প্রায় ২৩.৭৫ কোটি টাকার রেভিনিউ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অর্জিত হয়েছে।



## মানব সম্পদ উন্নয়ন



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

## ১০.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন ও বিদ্যুৎ খাতের সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সকল সংস্থা লক্ষমাত্রা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

## ১০.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিদ্যুৎখাতের সকল সংস্থার অর্জিত প্রশিক্ষণ ঘন্টা যথাক্রমে ৭,১৯,২৩০; ৭,৫৬,৭০৯; ৯,৫৮,৫৫৩; ১৬,৫৪,৯১৮; ২০,৪৫,২১৪; ২৭,৪৯,৩৫১; ২৮,০০,২১৫ এবং ৩১,১৮,৫৯৫।

সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদির বিবরণ													
ক্র. নং	বিদ্যুৎ বিভাগ/ সংস্থা / কোম্পানী সমূহের নাম	আর্থিক বছর (২০১৪-২০১৫)			আর্থিক বছর (২০১৩-২০১৪)			আর্থিক বছর (২০১২-২০১৩)			আর্থিক বছর (২০১১-২০১২)		
		প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (সংযুক্তি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (সংযুক্তি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (সংযুক্তি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (সংযুক্তি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা
১	পিএসসিডিপি		-	-		১৪৫৭	৪৩৬৮৬		১০৯৮	৩৫৪৫২		১৪৩৯	৫১৯৭৩
	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টার দপ্তর		১৩	১৩২০									
২	বিপিডিবি		১৮৪৪৮	১১২৯৯২১		১৫০৬১	৯২১৭৩৩		১৪০২১	৮৯৭৪৬৪		৭৮৪১	৬৩৭৯৫০
৩	আরইবি		১৭১৩৩	১২৩৩৮৮৬		৯৭০০০	১১৩৫০০০		১৬৭৫০	১১৫৭৯৩৭		৫৭০৯৬	৮৮১০৮২
৪	ডিপিডিসি		৩৪৯৮	২৪৪৯৯২		৩৭৪৭	২৩৪৮২০		৩৭৫৩	২৪০৪৬৭		৩৮৭৫	১৬৮৭৫০
৫	ডেসকো		১৫০০	৯৭০২৮		১৫০৭	৮৭০০৫		১৩৪৫	৭৬৭৫৫		১১৮১	৬২৭৭১
৬	ওজোপাডিকো	৬০	২৩৪১	১৫২৫১৬	৬০	২২৮৭	১৬৯০৩৬	৬০	২২৫০	১৫৫৪২০	৫০	২১৮৮	১০৯৪০০
৭	এপিএসসিএল		৬২০	৪৬৬৫২		১০৭৩	৪১৮৪০		২১৭	৪০২১৯		২৪৭	২৬৩৬০
৮	পিজিসিবি		২৪০১	১৪৪১৭৬		৩৩৬৫	১৩৬৫৩৮		২১৪৮	১১৭২৯৮		১৪৩৩	৯১৬৮৮
৯	ইজিসিবি		২৮৯	২৬০৪০		১১৭	১৩৩২৭		১১৭	১৩৩২৭		৮৩	৪৩১৪
১০	আরপিএল		২৬৫	১৭৯০২		২৫১	১৬০০০		২১৯	১৩৭৮২		১৭০	৯০২৩
১১	নওপাজেকো		২৫০	২৩১৩০		৫১	১২৩০		৫১	১২৩০		৩০	১৯০৩
১২	সিপিএসসিবিএল		১৮	১০৩২		-	-		-	-		-	-
	মোট		৪৬৭৮৪	৩১১৮৫৯৫		১২৫৯১৬	২৮০০২১৫		৪১৯৬৯	২৭৪৯৩৫১		৭৫৫৮৩	২০৪৫২১

সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদির বিবরণ

গত ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের অর্জিত প্রশিক্ষণ ঘন্টার তুলনামূলক চিত্র নিম্নে কলাম চার্টে দেখানো হল:



সংস্হাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত

### ১০.২। “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” গঠন

বিদ্যুৎ সংস্হা/কোম্পানিগুলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে বিপুল সংখ্যক জনবল কর্মরত আছে এবং পর্যায়ক্রমে নতুন জনবল নিয়োজিত হচ্ছে। বিগত কয়েক বৎসরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১৪ হাজার ৭৭ মেগাওয়াটে (ক্যাপটিভসহ) উন্নীতকরণসহ সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ৯ হাজার ৬৯৫ কিলোমিটারে এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ২৬ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎখাতের কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎখাতের এ বিশাল কর্মযজ্ঞ দক্ষতার সাথে সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের কোন বিকল্প নেই।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্হার বিদ্যমান সীমিত পরিসরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতে কর্মরত বিপুল সংখ্যক জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই সরকার বিদ্যুৎখাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর লক্ষ্যে সংস্হাসমূহের বিদ্যমান অবকাঠামো ও সুবিধাদি একীভূত করে Trust Act এর আওতায় বৃহৎ পরিসরে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ও উন্নত স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” নামে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে; বিদ্যুৎ বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করবে; ডিজিটাল ও আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রবর্তনে সহায়তা করবে; সমীক্ষা সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করবে। বিপিএমআই কর্মকর্তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সিমুলেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জনবল প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকবে।

Bangladesh Power Management Institute (BPMI) গঠনের জন্য “Deed of Trust” এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা বিদ্যুৎ বিভাগ নীতিগত অনুমোদন প্রদানপূর্বক Article of Association (AOA) and Memorandum of Association (MOA) প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেছে।

### ১০.৩ অবকাঠামো উন্নয়ন

বিদ্যুৎ খাতের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি ইউটিলিটিসমূহ প্রশিক্ষণের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধির বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একাডেমীর আধুনিকীকরণের পাশাপাশি কক্সবাজারে এবং কেরাণীগঞ্জ নতুন প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। অন্যদিকে ডিপিডিসির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্ক্যাডা ভবনের ৪র্থ তলায় নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। পলী-বিদ্যুতায়ন বোর্ডও বৃহত্তর পরিসরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিক সুবিধা সমন্বিত ট্রেনিং একাডেমী ভবন নির্মাণ করেছে। পিএসসিডিপি এর অধীনে প্রকৌশলীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দানের সুবিধার্থে ঘোড়াশাল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে।



# এডিপি বাস্তবায়ন





# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

## ১১.০ এডিপি বাস্তবায়ন

### ১১.১ উন্নয়ন বাজেট

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপি'তে বিদ্যুৎ সেক্টরের বিভিন্ন সংস্থা/ কোম্পানির আওতাভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৮,২৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮,৩৩১ কোটি টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ১০০.৬৫%। বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ			ব্যয়		
		মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ
২০০৮-২০০৯	৪৭	২৬৭৬.৫৭	১১৮৮.১৩	১৪৮৮.৪৪	২২৯৮.৭৩ (৮৬%)	১০২২.৭৬ (৮৬%)	১২৭৫.৯৮ (৮৬%)
২০০৯-২০১০	৫১	২৬৪৪.২৬	১২২৭.০৮	১৪১৭.১৮	২০২৪.৫৪ (৭৭%)	১১৪৩.২৩ (৯৩%)	৮৮১.৩০ (৬২%)
২০১০-২০১১	৫৩	৫৯৮১.৮৮	৪৩১৭.৯০	১৬৬৩.৯৮	৫৯১২.৮২ (৯৮.৮৫%)	৪৩০৪.৫০ (৯৯.৬৯%)	১৬০৮.৩২ (৯৬.৬৫%)
২০১১-২০১২	৫৬	৭২০৮.১০	৪৭২৫.০০	২৪৮৩.১০	৭১৭৯.৬৫ (৯৯.৬১%)	৪৬১০.৮৪ (৯৭.৫৮%)	২৫৬৮.৮২ (১০৩.৪৫%)
২০১২-২০১৩	৬১	৮৮০৩.০৪	৫৪০০.০০	৩৪০৩.০৪	৮৮৬৮.০১ (১০১%)	৫২৯৮.৩৪ (৯৮%)	৩৫৬৯.৬৭ (১০৫%)
২০১৩-২০১৪	৬৯	৭৯২৮.৪২	৪৭১৯.৩১	৩২০৯.১১	৭৯১৬.৮৪ (৯৯.৮৫%)	৪৬৩০.৮৭ (৯৮.১৩%)	৩২৮৫.৯৭ (১০২.৪%)
২০১৪-২০১৫	৭১	৮২৭৬.৮২	৪৬৮৩.৮১	৩৫৯৩.০১	৮৩৩০.৮৬ (১০০.৬৫%)	৪৫৩৯.৪৬ (৯৬.৯২%)	৩৭৯১.৪০ (১০৫.৫২%)

বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়



চতুর্থ সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান





বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

### ১১.২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুৎ খাতের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-ছ তে দেয়া হলো।

### ১১.৩ অডিট আপত্তি

বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৪ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত):

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ কোটি টাকায়		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ কোটি টাকায়	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ কোটি টাকায়	
		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	বিউবো	৫১২৬	১০৯০৪.১৫	৩৭০	১৮১২	৭৮৯.৪৮	৩৪১৪	১০১১৪.৬৭	
০২	পবিবো	২২	১৪.৪৪	২২	০৫	০.৮৭	১৭	১৩.৫৭	
০৩	পাওয়ার সেল	৮	১.৯০৫৯	৮	২	০.৬৩০৯	৬	১.২৭৫	
০৪	ইজিসিবি	৩০	১০৮৯.৯৬	৩০	১৪	২৩৯.৭৭	১৬	৮৫০.১৯	
০৫	ওজোপাড়িকো	৬৬৭	৯৯৫.৪২	১৫৯	১১১	১৩.২৫	৫৫৬৫	৯৮২.১৭	
০৬	নওপাজেকো	১০	৪৪.২৭	১০	০৯	৪৩.৬৭	১	০.৬০	
০৭	ডেসকো	১২২	১৯০৫.৪৯	১২২	১৭	৩৪.৯০	১০৫	১৮৭০.৫৯	
০৮	এপিএসসিএল	৮০	৬৪৩.০১৯১	৪৮	২২	০.৭৮৬৫	৫৮	৬৪২.২৩২৬	
০৯	ডিপিডিসি	১২৮৬	৩৪২৫.২৩	২০১	৬১	২৭.০৮	১২২৫	৩৩৯৮.১৪	
১০	পিজিসিবি	৩০৬	২১৩৫.৯৭	২৪৮	৮৪	৩৫৪.৮৭	২২২	১৭৮১.০৮	
	মোট =	৭৬৫৭	২১১৫৯.৮৬	১২১৮	২০৩৭	১৫০৫.৩০৭	৫৬২০	১৯৬৫৪.৫২	

জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫



কন্ট্রোল রুম

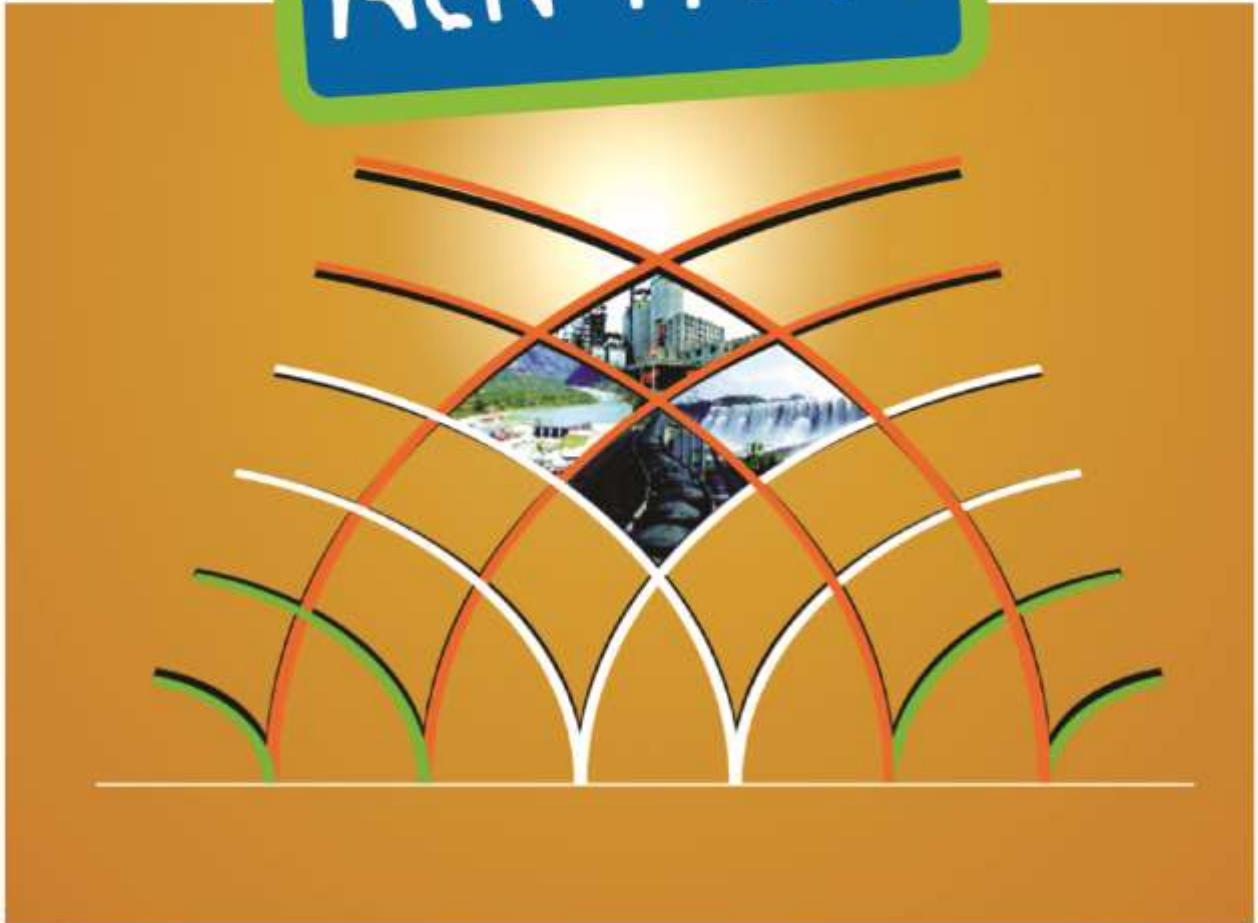


নাটোর ৫২.২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র





# বিশেষ কার্যক্রম



## ১২.০ বিশেষ কার্যক্রম (Special Program)

### ১২.১ সেক্টরস লিডার্স ওয়ার্কশপ আয়োজন

বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগসহ এ দুই সেক্টরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/ প্রকৌশলীগণের অংশগ্রহণে এ খাতের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আন্দোলনবিভাগ সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে বিগত ২৭-২৮ মার্চ ২০১০ এ ঢাকাস্থ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সভাকক্ষে প্রথম, ০৩-০৪ ডিসেম্বর ২০১০ এ কুমিলার বার্ডে দ্বিতীয় এবং ১১ মে ২০১১ তারিখে ঢাকাস্থ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে তৃতীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ চতুর্থ সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় ২০-২১ মার্চ ২০১৫ তারিখে ১নং আব্দুল গণি রোডস্থ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে। ফলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমন্বয় সুদৃঢ় হয়েছে এবং নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে জ্বালানি সরবরাহ ত্বরান্বিত করাসহ ভবিষ্যৎ জ্বালানি প্রাপ্যতার বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতার পথ উন্মোচিত হয়েছে। আন্দোলনবিভাগ সমন্বয় জোরদার হওয়ায় পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে।



২০-২১ মার্চ ২০১৫ তারিখ-চতুর্থ সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান

### ১২.২ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন

সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুসম উন্নয়নে মেয়াদ ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা নিবিড় তদারকিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গ্যাস সরবরাহের স্বল্পতার কারণে আমদানি নির্ভর ব্যয়বহুল তরল জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার, বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অর্জন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশের আপামর জনসাধারণকে অবহিতকরণপূর্বক সচেতন করে তোলাই জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের মূল লক্ষ্য।



মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিদ্যুৎ সপ্তাহ-২০১৪ উপলক্ষে সরকারের ৫ বছরের অর্জন "আলোকিত বাংলাদেশ" শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

"জ্বলছে আলো চলছে দেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে ৭-১২ ডিসেম্বর ২০১৪ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সপ্তাহটির উদ্বোধন করেন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ-এ রূপকল্পকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অতীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে কাজের মান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী। জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত ৯টি ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে চিহ্নিত করা হয়:

## পুরস্কারের ক্ষেত্র

- (ক) সেরা বিদ্যুৎ কর্মী পুরস্কার;
- (খ) সেরা প্রকল্প পরিচালক পুরস্কার;
- (গ) সেরা বিদ্যুৎ ইউনিট পুরস্কার;
- (ঘ) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা পত্রিকা রিপোর্টিং পুরস্কার;
- (ঙ) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা ইলেকট্রনিক রিপোর্টিং পুরস্কার;
- (চ) সেরা বিদ্যুৎ গ্রাহক (আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহক) পুরস্কার;
- (ছ) স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য সেরা রচনা প্রতিযোগিতা পুরস্কার;
- (জ) সেরা গবেষণা কার্যক্রম পুরস্কার;
- (ঝ) সেরা বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান;

আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকগণকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেরা বিদ্যুৎ সশ্রয়ী গ্রাহককে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সশ্রয় ও জ্বালানি নিরাপত্তায় গ্রাহকের ভূমিকা সম্পর্কে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন সময় দৃষ্টি আকর্ষণমূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জনগণ ও বিদ্যুৎ বিভাগকে সচেতন ও সহায়তা করে থাকে। তাই বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ১২.৩ ফিল্ড ভিজিট

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর কার্যক্রম তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং এর আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন ইউনিটসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকে। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প-গ্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা, মালামাল ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সিস্টেম লস হ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দক্ষ ব্যবহারে সংস্থাসমূহে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়। পরিদর্শন ব্যতিরেকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়, যা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মাঠ পরিদর্শনে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর কাজের তৎপরতা, দক্ষতা এবং মানোন্নয়নে, উৎকর্ষ সাধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ/সময়োচিত পদক্ষেপ/উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং অফিসের কার্যক্রম গুণগত মানোন্নয়নে মাঠ পরিদর্শন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ।

## ১২.৪ সাজেশন

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সুস্থভাবে এবং সুচারুপে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে সাজেশন প্রদান চালু রয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিশেষ করে ভবিষ্যত নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিভাগের সকল কর্মকর্তা Power Sector Development এর ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং সুপারিশমালা সচিব মহোদয়ের নিকট প্রদান করে থাকে। এছাড়া মাসিক, অভ্যন্তরীণ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীদের সাথে অনুষ্ঠিতব্য সভায় সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করে থাকে। কর্মকর্তাদের পরামর্শের আলোকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পরামর্শ গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। ১৫ দিনের, ১৫ দিনের বেশী এবং ১ মাসের উর্ধ্ব পেন্ডিং চিঠির তালিকা সংক্রান্ড তথ্য সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা থাকার ফলে প্রতি শাখার কর্মকর্তাই এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ রয়েছেন এবং পেন্ডিং পত্র দ্রুত নিষ্পত্তি করে থাকেন। এতে প্রকৃতপক্ষে শাখার কাজের গতি এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

## ১২.৫ গণশুনানী (Public hearing)

গণশুনানী একটি চলমান প্রক্রিয়া। গণশুনানীর মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকের কাছে কাজিত মানের সেবা পৌঁছে দেয়া। গ্রাহকদের অভিযোগ শ্রবণ করে তা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং গ্রাহকদের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের ফলে মানসম্মত এবং কাজিত মানের সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর বিতরণ ইউনিটসমূহে গ্রাহকদের অভিযোগ এবং সমস্যা সমাধানে প্রতিমাসে সুবিধাজনক সময়ে Public hearing অনুষ্ঠিত হয়। এতে গ্রাহকদের সাথে সংস্থা কর্মকর্তাদের আল্ঙ্কযোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রাহকদের সমস্যাসমূহ সমাধানে দ্রুত সিদ্ধান্ড গ্রহণ করা সহজ হয়। Public hearing একটি Innovative পদক্ষেপ যা গ্রাহকদের মানসম্মত উন্নত ধরণের সেবা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক সময় entity প্রধান এবং যে সকল কর্মকর্তা মাঠ পরিদর্শনে যান তারাও এই গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গণশুনানীর মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্ডে বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে এবং গ্রাহকদের অভিযোগ সম্পর্কে বাস্তব চিত্র জানা সম্ভব হয়। বিগত অর্ধবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ৯৮১ টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## ১২.৬ মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যত নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর করতে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর অধীনস্থ সংস্থা/কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং গৃহীত পরিকল্পনা/সিদ্ধান্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন/পরিকল্পনাধীন বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা/সিদ্ধান্ড গ্রহণ করা হয়।

## ১২.৭ শাখাভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

দাণ্ডরিক কার্যক্রমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক শাখাভিত্তিক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে জুলাই-জুন মেয়াদে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা মাসিক সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা ও তদারকি করা হয়। এতে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, দাণ্ডরিক কাজে শৃঙ্খলা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগের পেডিং কাজের তালিকা শূন্যের কোঠায় আনা সম্ভব হয়েছে।





# ভাবিষ্য চ্যালেঞ্জ



## ১৩.০ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

- ❑ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা যথাসময়ে যোগান দেয়া সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ;
- ❑ জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং এগুলোর প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সমন্বয়যোগী সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- ❑ বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় কয়লাভিত্তিক ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক কয়লার উৎস সন্ধান করা এবং স্বল্প ব্যয়ে তা পরিবহনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- ❑ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়েও বিপুল সংখ্যক কর্মচারী রয়েছে। এখানে ব্যাপক সংখ্যক কারিগরি কর্মকর্তার নিয়োগ, এর পাশাপাশি এ সকল কর্মকর্তাকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নয়ন করতে হলে, একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে প্রশিক্ষণ বিষয়ক একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা আবশ্যিক।



সব-স্টেশন



# পারিশিষ্ট-ক

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৫  
পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

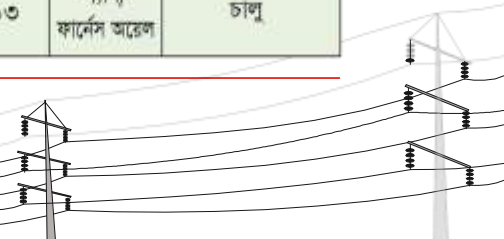


# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

পরিশিষ্ট-ক: জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	চালুর তারিখ	জ্বালানির ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
<b>সরকারি খাত</b>						
০১	আলগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (টিএসকে ইলেকট্রনিক্স ওয়াই)	৫৩	২৯-০৭-১০	৩০-০৪-২০১১	গ্যাস	চালু
০২	বাঘাবাড়ী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফুজিয়ান সিসিসি এন্ড ইলেক)	৫২	১৩-০৫-১০	২৯-০৮-২০১১	ফার্নেস অয়েল	চালু
০৩	বেড়া, পাবনা পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (হুন্দাই)	৭১	২৬-০৪-১০	২৮-১০-২০১১	ফার্নেস অয়েল	চালু
০৪	তিতাস, দাউদকান্দি পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফুজিয়ান সিসিসি এন্ড ইলেক)	৫২	১৩-০৫-১০	১৫-০৯-২০১১	গ্যাস/ ফার্নেস অয়েল	চালু
০৫	ফরিদপুর পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জি প্যাক)	৫৪	২৬-০৪-১০	১৭-০৮-২০১১	ফার্নেস অয়েল	চালু
০৬	গোপালগঞ্জ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জি প্যাক)	১০৯	২৬-০৪-১০	২৯-০৮-২০১১	ফার্নেস অয়েল	চালু
০৭	সাংগু, দোহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিঃ কোঃ)	১০২	২৬.০৪.২০১০	৩১-১২-২০১১	গ্যাস/ ফার্নেস অয়েল	চালু
০৮	হাটহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিঃ কোঃ)	৯৮	২৬.০৪.২০১০	২৩-১২-২০১১	গ্যাস/ ফার্নেস অয়েল	চালু
০৯	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ (সাংহাই ইলেকট্রিক গ্রুপ অব কোম্পানী)	১৪২	০৮.০২.২০১০	২৫-১০-২০১১	গ্যাস	চালু
১০	গাজীপুর (আরপিসিএল)	৫২	২৪.০৮.২০১০	০৭-০৭-২০১২	গ্যাস/ ফার্নেস অয়েল	চালু
১১	চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ কচ্ছইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (জেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ, চায়না)	১৬৩	০৮.০২.২০১০	জুলাই, ২০১২	গ্যাস	চালু
১২	সান্তাহার, নওগাঁ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডংফেং, চায়না)	৫০	১৮.১০.২০১০	ডিসেম্বর, ২০১২	ফার্নেস অয়েল	চালু
১৩	কাটাখালী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডংফেং, চায়না)	৫০	১৮.১০.২০১০	ডিসেম্বর, ২০১২	ফার্নেস অয়েল	চালু
১৪	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ জিটি (চায়না মেশিনারিজ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট করপোরেশন)	১৫০	১২.১০.২০১০	ডিসেম্বর, ২০১২	গ্যাস/ ডিজেল	চালু
১৫	রাউজান, চট্টগ্রাম (কনকর্ড ও প্রগতি কনসোর্টিয়াম লিমিটেড)	২৫	২৩.০৩.২০১১	৩-০৫-২০১৩	গ্যাস/ ফার্নেস অয়েল	চালু



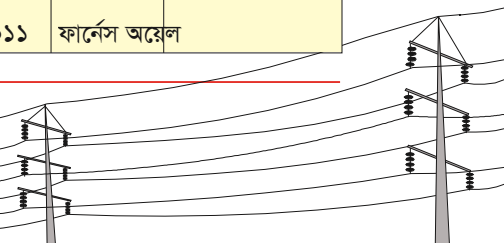
ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	চালুর তারিখ	জ্বালানির ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬	খুলনা ১৫০ মেঃওঃ জিটি (আইসোল্যান্ড, স্পেন)	১৫০	১২.০৫.২০১১	২৩-০৯-২০১৩	গ্যাস/ ডিজেল	চালু
১৭	হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ সিসি (মারবিনি করপোরেশন, জাপান)	৪১২	০৯.০২.২০১১	ডিসেম্বর, ২০১৩	গ্যাস	চালু
১৮	আওগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (হুন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড দেউও ইন্টারন্যাশনাল)	২২৫	০৫.১০.২০১১	জিটিঃ এপ্রিল/১৫ এসটিঃ অক্টোবর/১৫	গ্যাস	জিটি চালু হয়েছে।
১৯	আওগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (কনসোর্টিয়াম অফ ইলেকট্রা ইন্টারন্যাশনাল, সুইডেন এন্ড টিএসকে)	৩৭৩	১৭.০৫.২০১২	জিটিঃ জুন/১৬ এসটিঃ জানু/১৭	গ্যাস	নির্মাণকাজ ৩৫% সম্পন্ন হয়েছে
২০	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কন্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	৩৩৫	২৮.০৫.২০১২	জিটিঃ নভেম্বর/১৫ এসটিঃ আগষ্ট/১৬	গ্যাস	নির্মাণকাজ ৮৯% সম্পন্ন হয়েছে
২১	কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট (বিপিডিবি -আরপিসিএল পাওয়ার জেনারেশন)	১৫০	০৩.০১.২০১৩	আগষ্ট, ২০১৫	গ্যাস/ ফার্মেস অয়েল	■ টেস্ট রানে চলছে
২২	বিবিয়ানা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (মারবিনি কর্পোরেশন এবং হুন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন)	৪০০	২৬.১২.২০১২	জিটিঃ জুন/১৭ এসটিঃ মার্চ/১৮	গ্যাস	■ অগ্রগতিঃ ২%। ■ ECA financing ■ Financial closure প্রক্রিয়াধীন।
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	১০৪	৩১.০৩.২০১৩	মার্চ, ২০১৭	ফার্মেস অয়েল	■ ECA financing ■ Financial closure প্রক্রিয়াধীন।
২৪	ভোলা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	১৯৫	০৯-০৪-২০১৩	জিটিঃ আগষ্ট/১৫ এসটিঃ ডিসেম্বর/১৫	গ্যাস	■ টেস্ট রানে চলছে
২৫	আপম্রোডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	৭৫	০৮-০৮-২০১২	১৪-০৭-২০১৪	গ্যাস/ ডিজেল	চালু
২৬	আপম্রোডেশন অব খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	৭৫	১৭-১২-২০১৩	ডিসেম্বর, ২০১৫	গ্যাস/ ডিজেল	অগ্রগতিঃ ৬৬%
২৭	শাহজিবাজার ৩৩০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৩৩২	২০-০৫-২০১৩	জিটিঃ এপ্রিল/১৬ এসটিঃ মার্চ/১৭	গ্যাস	■ অগ্রগতিঃ ২৭%
২৮	ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	৩৬৩	২৯-০৫-২০১৩	জিটিঃ জুন/১৭ এসটিঃ মার্চ/১৮	গ্যাস	■ Financial closure সম্পন্ন হয়েছে।
২৯	আওগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (নর্থ) (এপিএসসিএল)	৩৮১	০১-১২-২০১৩	জিটিঃ জুন/১৬ এসটিঃ/জানু ১৭	গ্যাস	■ অগ্রগতিঃ ৩৪%
৩০	বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	২৭৪	০৪-০৭-২০১৩	জুন, ২০১৮	অভ্যন্তরীণ কয়লা	■ অগ্রগতিঃ ২% ■ পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
৩১	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি)	২০৬	১২-০১-২০১৪	জুন, ২০১৮	গ্যাস	ডিপিপি অনুমোদিত শীঘ্রই ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	চালুর তারিখ	জ্বালানির ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩২	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৪১৪	১৬ মার্চ ২০১৪	মার্চ, ২০১৭	গ্যাস	অগ্রগতি: ৪২%
৩৩	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট) (এনডিবি-উপিজিসিএল)	২২০	২০ মার্চ, ২০১৪	জিটিঃ মার্চ/১৭ এসটিঃ জানু/১৮	গ্যাস/ ডিজেল	শীঘ্রই ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।
৩৪	শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডুয়েল ফুয়েল) (বিপিডিবি)	২২৫	২৪ আগস্ট, ২০১৪	জিটিঃ ডিসেঃ/১৬ এসটিঃ অক্টোঃ/১৭	গ্যাস/ ডিজেল	■ অগ্রগতি: ১৫%
৩৫	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি	৩৮৩	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪	জিটিঃ ফেব্রুঃ/১৭ এসটিঃ জানু/১৮	গ্যাস	■ ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে ও L/C খোলা হয়েছে
মোট (সরকারি)		৬,৫১৫				
<b>বেসরকারি খাত</b>						
৩৬	ঠাকুরগাঁও রেন্টাল আরজেড পাওয়ার লিঃ	৫০	০৪-০২-১০	০২-০৮-২০১০	ডিজেল	চালু আছে
৩৭	খুলনা কুইক রেন্টাল এগ্রিকো	৫৫	২০-০৫-২০১০	১০-০৮-২০১০	ডিজেল	চালু আছে
৩৮	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল এগ্রিকো	১৪৫	২০-০৫-২০১০	১০-০৮-২০১০ ২৮-০৮-২০১০	ডিজেল গ্যাস	চালু আছে
৩৯	পাগলা কুইক রেন্টাল (ডিজেল পাওয়ার প-প্লান্ট লিমিটেড)	৫০	১৫-০৭-২০১০	২৪-১১-২০১০	ডিজেল	চালু আছে
৪০	ভেড়ামারা রেন্টাল (৩ বছর মেয়াদী) (কোয়ান্টাম পাওয়ার)	১১০	০৪-০২-১০	৩১-১২-২০১০	ডিজেল	চালু আছে
৪১	সিদ্ধিরগঞ্জ (দেশ এনার্জি)	১০০	০৪-০৭-২০১০	১৭-০২-২০১১	ডিজেল	চালু আছে
৪২	বি-বাড়ীয়া ৭০ মেঃওঃ (এগ্রিকো)	৭০	২৩-১১-২০১০	০৬-০৩-২০১১	গ্যাস	চালু আছে
৪৩	মদনগঞ্জ (সামিট পাওয়ার)	১০২	২৩-০৬-২০১০	১০-০৪-২০১১	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৪৪	মেঘনাঘাট (আইইএল)	১০০	৩০-০৬-২০১০	০৮-০৫-২০১১	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৪৫	ঘোড়াশাল (ম্যাক্স পাওয়ার)	৭৮	২৭-১০-২০১০	২৭-০৫-২০১১	গ্যাস	চালু আছে
৪৬	নোয়াপাড়া (খানজাহান আলী)	৪০	২৫-০৭-২০১০	২৯-০৫-২০১১	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৪৭	আশুগঞ্জ ৮০ মেঃওঃ (এগ্রিকো)	৮০	২৩-১১-২০১০	৩১-০৫-২০১১	গ্যাস	চালু আছে
৪৮	খুলনা (কেপিসিএল)	১১৫	২৩-০৬-২০১০	০১-০৬-২০১১	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৪৯	আশুগঞ্জ (ইউনাইটেড আশুগঞ্জ পাওয়ার)	৫৩	২৩-১২-২০১০	২২-০৬-২০১১	গ্যাস	চালু আছে
৫০	সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ (ডাচ বাংলা পাওয়ার)	১০০	০১-০৭-২০১০	২১-০৭-২০১১	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৫১	নোয়াপাড়া, যশোর রেন্টাল (কোয়ান্টাম পাওয়ার)	১০৫	০৪-০২-১০	২৬-০৮-২০১১	ফার্নেস অয়েল	



ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	চালুর তারিখ	জ্বালানির ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫২	আমনুরা (সিনহা পাওয়ার)	৫০	১৫-০৭-২০১০	২৩-০১-২০১২	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৫৩	জুলডা, চট্টগ্রাম (অ্যাকর্ন ইনফ্রা সার্ভিস লিমিটেড)	১০০	০৬-০৭-২০১০	২৬-০৩-২০১২	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৫৪	কেরানীগঞ্জ (পাওয়ার প্যাক)	১০০	০৮-০৭-২০১০	২৭-০৩-২০১২	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৫৫	কাটাখালী, রাজশাহী (নর্দান পাওয়ার সলিউশন)	৫০	২৭-০৭-২০১০	২২-০৫-২০১২	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৫৬	আন্তগঞ্জ ৫১ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫১	০৬-১১-২০১২	০৩.১২.২০১৩	গ্যাস	চালু আছে
৫৭	বারাকা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট (বরকতউল্লাহ ডায়নামিক)	৫০	৩১.০৭.২০১১	০৩.০৫.২০১৪	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৫৮	রাজশাহী (নাটোর) ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট	৫২	১৬-০১-২০১৩	২৪.০১.২০১৪	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৫৯	কেরানীগঞ্জ পিকিং ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট (কনসোর্টিয়াম অফ মুতিয়ারা, কনসলিডেটেড, মালয়েশিয়া ও পাওয়ার প্যাক, বাংলাদেশ)	১০০	২৫.০৮.২০১১	ডিসেম্বর, ২০১৬	ফার্নেস অয়েল	■ অগ্রগতিঃ ২% ■ Financial closure হয় নি
৬০	কেরানীগঞ্জ (বসিলা) ১০৮ মেঃওঃ (সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েটেড লিঃ)	১০৮	০৫.১২.২০১১ (PPA) ১১.১২.২০১১ (IA)	আগষ্ট, ২০১৫	ফার্নেস অয়েল	■ অগ্রগতিঃ ৯২%
৬১	পটিয়া-চট্টগ্রাম ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট (কনসোর্টিয়াম অফ কনফিডেল সিমেন্ট Rurelec PLC ও এনার্জি প্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিঃ)	১০৮	২৫.০৮.২০১১	১৪.০১.২০১৫	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৬২	জামালপুর পিকিং পাওয়ার প্লান্ট (কনসোর্টিয়াম অফ মুতিয়ারা কনসলিডেটেড, মালয়েশিয়া ও পাওয়ার প্যাক, বাংলাদেশ)	৯৫	২৫.০৮.২০১১	ডিসেম্বর, ২০১৫	ফার্নেস অয়েল / গ্যাস	■ অগ্রগতিঃ ৭৫%
৬৩	কাঠপাট্রি, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট (পিপলস এনার্জি ও শেফার এনার্জি)	৫৩	০৯.০১.২০১২	২০.০২.২০১৫	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৬৪	বিবিয়ানা ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (২য় ইউনিট) (সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম)	৩৪১	১২.০৫.২০১১	জিটিঃ ০৬.০৬.২০১৫ এসটিঃ ডিসেঃ/১৫	গ্যাস	জিটি চালু আছে
৬৫	মেঘনাঘাট ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (২য় ইউনিট) (সামিট পাওয়ার)	৩৩৫	১২.০৫.২০১১	জিটিঃ ২৯.০৫.২০১৪ এসটিঃ ০১.০৬.২০১৫	গ্যাস/ ডিজেল	চালু আছে
৬৬	খুলনা ৬৩০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প	৬৩০	২৭-০৬-২০১২	জুন/১৯	আমদানিকৃত কয়লা	■ অগ্রগতিঃ ৩% ■ জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
৬৭	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প	৫২২	২৭-০৬-২০১২	জুন/১৯	আমদানিকৃত কয়লা	■ অগ্রগতিঃ ৩% ■ Financial Closing হয় নাই। ■ EIA অনুমোদিত হয়েছে।
৬৮	নারায়ণগঞ্জ (গগন নগর) ১০০ মেঃওঃ পিপি	১০২	০১-০৮-২০১২	০৩.০৬.২০১৪	ফার্নেস অয়েল	চালু আছে
৬৯	ঘোড়াশাল ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৮	২৪-০৯-২০১২	১৫.০৭.২০১৪	গ্যাস	চালু আছে
৭০	নবাবগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট	৫৫	০৭-০১-২০১৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৫	ফার্নেস অয়েল	■ নির্মাণকাজ ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে।



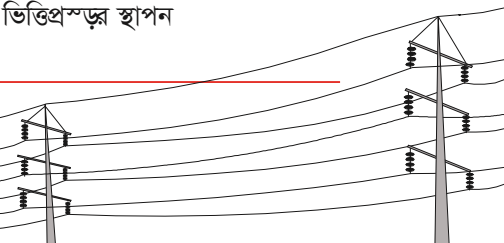
# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	চালুর তারিখ	জ্বালানির ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্তমান অবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭১	মানিকগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প-প্লান্ট	৫৫	০৭-০১-২০১৩	ডিসেম্বর, ২০১৫	ফার্নেস অয়েল	অগ্রগতিঃ ৫৩%।
৭২	জাঙ্গালিয়া-কুমিল-১ ৫২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	৩০-১০-২০১৩	২৮.১২.২০১৪	গ্যাস/ এইচএফও	চালু আছে
৭৩	আশুগঞ্জ ২০০ মেঃওঃ মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৯৫	২৭-১০-২০১৩	০৮.০৫.২০১৫	গ্যাস	চালু আছে
৭৪	কক্সবাজার (ইউএস-ডিকে গ্রীন এনার্জি (বিডি) লিঃ)	৬০	১৫ মে ২০১৪	ডিসেম্বর, ২০১৮	বায়ু	অগ্রগতিঃ ২১%।
৭৫	নামঃ সরিষাবাড়ি ৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: IFE-CPC-JEL	৩	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	জুন, ২০১৬	সৌর	■ অগ্রগতিঃ ১০%
৭৬	নামঃ বরিশাল ১১০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: সামিট পাওয়ার	১১০	০২ মার্চ, ২০১৫	আগস্ট, ২০১৬	এইচএফও	■ অগ্রগতিঃ ৩৫%
৭৭	নামঃ মদনগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: সামিট পাওয়ার	৫৫	০২ মার্চ, ২০১৫	আগস্ট, ২০১৬	এইচএফও	■ অগ্রগতিঃ ৩৫%
	মোট (বেসরকারি)	৪,৮৯৩				
	সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি)	১১,৪০৮				



মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন





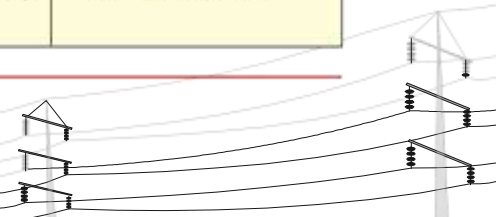
# পারিশিষ্ট-খ

জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৫  
পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ



## পরিশিষ্ট-খ: জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র.নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
০১	হবিগঞ্জ এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১০ জানুয়ারি ২০০৯
০২	শাহজিবাজার রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদী)	৮৬	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৩	ফেনী এসআইপিপি	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৪	উলুপাড়া এসআইপিপি (সামিট)	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	০২ মার্চ ২০০৯
০৫	কুমারগাঁও রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদী) স্পঙ্গর: দেশ এনার্জি	১০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ মার্চ ২০০৯
০৬	মহিপাল, ফেনী এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	২২ এপ্রিল ২০০৯
০৭	মাওনা, গাজীপুর এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১২ মে ২০০৯
০৮	বাড়বকুন্ড এসআইপিপি স্পঙ্গর: রিজেন্ট	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ মে ২০০৯
০৯	রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	৯ জুন ২০০৯
১০	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা এসআইপিপি স্পঙ্গর: সামিট	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুন ২০০৯
১১	ভোলা রেন্টাল স্পঙ্গর: ভেনচার	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই ২০০৯
১২	ফেঞ্চুগঞ্জ রেন্টাল (১৫ বৎসর মেয়াদী) স্পঙ্গর: বরকতুল্য	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ অক্টোবর ২০০৯
১৩	আশুগঞ্জ রেন্টাল স্পঙ্গর: প্রিশিসান	৫৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৭ এপ্রিল ২০১০
১৪	শিকলবাহা রেন্টাল স্পঙ্গর: এনার্জিস	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ মে ২০১০
১৫	ঠাকুরগাঁও রেন্টাল স্পঙ্গর: আরজেড পাওয়ার	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	০২ আগস্ট ২০১০
১৬	খুলনা কুইক রেন্টাল স্পঙ্গর: এগ্রিকো	৫৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০
১৭	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল স্পঙ্গর: এগ্রিকো	১৪৫	ডিজেল গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো) বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০ ২৮ আগস্ট ২০১০ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২
১৮	শিকলবাহা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস	বিউবো	১৮ আগস্ট ২০১০
১৯	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০মেঃওঃ (২য় ইউঃ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	১৪ অক্টোবর ২০১০
২০	পাগলা কুইক রেন্টাল স্পঙ্গর: ডিপিএ	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১০
২১	ভেড়ামারা রেন্টাল স্পঙ্গর: কোয়ান্টাম পাওয়ার	১১০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১০



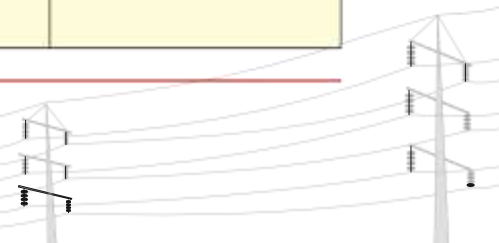
ক্র.নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
২২	সিদ্ধিরগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পলর: দেশ এনার্জি	১০০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১
২৩	বি-বাড়ীয়া কুইক রেন্টাল স্পলর: এগ্রিকো	৭০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মার্চ ২০১১
২৪	মদনগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পলর: সামিট	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১০ এপ্রিল ২০১১
২৫	আশুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পিপি	৫৩	গ্যাস	এপিএসসিএল	৩০ এপ্রিল ২০১১
২৬	মেঘনাঘাট কুইক রেন্টাল স্পলর: আইইএল	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৮ মে ২০১১
২৭	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল স্পলর: ম্যান্স পাওয়ার	৭৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মে ২০১১
২৮	নোয়াপাড়া কুইক রেন্টাল স্পলর: খানজাহান আলী	৪০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১১
২৯	আশুগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পলর: এগ্রিকো	৮০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ মে ২০১১
৩০	খুলনা কুইক রেন্টাল স্পলর: কেপিসিএল-২	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন ২০১১
৩১	আশুগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পলর: ইউনাইটেড পাওয়ার	৫৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন ২০১১
৩২	সিদ্ধিরগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পলর: ডাচ বাংলা	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২১ জুলাই ২০১১
৩৩	নোয়াপাড়া, যশোর রেন্টাল স্পলর: কোয়ান্টাম পাওয়ার	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ আগস্ট ২০১১
৩৪	বাঘাবাড়ী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ আগস্ট ২০১১
৩৫	ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ মেঃওঃ সিসিপিপি	১০৪	গ্যাস	বিউবো	২৬ অক্টোবর ২০১১
৩৬	বেড়া ৭০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট	৭১	এইচএফও	বিউবো	২৮ অক্টোবর ২০১১
৩৭	দাউদকান্দি ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ অক্টোবর ২০১১
৩৮	ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৪	এইচএফও	বিউবো	নভেম্বর ২০১১
৩৯	গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেঃ	১০৯	এইচএফও	বিউবো	১৬ নভেম্বর ২০১১
৪০	বগুড়া রেন্টাল স্পলর : এনার্জি প্রীমা	২০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ নভেম্বর ২০১১
৪১	সিদ্ধিরগঞ্জ ২X১২০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইফনিট)	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	ডিসেম্বর ২০১১
৪২	হাটহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৯৮	এইচএফও	বিউবো	২৩ ডিসেম্বর ২০১১



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

ক্র.নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
৪৩	সাংগু, দোহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিঃ কোঃ)	১০২	এইচএফও	বিউবো	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
৪৪	আমনুরা ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল স্পঙ্গর: সিনহা পাওয়ার	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ জানুয়ারি ২০১২
৪৫	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ রেন্টাল স্পঙ্গর : এনার্জি প্রীমা	৪৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৪৬	জুলাডা কুইক রেন্টাল স্পঙ্গর: আকর্ণ ইনফ্রা, সার্ভিস লিঃ	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ মার্চ ২০১২
৪৭	কেরানীগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পঙ্গর : পাওয়ার প্যাক	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মার্চ ২০১২
৪৮	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪২	গ্যাস	বিপিডিবি	২৮ মার্চ ২০১২
৪৯	কাটাখালী কুইক রেন্টাল স্পঙ্গর: নর্দান পাওয়ার	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ মে ২০১২
৫০	গাজীপুর (আরপিসিএল)	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৭ জুলাই ২০১২
৫১	চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (চেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ, চায়না)	১৬৩	গ্যাস	বিউবো	জুলাই, ২০১২
৫২	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ জিটি (চায়না মেশিনারিজ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট করপোরেশন)	১৫০	গ্যাস/ ডিজেস	এনডিবিইপিজিসিএল	ডিসেম্বর ২০১২
৫৩	সান্তাহার, নওগাঁ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর ২০১২
৫৪	কাটাখালী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডংফেং, চায়না)	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর ২০১২
৫৫	রাউজান, চট্টগ্রাম (কনকর্ড ও প্রগতি কনসোর্টিয়াম লিমিটেড)	২৫	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	০৩ মে ২০১৩
৫৬	হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ কনসাইন্ড সাইকেল	৪১২	গ্যাস	ইজিসিবি	ডিসেম্বর ২০১৩
৫৭	খুলনা ১৫০ মেঃওঃ জিটি	১৫০	গ্যাস/ডিজেস	এনডিবিইপিজিসিএল	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৫৮	আশুগঞ্জ ৫১ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পঙ্গর : মিডল্যান্ড পাওয়ার কোম্পানী লিঃ	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ ডিসেম্বর ২০১৩
৫৯	শাজাহানউল্ল্য পাওয়ার কোম্পানী লিঃ	২৫	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	ডিসেম্বর ২০১৩
৬০	নাটোর, রাজশাহী ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পঙ্গর : রাজ-লন্কা পাওয়ার লিঃ	৫২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ জানুয়ারি ২০১৪
৬১	বারাকা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট স্পঙ্গর: বরকতউল্লাহ ডায়নামিক	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৩ মে ২০১৪
৬২	মেঘনাঘাট-২ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) স্পঙ্গর: সামিট পাওয়ার	২০৩	গ্যাস/ ডিজেস	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১৪



ক্র.নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
৬৩	গগন নগর ১০২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পলর: ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েটস	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৩ জুন ২০১৪
৬৪	আপগ্রেডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট	৬৮	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ জুলাই ২০১৪
৬৫	ঘোড়াশাল ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পলর: রিজেন্ট এনার্জি এন্ড পাওয়ার লিঃ	১০৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ জুলাই ২০১৪
৬৬	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা-৫২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পলর: লাকধানবি বাংলা পাওয়ার লিঃ	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪
৬৭	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পলর: ECPV Chittagong Ltd.	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ জানুয়ারী, ২০১৫
৬৮	কাঠপত্রি, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পলর: সিনহা পিপলস এনার্জি লিঃ	৫১	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
৬৯	আগুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	১৪২	গ্যাস	এপিএসসিএল	২৭ এপ্রিল, ২০১৫
৭০	আগুগঞ্জ ১৯৫ মেঃওঃ মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পলর: ইউনাইটেড পাওয়ার	১৯৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৮ মে, ২০১৫
*	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) স্পলর: সামিট পাওয়ার	১০২	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	০১ জুন, ২০১৫
৭১	বিবিয়ানা-২ ৩৪১ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) স্পলর: সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম	২২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ জুন, ২০১৫
<b>মোট</b>		<b>৫,৯৬৩</b>			

\* ইতোমধ্যে চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।



ফেঞ্চুগঞ্জ ৫১ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন





হাটখাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র



গোড়াশাল ১৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



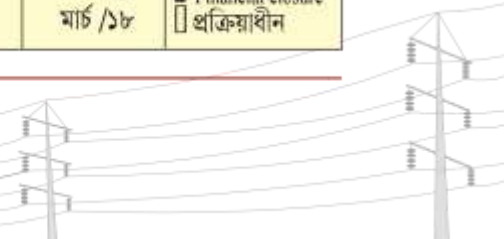
# পারিশিষ্ট-গ

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ



## পরিশিষ্ট-গ: নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
<b>সরকারি খাত</b>							
০১	নামঃ ভোলা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিভিবি ইপিসিঃ চায়না চেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং	০৯ এপ্রিল ২০১৩	১৯৫	গ্যাস	জিটিঃ ডিসেম্বর/১৪ এসটিঃ আগস্ট/ ১৫	জিটিঃ আগস্ট/১৫ এসটিঃ আগস্ট/১৫	■ অগ্রগতিঃ ৯০% ■ জিটি টেস্ট □ রানে চলছে
০২	নামঃ কতড়া, গাজীপুর ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট সংস্থাঃ BPDB-RPCL JV ইপিসিঃ JV with CES, China	০৩ জানুয়ারী ২০১৩	১৫০	গ্যাস / এইচএফও		আগস্ট, ২০১৫	■ টেস্ট রানে □ চলছে
০৩	নামঃ আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ (দক্ষিণ) সিসিপিপি সংস্থাঃ এপিএসসিএল ইপিসিঃ ইনইসেক্স ইন্টাঃ, সুইডেন এক্ টিএসকে, স্পেন	১৭ মে ২০১২	৩৭৩	গ্যাস	জুন/ ১৫	জানু/ ১৬	■ অগ্রগতিঃ ৯২%
০৪	নামঃ সিক্রিগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কন্ডাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট সংস্থাঃ ইজিসিবি ইপিসিঃ স্যামসাং সি এন্ড টি এবং আইসোলান্স	২৮ মে ২০১২	৩৩৫	গ্যাস	জিটিঃ মে/১৪ এসটিঃ মার্চ/১৫	জিটিঃ নভেম্বর /১৫ এসটিঃ আগস্ট/১৬	■ অগ্রগতিঃ ৮৯%
০৫	আপগ্রুডেশন অব খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ কন্ডাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ সাংহাই ইলেকট্রিক গ্রুপ কোম্পানী লিঃ	১৭ ডিসেম্বর ২০১৩	৭৫	গ্যাস/ ডিজেল		ডিসেম্বর/১৫	■ অগ্রগতিঃ ৬৬%
০৬	নামঃ শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিভিবি ইপিসিঃ ওয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন	২০ মে ২০১৩	৩৩২	গ্যাস		জিটিঃ এপ্রিল/১৬ এসটিঃ মার্চ/১৭	■ অগ্রগতিঃ ২৭%
০৭	নামঃ আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (উত্তর) সংস্থাঃ এপিএসসিএল ইপিসিঃ The Consortium of Tecnicas Reunidas S. A. & TSK Electronica Y Electricidad S. A.	১ ডিসেম্বর ২০১৩	৩৮১	গ্যাস	জিটিঃ ডিসে /১৫ এসটিঃ অক্টো/১৬	জিটিঃ জুন /১৬ এসটিঃ জানু/১৭	■ অগ্রগতিঃ ৩৫%
০৮	নামঃ শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল) সংস্থাঃ বিপিভিবি ইপিসিঃ Larson & Tubro (L & T)	২৪ আগস্ট ২০১৪	২২৫	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ ডিসেঃ /১৬ এসটিঃ অক্টোঃ /১৭	■ অগ্রগতিঃ ১৫% ■ L/C খোলা □ হয়েছে
০৯	নামঃ ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ মার্কবিনি কর্পোরেশন	১৬ মার্চ ২০১৪	৪১৪	গ্যাস		মার্চ, ২০১৭	■ অগ্রগতিঃ ৪০%
১০	নামঃ বিবিরালা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ বিপিভিবি ইপিসিঃ মার্কবিনি কর্পোরেশন এবং হুন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্সট্রাকশন	২৬ ডিসেম্বর ২০১২	৪০০	গ্যাস		জিটিঃ জুন/১৭ এসটিঃ মার্চ /১৮	■ অগ্রগতিঃ ২% ■ ECA Financing ■ Financial closure □ প্রক্রিয়াধীন





ক্র.নং	কোম্পানের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চাপুর তারিখ	মন্তব্য
১১	নামঃ চাপাই নবাবগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ M/s Hubei Elec. Power Survey, China	৩১ মার্চ ২০১৩	১০৪	এইচএফও		মার্চ, ২০১৭	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ECA Financing</li> <li>■ Financial closure প্রক্রিয়াধীন</li> </ul>
১২	নামঃ বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ ISOLUX, Spain & SAMSUNG C & T Cor.	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪	৩৮৩	গ্যাস		জিটিঃ ফেব্রু/১৭ এসটিঃ জানু/১৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।</li> <li>■ L/C খোলা হয়েছে।</li> </ul>
১৩	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট কনক্রিট সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (২য় ইউনিট) সংস্থাঃ NWPGCL ইপিসিঃ CMC, China	২০ মার্চ ২০১৪	২২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ মার্চ/১৭ এসটিঃ জানু/১৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ অগ্রগতিঃ ১৫%</li> <li>■ শীঘ্রই ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।</li> </ul>
১৪	নামঃ ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Alstom Switzerland) Ltd & CMC, China	১২ জানুয়ারী ২০১৪	২০৬	গ্যাস		জুন, ২০১৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ডিপিপি অনুমোদিত।</li> <li>■ শীঘ্রই ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।</li> </ul>
১৫	নামঃ ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ CNTIC & CMC China	২৯ মে ২০১৩	৩৬৩	গ্যাস		জিটিঃ জুন/১৭ এসটিঃ মার্চ/১৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ অগ্রগতিঃ ৪%</li> <li>■ Financial closure সম্পন্ন হয়েছে।</li> </ul>
১৬	নামঃ বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ HEL-CCCE JV, China	০৪ জুলাই ২০১৩	২৭৪	কয়লা		জুন, ২০১৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ অগ্রগতিঃ ২%</li> <li>■ Financial closure সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>■ পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।</li> </ul>
**	নামঃ আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) সংস্থাঃ এপিএসসিএল ইপিসিঃ হুন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড দেউও ইন্টারন্যাশনাল	০৫ অক্টোবর ২০১১	৮৫	গ্যাস	এসটিঃ মার্চ/ ১৫	এসটিঃ অক্টো/ ১৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ অগ্রগতিঃ ৯৮%</li> </ul>
সর্বমোট (সরকারি খাত)			৪,৫১৫				
<b>বেসরকারি খাত</b>							
১	নামঃ বসিলা, কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেগাওয়াট স্পলরঃ সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েট লিঃ	০৫ ডিসেম্বর ২০১১	১০৮	এইচএফও	০৯ ডিসেম্বর ২০১২	সেপ্টেম্বর ২০১৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ অগ্রগতিঃ ৯৪%</li> </ul>
২	নামঃ নবাবগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট স্পলরঃ ঢাকা সাউদার্ন পাওয়ার জেনারেশন লিঃ	০৭ জানুয়ারী ২০১৩	৫৫	এইচএফও	০৬ এপ্রিল ২০১৪	সেপ্টেম্বর ২০১৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ অগ্রগতিঃ ৮৫%</li> </ul>
৩	নামঃ জামালপুর ৯৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট স্পলরঃ পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগস্ট ২০১১	৯৫	গ্যাস/ এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর ২০১৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ অগ্রগতিঃ ৭৫%</li> </ul>
৪	নামঃ মানিকগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট স্পলরঃ ঢাকা নর্দার্ন পাওয়ার জেনারেশন লিঃ	০৭ জানুয়ারী ২০১৩	৫৫	এইচএফও	০৬ এপ্রিল ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ অগ্রগতিঃ ৫৩%</li> </ul>
৫	নামঃ সরিষাবাড়ি ৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পলরঃ IFE-CPC-JEL	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	৩	সৌর	১৭ ডিসেম্বর ২০১৫	জুন, ২০১৬	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ অগ্রগতিঃ ১০%</li> </ul>



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
৬	নামঃ বরিশাল ১১০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: সামিট পাওয়ার	০২ মার্চ ২০১৫	১১০	এইচএফও	মার্চ, ২০১৬	আগষ্ট, ২০১৬	■ অগ্রগতিঃ ৪০%
৭	নামঃ মদনগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: সামিট পাওয়ার	০২ মার্চ ২০১৫	৫৫	এইচএফও	মার্চ, ২০১৬	আগষ্ট, ২০১৬	■ অগ্রগতিঃ ৪০%
৮	নামঃ কক্সবাজার ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ইউএস-ডিকে গ্রীন এনার্জি (বিডি) লিঃ	১৫ মে ২০১৪	৬০	বায়ু		ডিসেম্বর ২০১৮	■ অগ্রগতিঃ ২১%
৯	নামঃ কেরানীগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প-প্লান্ট (খুলনা) স্পন্সর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগষ্ট ২০১১	১০০	এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর ২০১৬	■ অগ্রগতিঃ ২% ■ Financial closure হয় নি
১০	নামঃ মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন ঢাকা পাওয়ার লিঃ	২৭ জুন ২০১২	৫২২	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই ২০১৬	জুন/১৯	■ অগ্রগতিঃ ৩% ■ Financial Closing হয় নাই ■ EI অনুমোদিত
১১	নামঃ খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন খুলনা পাওয়ার লিঃ	২৭ জুন ২০১২	৬৩০	আমদানিকৃত কয়লা	মার্চ ২০১৬	জুন/১৯	■ অগ্রগতিঃ ৩% ■ জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
**	নামঃ বিবিয়ানা - ২ ৩৪১ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) স্পন্সর: সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম	১২ মে ২০১১	১১৯	গ্যাস	জিটিঃ মে/১৩ এসটিঃ মে/১৪	এসটিঃ ডিসেঃ/১৫	■ অগ্রগতিঃ ৯৪%
সর্বমোট (বেসরকারি খাত)			১,৯১২				
সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত)			৬,৪২৭				

\*\* ইতোমধ্যে জিটি ইউনিট চালু হয়েছে এবং চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।



দহাম-আংগোরপোতা ছিটমহল বিদ্যুতায়নের উদ্বোধন



# পারিশিষ্ট-ঘ

দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ



## পরিশিষ্ট-ঘ: দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র.নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি ধরণ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
<b>সরকারি খাত</b>						
০১	কাগুই ৮ মেঃ ওঃ সোলার পাওয়ার প-গ্যান্ট	৭	বিপিডিবি	সৌর	ডিসেম্বর, ২০১৬	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
০২	হাতিয়া ৭ মেঃ ওঃ সোলার পাওয়ার প-গ্যান্ট	৪	বিপিডিবি	সৌর/	ডিসেম্বর, ২০১৬	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
০৩	আপগ্রেডেশন অব সিলেট ১৫০ পাওয়ার প-গ্যান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প-গ্যান্ট	৭৫	বিপিডিবি	গ্যাস	মার্চ, ২০১৮	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
০৪	খুলনা ২০০-৩০০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২০০	বিপিডিবি (ইসিএ)	গ্যাস/ ডিসেল	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
০৫	ঘোড়াশাল ইউনিট-৬ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি)	২০৬	বিপিডিবি	গ্যাস	জানুয়ারি, ২০১৯	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
০৬	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিঃ ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ	কয়লা	ডিসেম্বর, ২০১৯	দরপত্র আহবানঃ ১২.০২.২০১৫ দরপত্র গ্রহণঃ ২১.০৯.২০১৫
০৭	মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২০০	সিপিজিসিএল	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২২	PQআহবানঃ ০৩.০৬. PQগ্রহণঃ ১০.০৮.২০১৫
০৮	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of NWPGL & CMC, China)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২২	ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভূমি উন্নয়নের কাজ চলছে।
<b>মোট (সরকারি খাত)</b>		<b>৪২১২</b>				
<b>বেসরকারি খাত</b>						
০১	ধরলা ৩০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০	আইপিপি	সৌর	মার্চ, ২০১৭	LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০২	কমলাঘাট ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	এইচএফও	মার্চ, ২০১৭	০৪-০৬-২০১২ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৩	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনআরবি)	৫০	আইপিপি	গ্যাস	জুন, ২০১৭	২০-০৩-২০১২ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৪	ভৈরব ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	এইচএফও	জানুয়ারি, ২০১৮	প্রকল্পটি বাতিল প্রক্রিয়াধীন
০৫	সাতক্ষীরা ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	এইচএফও	জানুয়ারি, ২০১৮	প্রকল্পটি স্থানান্তরের জন্য কমিটি কাজ করছে।
০৬	সিরাজগঞ্জ ৩৬৭ মেঃওঃ সিসিপিপি	৩৬৭	আইপিপি	গ্যাস/ ডিজেল	জিটিঃ জানু /১৮ এসটিঃ অক্টো /১৮	ক্রয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত



ক্র.নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি ধরণ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
<b>সরকারি খাত</b>						
০৭	কুশিয়ারা ১৬৩ মেঃওঃ সিসিপিপি	১৬৩	আইপিপি	গ্যাস	মার্চ, ২০১৮	২০-০৩-২০১৩ ইং তারিখে PPA স্বাক্ষর করা হয়েছে।
০৮	ঢাকা ২৮২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৯	চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১০	চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (এস আলম গ্রুপ)	৬১২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০২০	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১১	ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	৬৩৫	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০২০	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১২	চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (বরিশাল এর পরিবর্তে) (এস আলম গ্রুপ)	৬১২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২১	০৮/১২/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
	<b>মোট (বেসরকারি খাত)</b>	<b>৩,১৮৩</b>				
	<b>সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত)</b>	<b>৭,৩৯৫</b>				



আশুগঞ্জ ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র





চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



দাউদকান্দি ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



# সারিশিষ্ট-৩

পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ



## পরিশিষ্ট-৬: পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র.নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি ধরণ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
<b>সরকারি খাত</b>						
০১	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি)	২০৬	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন, ২০১৮	বিশ্বব্যাংক এর সাথে প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে আলোচনা চলছে।
০২	আপগ্রেডেশন অব বাঘাবাড়ি ১০০ পাওয়ার প-গ্যান্ট টু ১৫০ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প-গ্যান্ট	৫০	বিপিডিবি	গ্যাস	মার্চ, ২০১৯	EIB এর সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে
০৩	আপগ্রেডেশন অব শাহজিবাজার ৭০ পাওয়ার প-গ্যান্ট টু ১০৫ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প-গ্যান্ট	৩৫	বিপিডিবি	গ্যাস	মার্চ, ২০১৯	EIB এর সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে
	এলএনজি ১০০০ মেঃওঃ সিসিপিপি	১০০০	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন, ২০২০	
০৪	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & CHDHK, China)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২১	২৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে BPDBএবং CHDHK এর মধ্যে গড়ট স্বাক্ষর করা হয়েছে।
০৫	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & TNB-PTB, Malaysia)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (মালেশিয়া)	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২২	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে BPDBএবং TNB-PTB এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
০৬	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১২০০	বিপিডিবি	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২২	পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
	<b>মোট (সরকারি খাত)</b>	<b>৪,৮৯১</b>				





# সার্বশিষ্ট-৮

২০০৯ থেকে অদ্যবধি নিজস্ব অর্থায়নে  
এবং ECA অর্থায়নে প্রকল্প তালিকা



২০০৯ থেকে আদ্যাবধি নিজস্ব অর্থায়নে এবং ECA অর্থায়নে প্রকল্প তালিকা

সংস্থার নাম: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব অর্থায়ন	ECA অর্থায়ন	অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন (জিওবি)	
০১	Construction of Bibiyana South 400 ±10 MW Gas Based Combined Cycle Power Plant	জুলাই-১৪	-----	২৫০৮৪৫.৭৫৫	০.০০	০.০০	<ul style="list-style-type: none"> <li>জিওবি অনুমোদিত হয়েছে।</li> <li>L/C খোলা হয়েছে</li> </ul>
০২	Construction of Shahajitbarzar 330 MW Combined Cycle Power Plant	জানুয়ারী-১৩	প্রকল্পটির কাজ চলমান	৫৭২৯.৩৩	১৯৪৫৭৯.২৯	৮৯৭৯২.৯৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>অগ্রগতিঃ ২৫%</li> <li>Financial closure হয়েছে।</li> </ul>
০৩	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা-৩, ৪০০ মে: ও: ককশাইড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট	জুলাই-১৩	প্রকল্পটির কাজ চলমান	১৪১০৫.২৩	২৩৬১৩৭.৭৮	৮৫৫৬৫.১৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>অগ্রগতিঃ ২%</li> <li>ECA Financing</li> <li>Financial closure প্রক্রিয়াধীন</li> </ul>
০৪	এক্সটেনশন অব বড়পুকুরিয়া কোল ফায়ারড থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বাই ২৭৫ মে: ও: (থার্ড ইউনিট)	ডিসেম্বর-১৩	প্রকল্পটির কাজ চলমান	২০৪০৪.৭৭	১৮৩৫৫৭.২৮	৬৪৮৩২.৮৭	<ul style="list-style-type: none"> <li>অগ্রগতিঃ ২%</li> <li>Financial closure সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।</li> </ul>
০৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মে: ও: এইচএফও বেইজড পাওয়ার প্লান্ট	জুলাই-১৩	প্রকল্পটির কাজ চলমান	৭৫৪০.১৫	৮৯২৩৮.৮৫	১৪৫৪৩.৭	<ul style="list-style-type: none"> <li>ECA Financing</li> <li>Financial closure প্রক্রিয়াধীন</li> </ul>
০৬	Construction of Ghorashal 365 MW Combined Cycle Power Plant	জানুয়ারী-১৪	প্রকল্পটির কাজ চলমান	১১৩৭২.৮৯	১৬৫৩১৯.১২	৭৪৫০৫.০১	<ul style="list-style-type: none"> <li>অগ্রগতিঃ ৪%</li> <li>Financial closure সম্পন্ন হয়েছে।</li> </ul>
০৭	Re-Powering Project of Ghorasal 3rd Unit.	জানুয়ারী-১৫	-----	৪১৩০১.৫৭	২০১৯৫৪.৯৯	৮৬৭৮.২১	<ul style="list-style-type: none"> <li>অগ্রগতিঃ ০%</li> <li>জিওবি অনুমোদিত।</li> <li>শীঘ্রই ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে</li> </ul>
০৮	Re-Powering Project of Ghorasal 6th Unit	জুলাই-১৫	-----	১৩৫২৪.৫৭	২২৯৫১১.৭১	২১২৩৭.০৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>গত ২৬/০৫/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের উপর যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে In House Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলছে।</li> </ul>
০৯	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	জুলাই-১৫	-----	২৫৩৫৫৪.০৭	১৫২০১৭৪.১১	৯২৬৯৩৮.৪৪	<ul style="list-style-type: none"> <li>পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।</li> </ul>
মোট				৩৬৪৮২৪.২৬৫	১৩০০২৯৯.০২	৩৫৯১৫৫.০০	

সংস্থার নাম: পাওয়ার গ্রীড জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ  
(নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লাক টাকায়)		প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব অর্থায়ন	ECA অর্থায়ন	
১	নওগাঁ-নিয়ামতপুর ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২০০৫-০৬	২০০৯-১০	৯৪৭৫.০	.....	১০০.০%
২	আমিনবাজার-সাতার ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং সাতার ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	২০০৭-০৮	২০০৯-১০	৪৯৪৬.০	.....	১০০.০%
৩	আশুগঞ্জ-শাহজীবাজার ১৩২ কেভি সিঙ্গেল সার্কিট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২০০৭-০৮	২০০৯-১০	১৪৪৬.০	.....	১০০.০%
৪	বরিশাল-ভোলা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২০১০-১১		৪৫৩৪২.০	.....	৭১.০%
৫	আরপিপি এসোসিয়েটেড সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ও গ্রীড উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০১০-১১		১৭১০০.০	.....	৯৯.০%
৬	গোয়ালপাড়া-বাগেরহাট ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২০১১-১২		৮৯২২.০	.....	৪১.৪%
৭	কুলাউড়া ও শেরপুর-এ দুইটি নতুন ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র সহ আন্তঃসংযোগ লাইন নির্মাণ প্রকল্প	২০১২-১৩	২০১৪-১৫	২১৭৪৭.০	.....	১০০.০%
৮	রিনোল্ডেশন রিহেবিলিটেশন এবং অগমেন্টেশন অব গ্রীড সাবস্টেশন (আরআরএজিএস) প্রকল্প	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	১৩৯৮২.০	.....	১০০.০%
৯	বিবিয়ানা ২৩০ কেভি সুইচিং স্টেশন প্রকল্প	২০১২-১৩		১১৭৩২.০	.....	৮৮.০%
১০	১৩২ কেভি মেঘনা রিভার ক্রসিং এ্যাট টেটিয়া-কানাইনগর	২০১৩-১৪		৫০৯২.০	.....	৪২.০%
১১	আমুরা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	২০১৩-১৪		৯১৬৬.০	.....	২.০%
১২	মংলা-খুলনা (সাইথ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২০১৪-১৫		১৩৯৭৮.০	.....	২.০%
<b>মোট =</b>				<b>১৬২৯২৮.০</b>		



**সংস্থার নাম: আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোং লিঃ আশুগঞ্জ (এপিএসসিএল)**

(নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (শত টাকায়)		অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন (জিওবি)	প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব অর্থায়ন	ECA অর্থায়ন		
১	৫০ মেঃঃঃ গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্লান্ট	২৭ জুলাই ২০১০	৩০ এপ্রিল ২০১১	৩৫,৩০০	---	.....	-----
২	২২৫ মেঃঃঃ সিসিপিপি প্রকল্প	০৫ অক্টোবর ২০১১	---	১৩,০০০	১,৫৮,২৩৫.৪	.....	৯৫%
৩	৪৫০ মেঃঃঃ সিসিপিপি (সোউথ) প্রকল্প	১৭ মে ২০১২	----	২৩,২০০	৩,৪৪,৪০০	.....	৮২%
মোট =				৭১,৫০০	৫,০২,৬৩৫.৪		

**সংস্থার নাম: রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ**

(নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (শত টাকায়)		অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন (জিওবি)	প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব অর্থায়ন	ECA অর্থায়ন		
১	ময়মনসিংহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্যাস বুস্টার কমপ্লেক্সের স্টেশন	০৭ জুলাই ২০০৯	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১	৪১৬৫.৮০	.....	---	১০০%
২	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃঃঃ কবাইড সাইকেল (২য় ইউনিট ডুয়েল-ফুয়েল) প্রকল্প	২৫ জানুয়ারি ২০১০	১২ জুলাই ২০১২	১২৩০০.০০	.....	২৭৬৩৫.০০	১০০%
৩	রাউজান ২৫ মেঃঃঃ ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/ফর্নেস ওয়েল) বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৫ জানুয়ারি ২০১০	১০ মে ২০১৩	৪২০০.০০	.....	১৭৪১০.০০	১০০%
মোট =				৫০৬৬৫.৮০		৪৫০৪৫.০০	

## সংস্থার নাম: নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ

(নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের অগ্রগতি
				নিজস্ব অর্থায়ন	ECA অর্থায়ন	
১	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট কন্ডাইন্ড সাইকেল (২য় ইউনিট ডুয়েল-ফুয়েল) প্রকল্প	০৭ মার্চ ২০১৩	.....	৩২৬০৬.৮৬	১৫৫৪৭৮.৮৩	গত ২০/০৩/২০১৪ তারিখে Consortium of M/s. CMC & FEDI, China এর সাথে ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ECA Arranger Standard Chartered Bank (SCB) এর সাথে টেকনো-কমার্শিয়াল, পরিবেশ, আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনা চলছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।
মোট =				৩২৬০৬.৮৬	১৫৫৪৭৮.৮৩	

## সংস্থার নাম: ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো)

(নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের অগ্রগতি	
						নিজস্ব অর্থায়ন
১	Design, Supply installation of 08 nos. 33/11kv substation on Turnkey Basis.	জানুয়ারী-১৩	.....	১৪০৩০.০০	.....	চুক্তি মোতাবেক প্রায় ৯০% বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে।
২	Design, Supply installation of 04 nos. 33/11kv substation on Turnkey Basis.	মার্চ ২০১৪	.....	৬২০০.০০	.....	ডিজাইন অনুমোদন কার্যক্রম চলমান।
মোট =				২০২৩০.০০		

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	বাংলাদেশ পলীবিদ্যুতায়ন বোর্ড	
২	ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ	২০০৯ হতে অদ্যাবধি নিজস্ব অর্থায়নে এবং ECA অর্থায়নের কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি এবং বাস্তবায়নাবীন নেই।
৩	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ	
৪	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ	
৫	বিপিভিবি-আরপিএল পাওয়ারজেন লিঃ (বিপিভিবি ও আরপিএল এর JV Company)	



নিজস্ব অর্থায়নে এবং ECA অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা  
সংস্থা: ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি)

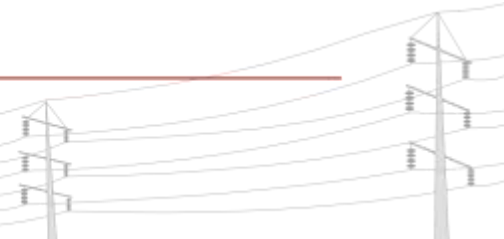
ক্র.সং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি একই সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	নিজস্ব তহবিল	একক্স ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের অগ্রগতি
					ECA অর্থায়ন	অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন	
০১	সাপাই, ইপটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব ১৩২ কেভি সার্কিট ব্রেকার এট উলন ১৩২/৩৩ কেভি সাব-স্টেশন অন টার্নকী বেসিস।	জানুয়ারি ২০১৪	-	১৯০.০০ লক্ষ	-	-	চলমান
০২	ইপটলেশন অব ৩৩ কেভি জিআইএস সুইচিং স্টেশন এট উলন ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন অন টার্নকী বেসিস।	জানুয়ারি ২০১৪	-	২৯০০ লক্ষ	-	-	চলমান
০৩	ইপটলেশন অব ৩৩ কেভি জিআইএস এন্ড ১১ কেভি এআইএস সুইচিং স্টেশন এট শ্যামপুর ১৩২/৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন অন টার্নকী বেসিস।	জানুয়ারি ২০১৪	-	৩৮০০ লক্ষ	-	-	চলমান
০৪	ডিজাইন, সাপাই, ইপটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব নিউ ৩৩ কেভি জিআইএস সুইচিং স্টেশন এন্ড রিপেসিং দি একজিস্টিং ৩৩ কেভি ইনডোর ব্রেকার এট ধানমন্ডি ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রীড সাব-স্টেশন অন টার্নকী বেসিস।	জানুয়ারি ২০১৪	-	২৫০০ লক্ষ	-	-	চলমান
০৫	কামরাদীরচর ১৩২ কেভি আইসোলেটর রিপেসমেন্ট।	জানুয়ারি ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	৮০ লক্ষ	-	-	সমাপ্ত
০৬	ডিজাইন, সাপাই, ইপটলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব ট্রান্সফরমার নিউ ৩৩/১১ কেভি, ৫০/৭৫ এমভিএ এট ধানমন্ডি, শীতলক্ষ্যা, কামরাদীরচর।	জানুয়ারি ২০১৪	-	৪৬০০ লক্ষ	-	-	চলমান
০৭	নিউ ৩৩/১১ কেভি (2x28/35MVA) সাব-স্টেশন এট আসাদগেট।	ফেব্রুয়ারি ২০১৪	-	২০০০.৫১ লক্ষ	-	-	চলমান
০৮	নিউ ৩৩/১১ কেভি (1x10/14MVA) সাব-স্টেশন এট সিকদার মেডিকেল কলেজ।	ডিসেম্বর ২০১৪	-	৩৯.৫৫ লক্ষ	-	-	চলমান
০৯	ইপটলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এক্সজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভারি ট্রান্সফরমার এট যশবাজার ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recovery Materials)	ডিসেম্বর ২০১৪	-	৫৫.২৬ লক্ষ	-	-	চলমান

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	নিজস্ব তহবিল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের অগ্রগতি
					ECA অর্থায়ন	অন্যান্য উৎসের অর্থায়ন	
১০	ইস্টলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এক্সজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট ক্লিগাতলা ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recovery Materials)	জুন ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	১৬.৯০ লক্ষ			সমাপ্ত
১১	ইস্টলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এক্সজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট তালতলা ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন।	জানুয়ারি ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	৯১.৩৫ লক্ষ			সমাপ্ত
১২	ইস্টলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এভজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট শোড়ান ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recovery Materials)	ডিসেম্বর ২০১৪	-	১১৬.৩৩ লক্ষ			চলমান
১৩	ইস্টলেশন অব এড ট্রান্সফরমার ইন এক্সিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট মঙলপাড়া ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recovery Materials)	জুন ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	২১.৯২ লক্ষ			চলমান
১৪	ইস্টলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এভজিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট সারুলিয়া ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recovery Materials)	জানুয়ারি ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	৩০.০০ লক্ষ			সমাপ্ত
১৫	ইস্টলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এক্সিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট বিসিক নারায়নগঞ্জ ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন (Excluding cost of using Recovery Materials)	জানুয়ারি ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৪	৩৯.০০ লক্ষ			সমাপ্ত
১৬	ইস্টলেশন অব এডিশনাল (1x10/14MVA) ট্রান্সফরমার ইন এক্সিস্টিং সাব-স্টেশন বাই রিকভার্ড ট্রান্সফরমার এট কামরান্দীরচর ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন।	জুলাই ২০১৩	জুন ২০১৪	৩৮.০০ লক্ষ			সমাপ্ত
১৭	কম্প্লিকেশন অব ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন এট জাপান গার্ডেন সিটি এন্ড মতিঝিল।	জুলাই ২০১১	জুন ২০১৩	৩২০০ লক্ষ			সমাপ্ত

# বার্ষিক প্রতিবেদন

ত্রি-বছর ২০১৪-১৫

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প গ্রহণের তারিখ	যদি প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সমাপ্তির তারিখ	নিজস্ব তাহবিল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকল্পের অগ্রগতি
					ECA অর্ধায়ন	অন্যান্য উৎসের অর্ধায়ন	
১৮	সাপাই এন্ড ইস্টলেশন অব ৫০০ নং ১১/০.৪ কেভি, ২০০ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার উইথ অল রিলেটেড ম্যাটারিয়াল ইন ডিফারেন্স নতুন আকার ডিপজিভিসি অন টার্নকী বেসিস।	মে ২০০৯	৩০ জুন ২০১০	৩২০০.৫১ লক্ষ			সমাপ্ত
১৯	ইস্টলেশন অব এ নিউ স্ক্যাড্যা সিস্টেম (ডেভেলপমেন্ট বাই বুয়েট) ইন ডিপজিভিসি।	ডিসেম্বর ২০১৩	-	১৭০০.১২ লক্ষ			চলমান
২০	ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচার, সাপাই, ইস্টলেশন, টেস্টিং এন্ড কমিশনিং অব থ্রি-পেয়ান্ট মিটারিং সিস্টেম এট নতুন অজিমপুর উইথ ৫ ইয়ার অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স সাপোর্ট সার্ভিস অন টার্নকী বেসিস।	মে ২০১৪	-	১২০০.৯৭ লক্ষ			চলমান
২১	মাগবাজার-মৌচারক ফাইওভার প্রকল্প কাজের এলাকায় বিদ্যমান ১৩২ কেভি ডু-গর্তস্থ ক্যাবল লাইন বিধস্ত হওয়ায় উলন-ধনমন্ডি ১৩২ কেভি ডু-গর্তস্থ ক্যাবল লাইন রি-কন্টিং।	জুন ২০১৪	-	৫৮৬৩.০০ লক্ষ			চলমান
২২	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of New 33/11 KV GIS Substation at Bidyut Bhaban on Turnkey Basis"	মার্চ ২০১৪	-	১৫০০.৫০ লক্ষ			চলমান
				মোট	৩৩১৮৩.৯৩ লক্ষ		





# সার্বশিষ্ট-ছ

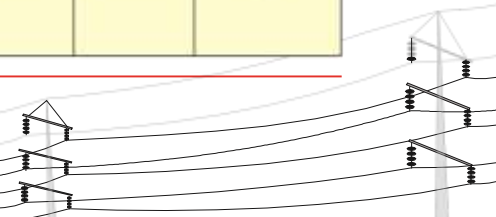
২০১৫-১৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন  
কর্মসূচী (বিনিয়োগ/প্রধান কর্মসূচী)



## ২০১৫-১৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (বিনিয়োগ/প্রধান কর্মসূচী)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়			২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
<b>উৎপাদন খাত</b>								
<b>বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)</b>								
<b>চলতি প্রকল্প</b>								
০১	ভোলা ২২৫ মেঃওঃ কচাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (০১/১২/২০১১- ৩০/০৬/২০১৬)	২০০১৪১	৫৯৫৬২	১৪০৫৭৯	৪০০০০	১১০০০	২৯০০০	আইডিবি
০২	ইপটেলেশন অব ৫ মেঃওঃ সোলার ফটোভোলটাইক গ্রীন কানেকটেড পাওয়ার প্লান্ট ইন কাঞ্চাই (০১/০৭/২০১১- ৩১/১২/২০১৬)	১৯২৫৯	৩৫২৭	১৫৭৩২	৫৮০০	৮০০	৫০০০	এডিবি
০৩	ইপটেলেশন অব অফ গ্রীড উইন্ড সোলার হাইব্রিড সিস্টেম উইথ ড্রইভেন/ ডিজেল বেইজড ইঞ্জিন সিঙ্গেল জেনারেটর ইন হাতিয়া আইল্যান্ড (০১/০১/২০১২- ৩১/১২/২০১৫)	১৩১৩৯	৩৬৭২	৯৪৬৭	৬৫০০	২০০০	৪৫০০	এডিবি
০৪	শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল কাম্বাই সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ (০১/১১/২০১২- ৩০/০৬/২০১৬)	২০২২৪২	৬৪৭০৬	১৩৭৫৩৬	৭৩০০০	১৩০০০	৬০০০০	কয়েক ফান্ড, সৌদি ফান্ড, আবুধাবী ফান্ড, ওফেক ফান্ড
০৫	শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ কাম্বাই সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (০১/০১/২০১৩- ৩১/১২/২০১৫)	২৮৪৩৭২	৮৯৭৯৩	১৯৪৫৭৯	৩৫০০০	৫০০০	৩০০০০	ইসিএ
০৬	কনভারশন অব শাহাজীবাজার ২x৩৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট টু ১৫০ মেঃওঃ কাম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (০১/০১/২০১৩- ৩১/১২/২০১৬)	৩৪২০০	৩৪৫৯	৩০৭৪১	৫৫০০	৫০০	৫০০০	ইআইবি
০৭	কনভারশন অব সিলেট ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ কাম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (০১/০১/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	৭০৭৫৩	১৭২১৫	৬৫৭০২	৭৫০০	১৫০০	৬০০০	আইডিবি
০৮	কনভারশন অব বাঘাবাড়ি ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্লান্ট টু ১৫০ মেঃওঃ কাম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (০১/০১/২০১৩- ৩১/১২/২০১৫)	৫১৩৭৮	৭৯৬৩	৪৩৪১৫	৬০০০	১০০০	৫০০০	ইআইবি
০৯	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা-৩, ৪০০ মেঃওঃ কাম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (০১/০১/২০১৩- ৩১/১২/২০১৬)	৩৩৫৮০৮	৯৯৬৭১	২৩৬১৩৭	৩৮৪০০	৩০০০	৩৫৪০০	ইসিএ
১০	এক্সটেনশন অব বড়পুকুরিয়া কোল ফায়ারড থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বাই ২৭৫ মেঃওঃ থার্ম ইউনিট (০১/০১/২০১৩-৩০/০৬/২০১৭)	২৬৮৭৯৪	৮৫২৩৭	১৮৩৫৫৭	৭৪০০০	৪০০০	৭০০০০	ইসিএ



ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়			২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
১১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ এইসএফও বেইজড পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৫)	১১১৩২২	২২০৮৩	৮৯২৩৮	৫৫৭০০	৫৭০০	৫০০০০	ইসিএ
১২	কনস্ট্রাকশন অফ খুলনা কোল বেইজড পাওয়ার প্লান্ট কানেকটিং রোড (০১/১০/২০১৩- ৩১/১২/২০১৫)	৫৫০০	৫৫০০	০	২০০০	২০০০	০	
১৩	কনস্ট্রাকশন অব ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৬)	২৫১১৯৭	৮৫৮৭৮	১৬৫৩১৯	৫৭০০০	৭০০০	৫০০০০	ইসিএ
<b>নতুন প্রকল্প</b>								
১৪	ঘোড়াশাল-৩ রি-পাওয়ারিং প্রজেক্ট (০১/০১/২০১৫- ৩১/১২/২০১৭)	২৫০৮৪৫	৫২১৫৮	১৯৮৬৮৭	৫০৮০০	৮০০	৫০০০০	ইসিএ
	উপমোট : বিপিডিবি	২০৯৮৯৫০	৬০০৪২৪	১৫১০৬৬২	৪৫৭২০০	৫৭৩০০	৩৯৯৯০০	
<b>কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী</b>								
১৫	মাতারবাড়ি ২x৬০০ মেগাওয়াট আন্ড্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফার্মার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০২৩)	৩৫৯৮৪৪৫	৭০৪৫৪২	২৮৯৩৯০৩	২৩৪০০	১৩০০০	১০৪০০	জাইকা
	উপমোট : সিপিজিসিএল	৩৫৯৮৪৪৫	৭০৪৫৪২	২৮৯৩৯০৩	২৩৪০০	১৩০০০	১০৪০০	
<b>নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী (নওপাজেকো)</b>								
<b>চলতি প্রকল্প</b>								
১৬	ভেরামারা ৩৬০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (০১/০৭/২০১০- ৩১/১২/২০১৭)	৪১৪০৪৮	৯১৯৪০	৩২২১০৮	৫৮০০০	৮০০০	৫০০০০	জাইকা
১৭	আপমডেশন অব খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্লান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (০১/১২/২০১২- ৩০/০৬/২০১৬)	৯৬৭৩৪	৯৫০৯	৭৮৬৫৬	৫০০০০	২৫০০	৪৭৫০০	এডিবি
১৮	ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড প্রটেকশন ফর পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ থারমাল পাওয়ার প্লান্ট (০১/০৭/২০১৪- ৩১/১২/২০১৫)	৭৮২৬৩	৭৮২৬৩	০	৫২৪০০	৫২৪০০	০	জিওবি
	উপমোট : নওপাজেকো	৫৮৯২৪০	১৮৮২৮০	৪০০৭৬৪	১৬০৪০০	৬২৯০০	৯৭৫০০	
<b>ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি)</b>								
<b>চলতি প্রকল্প</b>								
১৯	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প (০১/০১/২০০৯- ৩০/০৬/২০১৫)	৪২৩৯৪৭	২৪১৭১৮	১৮২২২৯	৫২০০০	২৭০০০	২৫০০০	আইডিএ
	উপমোট : ইজিসিবি	৪২৩৯৪৭	২৪১৭১৮	১৮২২২৯	৫২০০০	২৭০০০	২৫০০০	

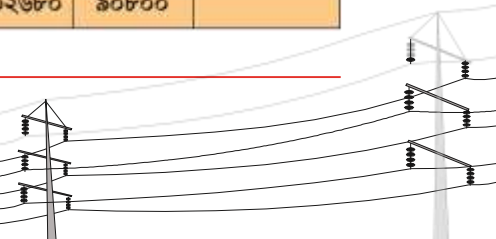


# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়			২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
<b>আন্তর্গঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল)</b>								
<b>চলতি প্রকল্প</b>								
২০	আন্তর্গঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার পল্ট নির্মাণ প্রকল্প (নর্থ) (০১/১২/২০১১- ৩০/০৬/২০১৭)	৩৪০০০২	৪০৩৯৮	২৯৯৬০৪	৬৬০০০	৮০০০	৫৮০০০	এডিবি আইডিবি
	উপমোটঃ এপিএসসিএল	৩৪০০০২	৪০৩৯৮	২৯৯৬০৪	৬৬০০০	৮০০০	৫৮০০০	
<b>সম্ভালন খাত</b>								
<b>পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)</b>								
২১	বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি ও ফেডুগঞ্জ- বিবিয়ানা ২৩০ সম্ভালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০- ৩০/০৬/২০১৭)	২০১০৫৬	১২৭০৫৬	৭৪০০০	২৮৮০০	২২৮০০	৬০০০	ইডিসিএফ (কোরিয়া)
২২	ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (০১/০১/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	২৪২৬৬০	৬৫৯০৭	১৭৬৭৫৩	৩৪০০০	১০০০০	২৪০০০	জাইকা
২৩	১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন ইস্টার্ন রিজিয়ন (০১/০১/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৬)	১১০৩৩২	৪১০০৯	৬৯৩২৩	৪১৮০০	৯০০০	৩২৮০০	এডিবি
২৪	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৬)	৩২২৭০৭	৮৮৮৯১	২৩৩৮১৬	৬০০০	১০০০	৫০০০	এডিবি আইডিবি
২৫	এ্যানহেলমেন্ট অব ক্যাপাসিটি অব গ্রীড সাবস্টেশনস এন্ড ট্রান্সমিশন লাইন ফর রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন। (০১/০৭/২০১৪- ৩০/১২/২০১৭)	১৩৩২৬৮	৪২০৩৫	৯১২৩৩	১৮০০০	৫০০০	১৩০০০	বিশ্বব্যাংক
২৬	আন্তর্গঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সম্ভালন লাইন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৭)	৮৫৩৬৮	৮৫৩৬৮	০	৪০০০০	৪০০০০	০	জিওবি
<b>নতুন প্রকল্প</b>								
২৭	ত্রিপুরা (ভারত)- কুমিল্লা (দ. উপকেন্দ্র) (বাংলাদেশ) গ্রীড আন্তঃসংযোগ প্রকল্প (০১/০৯/২০১৪- ৩১/১২/২০১৫)	১৭৯৪৫	১৭৯৪৫	০	৭৮০০	৭৮০০	০	জিওবি
২৮	বিদ্যমান বাংলাদেশ (ভেড়ামারা) ভারত (বহরামপুর) গ্রীড আন্তঃসংযোগের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ প্রকল্প (০১/০১/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৮)	১৪০৪৭৯	৫৫৯৯১	৮৪৪৮৮	১৭০৮০	৭০৮০	১০০০০	এডিবি
	উপমোটঃ পিজিসিবি	১২৫৩৮১৫	৫২৪২০২	৭২৯৬১২	১৯৩৪৮০	১০২৬৮০	৯০৮০০	



ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়			২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
<b>বিতরণ খাত</b>								
<b>বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)</b>								
২৯	১০-শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০০৩- ৩০/০৬/২০১৫)	৫০৬৮৯	২৩৭৮৮	২৬৯০১	৩০০	৩০০	০	এনডিএফ, এডিবি, নরডিক
৩০	ইমারজেন্সী রিহ্যাবিলিটেশন এক্সপানশন অব আরবানস এরিয়াস এন্ড পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আন্ডার চিটাগাং জোন, (০১/০৭/২০০৮- ৩০/০৬/২০১৫)	১৮০১৩	১৮০১৩	০	৫০	৫০	০	জিওবি
৩১	প্রিপেইন্স্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন সাউদার্ন জোন চিটাগাং (০১/০১/২০০৯- ৩১/১২/২০১৬)	১৩৭৩৬	১৩৭৩৬	০	৩০০০	৩০০০	০	জিওবি
৩২	শ্বেটার চিটাগাং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট স্ক্যাডা রিহ্যাবিলিটেশন, (০১/০১/২০০৯- ৩১/১২/২০১৫)	১০৪০৫	১৮১৬	৮৫৮৯	১২০০	১০০	১১০০	কুয়েত ফান্ড
৩৩	বাংলাদেশ সেন্টাল জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রজেক্ট, (০১/১২/২০০৯- ৩০/০৬/২০১৫)	১৪৪১২৮	৪৩২৯৭	১০০৮৩১	১০০০০	১০০০০	০	জাইকা
৩৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১১- ৩০/০৬/২০১৫)	১৮০৭৯	১৮০৭৯	০	৬০০	৬০০	০	জিওবি
৩৫	সোলার স্ট্রীট লাইটিং প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পোরেশন, (০১/০১/২০১২- ৩১/১২/২০১৫)	৩১৬৬০	৮০০১	২৩৬৫৯	২১০৫০	২৬৫০	১৮৪০০	এডিবি
৩৬	প্রি-পেইন্স্ট মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ, (০১/০৭/২০১৩- ৩১/১২/২০১৫)	১৪৩৯৪৩	৪৩১১৩	১০০৮৩০	৩৮০০	৮০০	৩০০০	কেএফডিবিউ
৩৭	পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, চিটাগাং জোন, (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	১০৯৯৬৯	১০৯৯৬৯	০	৩০০০০	৩০০০০	০	জিওবি
<b>নতুন প্রকল্প</b>								
৩৮	রাজশাহী পাওয়ার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, (০১/০৫/২০১৫- ৩১/১২/২০১৮)	৮৭২৪৩	৮৭২৪৩	০	২০০০	২০০০	০	জিওবি
৩৯	খানচি বিদ্যুতায়ন প্রকল্প, (০১/০৪/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৬)	২৪৬৪.৪২	২৪৬৪.৪২	০	২০০০	২০০০	০	জিওবি
	<b>উপমোটঃ বিপিডিবি</b>	<b>৬৩০৩২৯</b>	<b>৩৯৩৮১৯</b>	<b>২৬০৮১০</b>	<b>৭৪০০০</b>	<b>৫১৫০০</b>	<b>২২৫০০</b>	
<b>ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজোপাডিকো)</b>								
<b>চলতি প্রকল্প</b>								
৪০	২১ জেলা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প (০১/০১/২০১১- ৩০/০৬/২০১৫)	৪৬৯১৮	৪৬৯১৮	০	৫০০	৫০০	০.০০	জিওবি

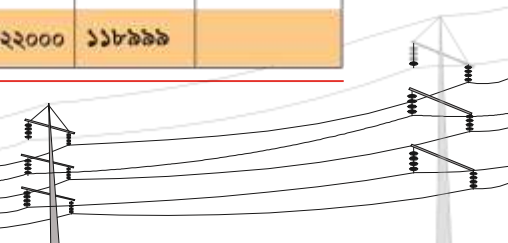


# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়			২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
৪১	Pre-payment Metering Project for Khulna City Phase-1, (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৬)	৪২৪৩	৪২৪৩	০	২৫০০	২৫০০	০	জিওবি
৪২	স্ট্রেনদেনিং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	৮৩২৪৩	৮৩২৪৩	০	৬৫০০	৬৫০০	০	জিওবি
	<b>উপমোটঃ ওজোপাজেকো</b>	<b>১৩৪৪০৪</b>	<b>৮৭৪৮৬</b>	<b>০</b>	<b>৯৫০০</b>	<b>৯৫০০</b>	<b>০</b>	
<b>পলী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)</b>								
<b>চলতি প্রকল্প</b>								
৪৩	রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন আপ-গ্রেডেশন প্রজেক্ট (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), (০১/০৭/২০১০- ৩০/০৬/২০১৬)	১৪৫০৭৫	৩৯৬৪৫	১০৫৪৩০	৪০২৯৯	১০০০০	৩০২৯৯	জাইকা
৪৪	পলী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ বরিশাল বিভাগীয় কার্যক্রম-১, (০১/০৭/২০১০- ৩০/০৬/২০১৬)	৩৩১৮০	১৭৫৮০	১৫৬০০	১৬৭০০	৩০০০	১৩৭০০	আইডিবি
৪৫	পলী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান, (০১/০১/২০১২- ৩১/১২/২০১৫)	৫৪১৩৩৫	৫৪১৩৩৫	০	১০২০০০	১০২০০০	০	জিওবি
৪৬	পলী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম -২ (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	১৬৪৫৩৭	১৬৪৫৩৭	০	৩৯০০০	৩৯০০০	০	জিওবি
৪৭	আপগ্রেডেশন অব রুরাল ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ডিভিশন), (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	৫১৯৮৩৩	১৪৯৩৩৩	৩৭০৫০০	১০০০০০	২৫০০০	৭৫০০০	আইডিএ
৪৮	পলী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-২, (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	১৩৮৫২০	১৩৮৫২০	০	৩৯০০০	৩৯০০০	০	জিওবি
৪৯	পলী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম -২, (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	১৬৮৭৩০	১৬৮৭৩০	০	৩৯০০০	৩৯০০০	০	জিওবি
৫০	পলী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের জন্য সুইচিং স্টেশন নির্মাণ, (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৬)	১২১৫৪	১২১৫৪	০	১০০০০	১০০০০	০	জিওবি
৫১	পলী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ খুলনা বিভাগীয় কার্যক্রম-২, (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	৯৯৫৫০	৯৯৫৫০	০	৩০০০০	৩০০০০	০	জিওবি
৫২	পলী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ বরিশাল বিভাগীয় কার্যক্রম -২, (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	৮৩৮৯০	৮৩৮৯০	০	২৫০০০	২৫০০০	০	জিওবি
	<b>উপমোটঃ আরইবি</b>	<b>১৯০৬৮০৪</b>	<b>১৪১৫২৭৪</b>	<b>৪৯১৫৩০</b>	<b>৪৪০৯৯৯</b>	<b>৩২২০০০</b>	<b>১১৮৯৯৯</b>	



ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়			২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
<b>ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি)</b>								
<b>চলতি প্রকল্প</b>								
৫৩	ডেভেলপমেন্ট অব নিউ ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০০৬- ৩১/১২/২০১৫)	৫৮৭৯১	২১৬৮৯	৩৭১০২	৩৭০০	২০০	৩৫০০	এডিবি, কেএফডবিউ
৫৪	রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড অগমেন্ট অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক অব ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১০- ৩০/০৬/২০১৬)	২০১৩০	২০১৩০	০	৪১	৪১	০	
৫৫	কনস্ট্রাকশন এন্ড এক্সপানশন অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক অব নর্থ এন্ড সাউথ জোন আন্ডার ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	৫১০৬৩	১৬৭৫৩	৩৪৩১০	২৩৮০০	৫৮০০	১৮০০০	এডিবি
৫৬	প্রিপেইন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ৬ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৩- ৩১/১২/২০১৫)	১৭৩৩৬	৮২৩৭	৯০৯৯	১০০০০	৬২০০	৩৮০০	কেএফডবিউ
৫৭	কনস্ট্রাকশন অব নিউ ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	১৮৫০৬৬	৫৫৬৮০	১২৯৩৮৬	১৬৫০০	৪০০০	১২৫০০	এডিবি
৫৮	প্রিপেইন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি, (০১/০১/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৭)	২২৪৪২	২২৪৪২	০	১৮৪০০	১৮৪০০	০	
৫৯	বঙ্গভবন, গণভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১১ কেভি সুইচিং স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৪- ৩১/১২/২০১৫)	২৪৮৯	২৪৮৯	০	২৪৫৯	২৪৫৯	০	
	<b>উপমোটঃ ডিপিডিসি</b>	<b>৩৫৭৩১৭</b>	<b>১৪৭৪২০</b>	<b>২০৯৮৯৭</b>	<b>৭৪৯০০</b>	<b>৩৭১০০</b>	<b>৩৭৮০০</b>	
<b>ঢাকা ইলেকট্রিক সাপাই কোম্পানী লিঃ (ডেসকো)</b>								
৬০	কনস্ট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রীড সাব স্টেশন ইন ডেসকো এরিয়া (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	৯৪৬১৪	৪০২৬০	৫৪৩৫৪	৬৫০০	৩০০০	৩৫০০	এডিবি
৬১	অগমেন্টেশন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন ডেসকো এরিয়া (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	১৯৮৯১৫	৮৮২৭৫	১১০৬৪০	৪৫০০০	১৫০০০	৩০০০০	এডিবি
	<b>উপমোটঃ ডেসকো</b>	<b>২৯৩৫২৯</b>	<b>১২৮৫৩৫</b>	<b>১৬৪৯৯৪</b>	<b>৫১৫০০</b>	<b>১৮০০০</b>	<b>৩০৫০০</b>	



# বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৪-১৫

## ২০১৫-১৬ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (কারিগরি সহায়তা)

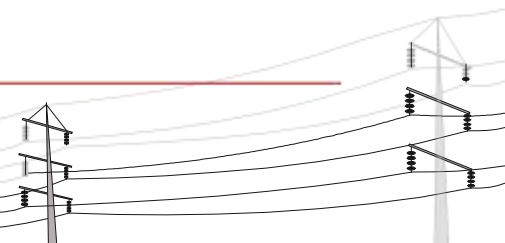
(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়			২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	
<b>বিদ্যুৎ বিভাগ</b>								
<b>চলতি প্রকল্প</b>								
১	সাসটেনেবল এনার্জি ফর ডেভেলপমেন্ট এসইডি প্রজেক্ট, (০১/০১/২০০৯- ৩১/১২/২০১৩)	৮৭১১	১৫১	৮৫৬০	৩৬০	৬০	৩০০	জিআইজেড
২	Capacity Building and Project implementation Support for Power Sector Agencies, (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৬)	৭২০০	৪০০	৬৮০০	২৫৪	৫৪	২০০	এডিবি
৩	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং, (০১/১১/২০১২- ৩১/১০/২০১৪)	১১৯৮	৩৮৪	৮১৪	৮৫৬	৫৬	৮০০	ইউএস এআইডি
৪	ইমপিমেটেশন অব বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম (২য় পর্যায়ে), (০১/০১/২০১১- ৩১/১২/২০১৫)	১৩৮৭৬	১৯৫৮	১১৯১৮	১৫০০	৩০০	১২০০	আইডিএ
৫	Technical Assistance Project for Development of Sustainable Renewable Energy Power Generation (SREPGen), (০১/০১/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	৩৯৬৬	৭৯৬	৩১৭০	৮৩০	২৩০	৬০০	UNDP
	মোট	৩৪৯৫১	৩৬৮৯	৩১২৬২	৩৮০০	৭০০	৩১০০	

## ২০১৫-১৬ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
<b>বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিপিডিবি</b>				
১	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা সাউথ ৪০০ মেঃওঃ গ্যাস ভিত্তিক কন্ডাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৫)	২৬২৬০০	৪০০০০	জিওবি





# প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি

## প্রকাশনা ও উপদেষ্টা

**ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী**, বীর বিক্রম  
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ  
বিষয়ক উপদেষ্টা

**জনাব নসরুল হামিদ**, এমপি  
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

## সম্পাদনায়

**জনাব মনোয়ার ইসলাম**  
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

## সহ-সম্পাদনায়

**ড. আহমেদ কায়কাউস**  
অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

**জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম**  
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ

**জনাব মোঃ জাকির হোসেন**  
অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), বিদ্যুৎ বিভাগ

**মোছাঃ মাকছুদা খাতুন**  
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ

**জনাব শেখ মোঃ আব্দুল আহাদ**  
যুগ্ম-প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ

**জনাব মোহাম্মদ হোসাইন**  
মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

## সহযোগিতায়

**জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান**  
উপসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

**জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ মিয়া**  
পরিচালক, পাওয়ার সেল

**জনাব মোঃ সাজিবুল হক**  
উপ পরিচালক, পাওয়ার সেল

**জনাব এস এম মাসুদুজ্জামান**  
সহকারী পরিচালক, পাওয়ার সেল







## বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার